পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।– আল-কুরআন।

বিডি সাইন্স একাডেমী

বিষয়: কর্ম ও জীবনমুখী, লেকচার শিট ▶ ১

শ্রেণি-সপ্তম

প্রথম অধ্যায়
কর্ম ও মানবিকতা

- যে সকল কাজ করতে করতে আমাদের শারীরিক পরিশ্রম হয় সেগুলোকে কায়িক শ্রম বলে। কায়িক শ্রম হলো শারীরিক পরিশ্রম। কায়িক শ্রম আমাদের দেহ ও মনের জন্য খুবই জরুরি।
- আমাদের এই সভ্যতা মানবসমাজের কঠোর কায়িক শ্রমের ফসল। হাজার হাজার বছরের লক্ষ লক্ষ মানুষের কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আজকের এই উন্নত মানবসভ্যতা।
- মেধা ব্যয় করে যে কাজগুলো করা হয় সেগুলোই মেধাশ্রম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেধাশ্রম প্রয়োজন। মেধাশ্রম ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছেন যারা তাদের অর্জিত জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর মেধাশ্রম দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন মুক্তির পথ, সমাধানের পথ।
- আত্মমর্যাদাবান মানুষ একদিকে যেমন নির্ভীক দেশপ্রেমিক হয় তেমনি সৎ, সাহসী ও পরিশ্রমী হয়। স্বপ্নের বাংলাদেশ গঠনের জন্য তাই যোগ্য ও আত্মমর্যাদাবান নাগরিক প্রয়োজন।
- কাজে সফলতার জন্য আত্মবিশ্বাস খুবই জরুরি। আত্মবিশ্বাসের বলে বলীয়ান হলে অনেক অসাধ্যও সাধন করা যায়। সফল হতে হলে আত্মবিশ্বাসের কোনো বিকল্প নেই।
- আমাদের জীবনকে আরো সহজ, নিরাপদ ও আরামদায়ক করার জন্য বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন সামগ্রী তৈরি করেন। এই নিজ নতুন জিনিস তৈরির জন্য সৃজনশীলতা প্রয়োজন।

১. সত্য মিথ্যা যাচাই কর এবং ☐ এ রঙ কর --------//

ক. ঘুমানো কায়িক শ্রমের উদাহরণ– ☐ সত্য ■ মিথ্যা

খ. ভিটামিন খেলে বুদ্ধি বাড়ে, তাই ভিটামিন খাওয়া মেধাশ্রমের উদাহরণ– ☐ সত্য ■ মিথ্যা

গ. আত্মমর্যাদাবান মানুষ অন্যের জিনিস নিতে পছন্দ করে– ☐ সত্য ■ মিথ্যা

ঘ. যারা আত্মবিশ্বাসী, তারা যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাহসের সাথে এগিয়ে যায়– ■ সত্য ☐ মিথ্যা

ঙ. যারা সৃজনশীল, তারা যে কোনো কাজ নতুন উপায়ে করার ইচ্ছা পোষণ করে– ■ সত্য ☐ মিথ্যা

২. শূন্যস্থান পূরণ কর ------------------------//

ক. রিকশা চালানো, কোদাল দিয়ে মাটি খোঁড়া ইত্যাদি —— এর উদাহরণ।

খ. শিক্ষকতা করা, বই লেখা ইত্যাদি —— এর উদাহরণ।

গ. যারা অন্যের কাছে হাত পাতে না, যারা অন্যের জিনিস তার অনুমতি ছাড়া নেয় না, যারা অন্যায় করে না, মিথ্যা কথা বলে না তারা —— মানুষ।

ঘ. যারা —— তারা অন্যের কথা শুনেই প্রভাবিত হয় না, বরং আগে নিজে ভেবে চিন্তে দেখে, বড়দের সাথে পরামর্শ করে, তারপর সিদ্ধান্ত নেয়।

ঙ. —— মানুষেরা নিত্যনতুন সামগ্রী তৈরি করে আমাদের জীবনকে করেছেন আরও সহজ, নিরাপদ ও আরামদায়ক।

উত্তর : ক. কায়িকশ্রম; খ. মেধাশ্রম; গ. আত্মমর্যাদাবান; ঘ. আত্মবিশ্বাসী; ঙ. সৃজনশীল।

পাঠ ১ : কায়িকশ্রমের গুরুত্ব ■ পৃষ্ঠা : ২ ও ৩

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **কোনটি কায়িকশ্রমের উদাহরণ?** (প্রয়োগ)
ক ছবি আঁকা　খ গবেষণা　গ ইতিহাস লেখা　● নৌকার দাঁড় টানা

২. **বর্তমানে আমাদের কায়িকশ্রম কমে যাওয়ার প্রধান কারণ কী?** (জ্ঞান)
ক মানুষের কর্মবিমুখতা　খ অসুস্থতা
গ অপুষ্টি　● বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

৩. **বেশির ভাগ কায়িকশ্রমের কাজ কী দিয়ে করা হয়?** (জ্ঞান)
ক মানুষ　খ রোবট　● যন্ত্র　ঘ কম্পিউটার

৪. **সুস্বাস্থ্যের জন্য কোনটি জরুরি?** (জ্ঞান)
ক টাকা　খ স্বাস্থ্য　● পরিচ্ছন্নতা　ঘ কাপড়

৫. **আমাদের চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখতে কোনটি করণীয়?** (জ্ঞান)
ক মানসিক শ্রম　খ অর্থ　● কায়িকশ্রম　ঘ সরঞ্জাম

৬. **কায়িকশ্রম বলতে কী বোঝানো হয়েছে?** (অনুধাবন)
● শারীরিক পরিশ্রমকে　খ শারীরিক অক্ষমতাকে
গ অধিক পরিশ্রমকে　ঘ মানসিক পরিশ্রমকে

৭. **আমরা কায়িকশ্রম দিয়ে কী অর্জন করে থাকি?** (জ্ঞান)
ক বুদ্ধি　খ সম্মান　গ জামাকাপড়　● টাকা

৮. **রফিক ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তার কাজটি কোন ধরনের শ্রমের পর্যায়ভুক্ত?** (প্রয়োগ)

(ক) মানসিক শ্রম (খ) সামষ্টিক শ্রম ● কায়িক পরিশ্রম (ঘ) মেধাশ্রম

৯. 'রিকশা চালানো' কিসের উদাহরণ? (অনুধাবন)

● কায়িকশ্রমের (খ) মেধাশ্রম (গ) প্রবল শক্তির (ঘ) সামষ্টিক শ্রম

১০. 'কায়িকশ্রম আমাদের দেহ ও মনের জন্য খুবই জরুরি' উক্তিটি কিসের ইঙ্গিত বহন করে? (উচ্চতর দক্ষতা)

● কায়িকশ্রমের গুরুত্ব (খ) কায়িকশ্রমের নেতিবাচক দিক
(গ) কায়িকশ্রমের অপকারিতা (ঘ) কায়িকশ্রমের ভবিষ্যত

১১. 'নিয়মিত পরিমিত পরিমাণ কায়িকশ্রম আমাদের হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়' এ উক্তিতে কায়িক শ্রমের কোন দিক ফুটে ওঠে? (উচ্চতর দৰতা)

● কায়িকশ্রমের ইতিবাচক দিক (খ) কায়িকশ্রমের নেতিবাচক দিক
(গ) মেধাশ্রমের ইতিবাচক দিক (ঘ) শ্রমের নেতিবাচক দিক

১২. কায়িক শ্রমের গুরুত্ব কী? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল এন্ড কলেজ]

● শরীর সুস্থ থাকে (খ) শরীর অসুস্থ থাকে
(গ) কাজের দৰতা বাড়ে (ঘ) মেধাবী হওয়া যায়

১৩. কোনটি মানব সমাজের কঠোর কায়িক শ্রমের ফসল? [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদগ্যালয়, যশোর]

(ক) সংস্কৃতি (খ) সমাজ ● সভ্যতা (ঘ) পরিবার

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪. কায়িকশ্রম জরুরি– (অনুধাবন)

i. আমাদের দেহের জন্য ii. আমাদের কর্মের জন্য
iii. আমাদের মনের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. আমরা পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখব– (অনুধাবন)

i. আমাদের বাড়ির চারপাশ ii. আমাদের বিদ্যালয়
iii. আমাদের এলাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬. সুমী ও রুমী ছুটির দিন তাদের বাড়ির ভেতর ও বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের কাজ করে থাকে। তাদের কাজ যে শ্রমের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)

i. কায়িকশ্রম ii. শারীরিক শ্রম iii. মেধাশ্রম

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭. দৈনন্দিন কাজ বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)

i. নানা কাজকে ii. কায়িকশ্রমকে iii. মেধাশ্রমকে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

১৮. 'কায়িক শ্রমের গুরুত্ব' রচনাটি পড়ে তুমি যে বিষয়টি শিখতে পার– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. মেধাশ্রমের গুরৰত্ব ii. কায়িকশ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদা
iii. কায়িকশ্রমের পরিণাম

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯. আমাদের সমাজে নানা পেশার মানুষের মধ্যে রয়েছে– (অনুধাবন)

i. কামার ii. কুমার iii. দর্জি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

২০. বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার আমাদের জীবনকে করে দিয়েছে– (অনুধাবন)

i. জটিল ii. সহজ iii. আরামদায়ক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২১. কায়িকশ্রম আমাদের শারীরিকভাবে– (অনুধাবন)

i. সুস্থ রাখতে সাহায্য করে
ii. স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা থেকে রৰা করে
iii. জটিল রোগব্যাধি থেকে রৰা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

২২. আশরাফ সাহেব প্রতিদিন সকালে উঠে নিজের কাজগুলো নিজেই করেন। এতে তার– (প্রয়োগ)

i. শরীরের কার্যৰমতা ঠিক থাকে
ii. রোগ প্রতিরোধ ৰমতা বাড়ে
iii. সময় বাঁচে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৩. রাইমা নিজের সবকিছু সবসময় পরিষ্কার রাখে। তার এ কাজের ফলাফল হলো– (উচ্চতর দৰতা)

i. স্বাস্থ্য ভালো থাকে ii. কর্মসম্পৃহা বাড়ে iii. মন প্রফুল্লর থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

২৪. চিত্রে কোন শ্রমের প্রতিফলন ঘটেছে? (প্রয়োগ)

(ক) মেধাশ্রম (খ) সামষ্টিক শ্রম ● কায়িকশ্রম (ঘ) শক্তির প্রয়োগ

২৫. আজকাল উক্ত শ্রমের পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণ– (উচ্চতর দৰতা)

i. প্রযুক্তির ব্যবহার ii. যন্ত্রের ব্যবহার
iii. বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ইলতেমাস সাহেব একজন উধ্বর্তন কর্মকর্তা। তিনি অফিসের কাজের পাশাপাশি বাড়ির কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করেন। সকালে উঠে নিজের কাজ নিজেই করেন এবং অফিস থেকে এসে বাগানে পানি দেওয়া, কাপড় লন্ড্রির কাজও তিনি নিজে করেন।

২৬. উক্ত চরিত্রটির কৃত শ্রমকে কোন শ্রমের আওতাভুক্ত করা যায়? (প্রয়োগ)

(ক) মেধাশ্রম ● কায়িকশ্রম (গ) চিন্তাশ্রম (ঘ) অলীক শ্রম

২৭. 'উদ্দীপকের ইলতেমাস সাহেবের মতো আমাদেরও শারীরিক শ্রম করা উচিত– (উচ্চতর দৰতা)

i. অর্থ খরচ বাঁচানোর জন্য ii. স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য
iii. রোগ প্রতিরোধ ৰমতা বাড়ানোর জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আব্দুল মজিদ একজন দিনমজুর। সে সারাদিন ইটের ভাটায় হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। দিন শেষে সে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। সারাদিনের কাজের ধকল তার শরীরের ওপর দিয়ে যায়।

২৮. অনুচ্ছেদের সাথে নিচের কোনটির মিল পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)

(ক) মেধাশ্রমের গুরুত্ব ● কায়িকশ্রমের গুরুত্ব
(গ) মেধাশ্রমের গল্প (ঘ) আত্মমর্যাদা বজায় রেখে কাজ করা

২৯. আলোচ্য অনুচ্ছেদটি যা প্রকাশ করে– (উচ্চতর দৰতা)

i. কায়িকশ্রম ii. শারীরিক পরিশ্রম iii. মেধাশ্রম

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ২ : কঠোর কায়িকশ্রমের নিদর্শন ■ পৃষ্ঠা : ৩-৫

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩০. পিরামিড তৈরিতে কী ব্যবহৃত হয়েছে? (জ্ঞান)

● পাথর খন্ড (খ) মার্বেল পাথর
(গ) প্রয়োজনীয় নকশা (ঘ) রং ও ডিজাইন

৩১. খ্রিষ্টপূর্ব কত শতকে চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণ কাজ শুরু হয়? (জ্ঞান)

(ক) পঞ্চম (খ) ষষ্ঠ ● সপ্তম (ঘ) নবম

৩২. চীনের মহাপ্রাচীরের দৈর্ঘ্য কত? (জ্ঞান)
ক ৮৮৫১ ● ৮৮৫২ গ ৮৮৫৩ ঘ ৮৮৫৪

৩৩. মহাপ্রাচীর নির্মাণ শুরু হয়— (অনুধাবন)
i. মোঙ্গলদের হাত থেকে রক্ষার জন্য
ii. চীন সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য
iii. অধিক নিরাপত্তার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৪. মহাপ্রাচীর নির্মাণে প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক শতাধিক বছর ধরে বিরামহীনভাবে কাজ করে গেছে, এ কাজটি কোন শ্রমের আওতাভুক্ত? (প্রয়োগ)
ক মেধাশ্রম খ শারীরিক শ্রম গ সামাজিক শ্রম ● কায়িকশ্রম

৩৫. মানবসমাজের কঠোর কায়িক শ্রমের ফসল কী? (জ্ঞান)
● সভ্যতা খ স্বাধীনতা গ ইতিহাস ঘ ঐতিহ্য

৩৬. পিরামিড কোন দেশে অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক ইরান খ আফগানিস্তান ● মিশর ঘ ফিলিপাইন

৩৭. মিশরের পিরামিডের বয়স কত? (জ্ঞান)
ক প্রায় ৪,০০০ বছর ● প্রায় ৪,৫০০ বছর
গ প্রায় ৪,৬০০ বছর ঘ প্রায় ৪,৭০০ বছর

৩৮. গিজার মহাপিরামিডটি তৈরি করতে কত বছর লেগেছিল? (জ্ঞান)
ক ১৯ বছর ● ২০ বছর গ ২১ বছর ঘ ২২ বছর

৩৯. কোনটির অনির্মাণে শতাধিক বছর সময় লেগেছে? (জ্ঞান)
ক মিশরের পিরামিড ● চীনের মহাপ্রাচীর
গ তাজমহল ঘ ফরাসি মিউজিয়াম

৪০. তাজমহল কে নির্মাণ করেন? (জ্ঞান)
ক সম্রাট বাবর খ সম্রাট আকবর
গ সম্রাট অশোক ● সম্রাট শাহজাহান

৪১. সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রীর নাম কী? (জ্ঞান)
● মমতাজ খ নার্গিস গ তাহমিনা ঘ নূরজাহান

৪২. সম্রাট শাহজাহান কার স্মরণে তাজমহল নির্মাণ করেন? (জ্ঞান)
ক প্রিয় ভাইয়ের স্মরণে খ প্রিয় বোনের স্মরণে
● প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মরণে ঘ প্রেমিকার স্মরণে

৪৩. রহিমপুর গ্রামে পানির বড় অভাব। তারা সকলে মিলে একটি পুকুর খনন করল। তাদের পরিশ্রম সফল হলো। এ বিষয়টি তোমার পড়া রচনার কোন বক্তব্যকে সমর্থন করে? (প্রয়োগ)
ক কঠোর কায়িক শ্রমের গুরুত্ব খ কঠোর সংযমের গুরুত্ব
● কঠোর কায়িক শ্রমের নিদর্শন ঘ কায়িক শ্রমের প্রয়োজনীয়তা

৪৪. মিশরে অবস্থিত পিরামিডগুলোর বয়স কত?
[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল এন্ড কলেজ]
ক ৩ হাজার বছর খ ৪ হাজার বছর
● সাড়ে ৪ হাজার বছর ঘ ৫ হাজার বছর

৪৫. চীনের মহাপ্রাচীরের দৈর্ঘ্য কত— [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল এন্ড কলেজ]
● ৮৮৫২ কি: মি: খ ১৮৫২ কি: মি:
গ ১৯৫২ কি: মি: ঘ ৮৮৫০ কি: মি:

৪৬. তাজমহল কিসের তৈরি? (জ্ঞান)
ক শ্বেত পাথরে ● মার্বেল পাথরে গ চুনাপাথরে ঘ সিমেন্ট

৪৭. গির্জার পিরামিড তৈরিতে ব্যবহৃত পাথরের গড় ওজন কত ছিল?
[সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
● ২৫–৮০ টন খ ৩০–৯০ টন গ ৪০–৮০ টন ঘ ৫০–৯০ টন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৮. তাজমহল বিখ্যাত এটির—
i. কঠোর পরিশ্রমের ii. মার্বেল পাথরের
iii. সম্রাট শাহজাহানের ভালোবাসার নিদর্শন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৯. 'আমাদের এই সভ্যতা মানবসমাজের কঠোর কায়িক শ্রমের ফসল' বলতে বোঝানো হয়েছে— (অনুধাবন)
i. কায়িক শ্রমের ফলেই আধুনিক সভ্যতার জন্ম
ii. আধুনিক সভ্যতা একদিনে সৃষ্টি হয়নি
iii. আধুনিক সমাজব্যবস্থায় কায়িক শ্রমের গুরুত্ব কম
নিচের কোনটি সঠিক?
● i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৫০. গিজার পিরামিডটি তৈরি করতে প্রয়োজন হয়েছিল— (অনুধাবন)
i. কারিগরি জ্ঞান ii. নকশা iii. কায়িক শ্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫১. হাজার বছর আগে মিশরে পিরামিড তৈরি হয়েছিল— (অনুধাবন)
i. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যতীত ii. মেধাশ্রম দিয়ে
iii. কায়িক শ্রম দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫২. তাজমহলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— (অনুধাবন)
i. মার্বেল পাথরের তৈরি ii. অসাধারণ ডিজাইন
iii. উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫৩ ও ৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সম্রাট শাহজাহান তার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের স্মরণে একটি স্থাপনা নির্মাণ করেন। এই স্থাপনা স্ত্রীর প্রতি সম্রাট শাহজাহানের গভীর ভালোবাসার পরিচয়বহন করে।

৫৩. উক্ত স্থাপনাটি সম্রাট শাহজাহান কী দিয়ে তৈরি করেছেন?
[সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
ক চুনাপাথর খ বেলেপাথর ● মার্বেল পাথর ঘ ইট–পাথর

৫৪. উক্ত স্থাপনাটি তৈরিতে প্রয়োজন হয়েছে—
i. কায়িক শ্রম ii. কারিগরি জ্ঞানের iii. উন্নত প্রযুক্তির
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৫ ও ৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
লালবাগের কেলরা মুঘল আমলের ঐতিহাসিক নিদর্শন। এই কেলরার পূর্ব নাম আওরঙ্গাবাদ দুর্গ। সুবেদার শায়েস্তা খার আমলে এর নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকলেও তার পুত্রের মৃত্যুর পর এর নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হয়েছিল।

৫৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত নিদর্শনটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিদর্শন কোনটি? (প্রয়োগ)
ক টুইন টাওয়ার খ আইফেল ● মিশরের পিরামিড ঘ সিলিকনসিটি

৫৬. উক্ত নিদর্শন তৈরি করতে প্রয়োগ হয়েছে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মানসিক শ্রম ii. কায়িক শ্রম iii. বিপুল অর্থ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ ৩ ও ৪ : কায়িক শ্রমের গল্প ■ পৃষ্ঠা : ৫

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৭. শারমিন আক্তার পেশায় পোশাক শ্রমিক। তার পেশাটি কোন শ্রমের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
ক মেধাশ্রম খ কঠোর অধ্যবসায়
গ ধৈর্য ● কায়িক শ্রম

৫৮. শারীরিক শ্রম ব্যতীত আর কীভাবে আয় করা সম্ভব? (অনুধাবন)
ক চুরি করে খ সঞ্চয় করে
● বুদ্ধি–বৃত্তির চর্চা করে ঘ ধার করে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৯. 'সমাজে আছে নানা পেশার মানুষ'–উক্তিটি যে বার্তা বহন করে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মানুষের দায়বদ্ধতা ii. মানুষের মিলেমিশে থাকা
iii. মানুষের অসহায়ত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৬০. 'আমাদের চারপাশেই রয়েছে এরকম হাজারো মানুষ।' এখানে 'হাজারো মানুষ'–শব্দটি দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে— (অনুধাবন)

i. নানা শ্রেণি–পেশার মানুষকে ii. বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে
iii. সরকারি কর্মচারীদেরকে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ⓑ ii ⓖ i ও ii ⓘ i, ii ও iii

৬১. **'রিকশাচালকের শ্রম' বলতে বোঝানো হয়েছে–** (অনুধাবন)
i. বৃথাশ্রম ii. কায়িক শ্রম iii. মানসিক শ্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ● ii ⓖ i ও ii ⓘ i, ii ও iii

পাঠ ৫ ও ৬ : মেধাশ্রমের গুরুত্ব ■ পৃষ্ঠা : ৬ ও ৭

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬২. **ইতিহাসের ব্যাপ্তি কী রকম?** (জ্ঞান)
ⓚ সংক্ষিপ্ত ⓑ বর্ণনামূলক ● যথেষ্ট বিস্তৃত ⓘ গুরত্বপূর্ণ

৬৩. **ইতিহাস কীভাবে লিখতে হয়?** (অনুধাবন)
ⓚ পরিশ্রম করে ● মেধা খাটিয়ে
ⓖ অর্থের মাধ্যমে ⓘ কাজের মাধ্যমে

৬৪. **মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত নানা তথ্য আমরা কীভাবে জানতে পারি?** (অনুধাবন)
● ইতিহাস থেকে ⓑ রাজনৈতিক অবস্থা থেকে
ⓖ সামাজিক অবস্থা থেকে ⓘ সাংস্কৃতিক অবস্থা থেকে

৬৫. **মেধা ব্যয় করে আমরা যেসব কাজ করে থাকি সেটা কী?** (জ্ঞান)
ⓚ মেধার জয় ⓑ মেধার অপচয় ● মেধাশ্রম ⓘ মেধার চর্চা

৬৬. **কোনটির মাধ্যমে 'মেধাশ্রম' প্রকাশ পাচ্ছে?** (জ্ঞান)
ⓚ মাছ ধরা ⓑ জাল বোনা
ⓖ গাড়ি মেরামত করা ● ইতিহাস লেখা

৬৭. **মানবসভ্যতার ইতিহাস থেকে আমরা কী জানতে পারি?** (জ্ঞান)
● আগেকার মানুষের কথা ⓑ রূপকথা
ⓖ সকলের ব্যক্তিজীবনের কথা ⓘ জীবনের কথা

৬৮. **ইতিহাস লেখার কাজে মেধাশ্রমের ব্যবহার আমাদের কী করে?** (জ্ঞান)
ⓚ বড় করে তোলে ● উন্নত জীবনযাপনে সাহায্য করে ⓖ পৃথিবীকে জানতে সাহায্য করে ⓘ মানুষকে ভালোবাসতে সাহায্য করে

৬৯. **ছবি আকা কোন ধরনের শ্রম?** (জ্ঞান)
ⓚ শারীরিক শ্রম ● মেধাশ্রম ⓖ পন্ডশ্রম ⓘ প্রকৃত শ্রম

৭০. **'মেধাশ্রমজীবীর ইতিহাস লেখা' কী বার্তা বহন করে?** (উচ্চতর দক্ষতা)
● উৎকৃষ্টমানের সৃষ্টিকর্ম ⓑ ভালো কাজে সাহায্য করা
ⓖ সকলের জন্য কাজ করা ⓘ মানুষকে সচেতন করা

৭১. **বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হয়েছে কিসের ফলে?** (জ্ঞান)
ⓚ মেধাজীবীদের ফলে ● মেধাশ্রমের ফলে
ⓖ দক্ষ পরিশ্রমের ফলে ⓘ মানুষের চেষ্টার ফলে

৭২. **'বই পড়ে নানা কিছু শেখা' কিসের উদাহরণ?** (জ্ঞান)
ⓚ কায়িক শ্রমের ⓑ শারীরিক শ্রমের ● মেধাশ্রমের ⓘ পরিশ্রমের

৭৩. **আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কোনটির গুরুত্ব অপরিসীম?** (জ্ঞান)
ⓚ কায়িক শ্রমের ● মেধাশ্রমের ⓖ অর্থের ⓘ ভালোবাসার

৭৪. **অধ্যাপক জহির খান নিজের দেশের ইতিহাস রচনা করতে আগ্রহী। এজন্য সে কোন শ্রমের সাহায্য নিবে?** (প্রয়োগ)
● মেধাশ্রমের ⓑ কায়িক শ্রমের ⓖ দলগত শ্রমের ⓘ চিন্তাশ্রম

৭৫. **কোনটি আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ?** (জ্ঞান)
ⓚ কায়িক শ্রম ● ইতিহাস ⓖ মেধাশ্রম ⓘ চিন্তাশ্রম

৭৬. **নাজমা বই পড়ে ইতিহাস, আবিষ্কার, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে। নাজমার বইপড়া কোন শ্রমের আওতাভুক্ত?** (প্রয়োগ)
ⓚ চিন্তাশ্রম ● মেধাশ্রম ⓖ কায়িকশ্রম ⓘ সামষ্টিকশ্রম

৭৭. **লিমা সামাজিক ইতিহাস থেকে আগেকার মানুষের জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে পারে লিমার কাজটি কোন শ্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?** (প্রয়োগ)
● মেধাশ্রম ⓑ চিন্তাশ্রম ⓖ কায়িকশ্রম ⓘ সামষ্টিক শ্রম

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৮. **মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে লেখা হয়–** (অনুধাবন)
i. গল্প ii. কবিতা iii. স্মৃতিকথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓑ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭৯. **নিচের কোনটি মেধাশ্রমের উদাহরণ–** (অনুধাবন)
i. কৃষি কাজ করা ii. ইতিহাস লেখা
iii. ছবি আঁকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓑ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৮০. **মানবসমাজের ইতিহাসের বর্ণনায় আসতে পারে–** (অনুধাবন)
i. রাজনৈতিক বিষয় ii. সামাজিক বিষয়
iii. অর্থনৈতিক বিষয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓑ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮১. **বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর গাছের প্রাণ আছে আবিষ্কার মেধাশ্রমের উদাহরণ। তেমনি মেধাশ্রমের উদাহরণ হলো–** (প্রয়োগ)
i. মোটর গাড়ি আবিষ্কার ii. রিকশা আবিষ্কার
iii. কৃষিকাজ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓑ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৮২. **বেঁচে থাকতে হলে আমাদের করণীয়–** (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ব্যবসা–বাণিজ্য ii. মেধার ব্যবহার
iii. স্বার্থ সচেতনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ● ii ⓖ i ও ii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৩ ও ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রিপা ছবি আঁকতে ভালোবাসে। ছবির মাধ্যমে রংতুলিতে ফুটিয়ে তোলে মানুষের বিভিন্ন মুহূর্তের ঘটে যাওয়া ঘটনা। তার আঁকা বিষয়ভিত্তিক ছবি সবাই খুব পছন্দ করে এবং তার প্রশংসা করে।

৮৩. **রিপার ছবি আঁকা কোন শ্রমের আওতাভুক্ত?** (জ্ঞান)
● মেধাশ্রম ⓑ শ্রম শারীরিক
ⓖ মানসিক শ্রম ⓘ সামষ্টিক শ্রম

৮৪. **উক্ত কাজের মাধ্যমে জানা যায়–** (অনুধাবন)
i. বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ii. অতীত ইতিহাস
iii. জনজীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓑ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৫ ও ৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সৈয়দ মইনুল হোসেন জাতীয় স্মৃতি সৌধের স্থপতি। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মারক স্থাপনা। সৌধটি ঢাকার অদূরে সাভারের নবীনগরে অবস্থিত।

৮৫. **উক্ত স্থাপনার মাধ্যমে আমরা কী জানতে পারি?** (প্রয়োগ)
ⓚ স্থাপনার ধরন ⓑ আদিম মানুষের জীবনযাপন
● অতীত ইতিহাস ⓘ চিত্রকলা

৮৬. **উক্ত স্থাপনার মাধ্যমে আমাদের অতীত ইতিহাস জানা যে শ্রমের উদাহরণ–** (অনুধাবন)
i. কায়িক শ্রম ii. মেধাশ্রম iii. চিন্তাশ্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ● ii ⓖ iii ⓘ i, ii ও iii

পাঠ ৭ ও ৮ : মেধাশ্রমের অনুশীলন ■ পৃষ্ঠা : ৮

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৭. **তুমি বই পড়ে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ কর। এই জ্ঞান লাভ করতে তোমাকে কোন ধরনের শ্রম ব্যয় করতে হবে?** [বগুড়া জিলা স্কুল]
ⓚ কায়িক ⓑ শারীরিক ● মেধা ⓘ সৃজনশীলতা

৮৮. **কোনটি মেধাশ্রম?** [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল এন্ড কলেজ]
ⓚ মেধাগত শ্রম ⓑ কায়িক শ্রম ⓖ শারীরিক শ্রম ● মানসিক শ্রম

পাঠ ৯ : মেধাশ্রমের গল্প ■ পৃষ্ঠা : ৯ ও ১০

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৯. আনা ফ্রাংকের ডায়েরি কতটি ভাষায় সংস্করণ করা হয়েছে? (জ্ঞান)
ক ৫০ খ ৬০ ● ৭০ ঘ ৮০

৯০. দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয় কোনটি? (জ্ঞান)
আত্মবিশ্বাস আত্মমর্যাদা কায়িকশ্রম ● মেধাশ্রম

৯১. আনা ফ্রাংক কত সালে মারা যান? (জ্ঞান)
ক ১৯৪০ খ ১৯৪২ ● ১৯৪৫ ঘ ১৯৪৭

৯২. আনা ফ্রাংক কাকে উদ্দেশ্য করে তার দিনলিপি লিখেছেন? (জ্ঞান)
● একদল কাল্পনিক বান্ধবীকে খ তাঁর বাবা অটো ফ্রাংককে
গ জার্মানির ফ্রাংকফুর্টকে ঘ বন্দিশিবিরের মানুষগুলোকে

৯৩. বাংলা ১৩৭৬ সালের দুর্ভিক্ষে এদেশে মোট জনসংখ্যার কতভাগ মানুষ মারা গিয়েছিল? (জ্ঞান)
● তিনভাগের একভাগ খ চারভাগের একভাগ
গ চারভাগের দুই ভাগ ঘ তিনভাগের দুই ভাগ

৯৪. আনা ফ্রাংক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ থাকা মানুষের দুঃসহ দিনগুলির কথা তার ডায়েরিতে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এতে আমরা তার মধ্যে কোন গুণটির প্রমাণ পাই? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক কঠোর পরিশ্রমের খ বাস্তব অভিজ্ঞতার
● চমৎকার কল্পনা শক্তির ঘ ভাষার যথাযথ ব্যবহারের

৯৫. আনা ফ্রাংকের জন্ম কোথায়? (জ্ঞান)
ক ইতালি খ জাপান গ নেদারল্যান্ডস ● জার্মানি

৯৬. আনা ফ্রাংকের ডায়েরিতে কত সালের সময়কার ঘটনা উল্লেখ আছে? (জ্ঞান)
ক ১৯২৯–১৯৪০ খ ১৯৪০–১৯৪২
● ১৯৪২–১৯৪৪ ঘ ১৯৪২–১৯৪৫

৯৭. বন্দি শিবিরে কে ছাড়া সবাই মারা গিয়েছিল? (জ্ঞান)
ক আনা ফ্রাংক ● আনা ফ্রাংকের বাবা
গ তার মা ঘ তার আত্মীয়

৯৮. আনা ফ্রাংক কোন রোগে মারা গিয়েছিল? (জ্ঞান)
ক ডায়রিয়া খ জলবসন্ত গ নিউমোনিয়া ● টাইফয়েড

৯৯. আনা ফ্রাংকের বইয়ের সর্বপ্রথম নাম কী? (জ্ঞান)
ক দি হিস্টোরি বুক খ গ্রোডেন নোটস্
● হেট অ্যাকটারবুস ঘ আনিতা

১০০. 'গোপন কুঠুরি' কোন ভাষায় প্রথম লেখা হয়? (জ্ঞান)
ক ইংরেজি খ ফার্সি গ পার্সি ● ডাচ

১০১. আনা ফ্রাংকের বইটি ১৯৪৭ সালে প্রকাশ করেছিলেন কে? (জ্ঞান)
ক মটো ফ্রাংক ● অটো ফ্রাংক গ ঘটো ফ্রাংক ঘ ন্যাটো ফ্রাংক

১০২. কে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নিয়ে অনেক ছবি এঁকেছেন? (জ্ঞান)
ক কামরুল হাসান খ ফিদা
● জয়নুল আবেদিন ঘ কবির চৌধুরী

১০৩. বাংলা কত সালে এদেশে অনেক বড় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল? (জ্ঞান)
● ১৩৭৬ খ ১৩৭৭ গ ১৩৭৮ ঘ ১৩৭৯

১০৪. জয়নুল আবেদিনকে অনেক মেধাশ্রম দিতে হয়েছে কেন? (অনুধাবন)
ক বন্যার ছবি আঁকার জন্য ● দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকার জন্য
গ সাইক্লোনের ছবি আঁকার জন্য ঘ সিডরের ছবি আঁকার জন্য

১০৫. কত সালে নাৎসি বাহিনী আমস্ট্রাডাম দখল করেন?
[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল এন্ড কলেজ]
ক ১৮৪০ খ ১৮৪১ ● ১৯৪০ ঘ ১৯২০

১০৬. আনা ফ্রাঙ্কের জন্ম কত সালে? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল এন্ড কলেজ]
ক ১৮২৯ সালে ● ১৯২৯ সালে গ ১৯২০ সালে ঘ ১৯৪০ সালে

১০৭. 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নিয়ে ছবি একেছেন কে?
[সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
ক এসএম সুলতান খ কামরুল ইসলাম
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ● শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

১০৮. আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি কতটি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে?
[সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
● ৭০টি খ ৬০টি গ ৫০টি ঘ ৪০টি

১০৯. মানব সভ্যতা বিকাশে কোন শ্রমের ভূমিকাই মুখ্য– [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
ক কায়িক শ্রম ● মেধাশ্রম গ প্রযুক্তি ঘ কারিগরি জ্ঞান

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১০. অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা ভবিষ্যতকে আরো বেশি– (অনুধাবন)
i. নিরাপদ করতে পারি ii. কষ্টকর করতে পারি
iii. কল্যাণমুখী করতে পারি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বর্ণনা করতে গিয়ে আনা ফ্রাংককে– (অনুধাবন)
i. অনেক ভাবতে হয়েছে
ii. ভাষার যথাযথ ব্যবহার করতে হয়েছে
iii. জীবন্ত কথাগুলোকে গুছিয়ে লিখতে হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১২. আনা ফ্রাংকের ডায়েরিতে বর্ণিত হয়েছে– (প্রয়োগ)
i. ১ম বিশ্বযুদ্ধের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা
ii. ২য় বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক বর্ণনা
iii. তার জীবন কাহিনী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

১১৩. 'একাত্তরের ডায়েরিতে সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর ডায়েরির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ– (প্রয়োগ)
i. 'একাত্তরের দিনগুলি' উপন্যাস
ii. আনা ফ্রাংকের ডায়েরি
iii. অক্টো ফ্রাংকের ডায়েরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

১১৪. আনা ফ্রাংকের ডায়েরি যেমন তাঁর মেধাশ্রমের উদাহরণ তেমনি মেধাশ্রমের উদাহরণ হলো– (অনুধাবন)
i. রবীন্দ্রনাথের কবিতা
ii. জয়নুল আবেদিনের আঁকা দুর্ভিক্ষের ছবি
iii. হাসেম খানের আঁকা ছবি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ● i, ii ও iii

১১৫. মেধাশ্রমের সাহায্যে রচিত ইতিহাস অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনাকে আমাদের সামনে– (অনুধাবন)
i. অস্পষ্ট করে ii. জীবন্ত করে iii. জটিল করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৬ ও ১১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কবির হোসেন এ বছর বইমেলায় বাংলাদেশের ইতিহাস নির্ভর দুটি বই প্রকাশ করেছেন। তাঁর বই দুটোতে পাকিস্তান আমল থেকে বর্তমান সময়কে তুলে ধরেছেন। সমালোচকরা ধারণা করছেন, হয়তো তিনিই সেরা লেখক হবেন।

১১৬. উদ্দীপকের কবির হোসেনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র কোনটি? (প্রয়োগ)
ক অটো ফ্রাংক খ জয়নুল আবেদিন
● আনা ফ্রাংক ঘ কামরুল হাসান

১১৭. উক্ত চরিত্রটির মতো ইতিহাস লিখতে চাইলে করণীয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক অধ্যয়ন খ কায়িক শ্রমের ব্যবহার
● মেধাশ্রম ঘ ইতিহাসচর্চা

পাঠ ১০ : আত্মমর্যাদা বজায় রেখে কাজ করা
■ পৃষ্ঠা : ১০ ও ১১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৮. মানুষের প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে কেন? (অনুধাবন)
● সৃষ্টির সেরা জীব বলে ⓖ বুদ্ধি আছে বলে
ⓖ কথা বলতে পারে বলে ⓘ টাকা আছে বলে

১১৯. মানুষ হিসেবে আমাদের কী বজায় রেখে কাজ করা প্রয়োজন? (জ্ঞান)
● আত্মমর্যাদাবোধ ⓖ অহংকার ⓖ নিরাপত্তাবোধ ⓘ স্বাতন্ত্র্য

১২০. দুর্নীতিবাজদের খারাপ বলার কারণ কী? (অনুধাবন)
● দুর্নীতিবাজরা জনগণ ও দেশের ক্ষতি করে
ⓖ দুর্নীতিবাজরা দেশ ও জনগণের উন্নতিসাধন করে
ⓖ দুর্নীতিবাজরা ধনী হয় বলে
ⓘ দুর্নীতিবাজরা মানুষের উপকার করে না বলে

১২১. আত্মমর্যাদাবান মানুষ অন্যায় কিছু করে না কেন? (অনুধাবন)
ⓚ তারা অনেক ধনী বলে ● তারা লজ্জা পেতে চায় না বলে
ⓖ তারা মানুষকে উপকার করে বলে ⓘ তারা সৎ বলে

১২২. অন্যের খাতা দেখে লেখা কিসের শামিল? (অনুধাবন)
● চুরি করার ⓖ ডাকাতি করার ⓖ খুন করার ⓘ ছিনতাই করার

১২৩. গ্রামের দরিদ্র কৃষকের সন্তান কে? [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
ⓚ করিম ● রহিম ⓖ মমতাজ ⓘ শাহজাহান

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৪. দুর্নীতিবাজরা নিন্দনীয় যে জন্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দুর্নীতিবাজরা জনগণ ও দেশের ক্ষতি করে
ii. দেশ ও দশের মঙ্গল চায় বলে
iii. দুর্নীতিবাজরা ধনী হয় বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ⓖ ii ⓖ i ও ii ⓘ i ও iii

১২৫. জনাব মজিদ একজন সৎ অফিসার। কোনো প্রকার অসৎ কাজ তিনি করেন না। তাকে বলা যায়–
i. সৎ ব্যক্তি ii. আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তি
iii. আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓖ ii ● i ও ii ⓘ i, ii ও iii

১২৬. আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তি হতে হলে করণীয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নিজের কাজ নিজে করতে হবে
ii. দুর্নীতি করা থেকে বিরত থাকতে হবে
iii. অন্যায় দেখলে মাথা নিচু রাখতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১২৭. আলোচ্য পাঠ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সকল কাজই আত্মমর্যাদাপূর্ণ
ii. অন্যায়ভাব দেখানো খারাপ কিছু নয়
iii. আত্মমর্যাদা বজায় রেখে কাজ করা উচিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় ১২৮ ও ১২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পলি তার ভাইবোনদের মধ্যে ছোট। সে অনেক পরিশ্রমী। সে তার অসুস্থ মাকে সেবা করে। রান্নার কাজে সাহায্য করে। পরিবারের সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করে। সে কখনও মিথ্যা কথা বলে না। [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

১২৮. পলি কোন প্রকৃতির মানুষ?
● আত্মমর্যাদাবান ⓖ আত্মমর্যাদাহীন
ⓖ মিথ্যাবাদী ⓘ অভদ্র

১২৯. পলিকে আত্মমর্যাদাবান বলার কারণ–
i. সে মাকে সেবা করে ii. সে সত্য কথা বলে
iii. সে ভাইবোনদের মধ্যে ছোট
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩০ ও ১৩১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অপু স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় মানিব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে সেটা কুড়িয়ে নেয়। কিছুৰণ অপেৰা করার পর কাউকে খুঁজে না পেয়ে সে পুলিশের সহযোগিতায় মানিব্যাগটি যথাযথ ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়।

১৩০. অনুচ্ছেদের অপুকে কোন ধরনের মানুষের অন্তর্ভুক্ত করা যায়? (প্রয়োগ)
ⓚ আত্মবিশ্বাসী ● আত্মমর্যাদাসম্পন্ন
ⓖ বিনয়ী ⓘ কর্মনিষ্ঠ

১৩১. অপুর মতো মানুষেরা– (উচ্চতর দৰতা)
i. অন্যায় কোনো কিছু করে না
ii. না বলে কারো জিনিস নিতে লজ্জা পায়
iii. মন্দ কাজ এড়িয়ে চলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩২ ও ১৩৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রবি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্ট ছেলে হিসেবে সে পরিচিত। টিফিনের সময় সে বন্ধুদের কাছ থেকে খাবার চেয়ে খায়। পরীৰায় সবসময় সে অন্যের খাতা দেখে লেখে।

১৩২. অনুচ্ছেদে রবির চরিত্রে কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? (প্রয়োগ)
ⓚ ধৈর্যহীনতা ⓖ বিশৃঙ্খলা ● আত্মমর্যাদাহীনতা ⓘ অবিশ্বাস

১৩৩. উক্ত কাজের জন্য তাকে সবাই– (উচ্চতর দৰতা)
i. ঘৃণা করে ii. প্রহার করে iii. মন্দ বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

পাঠ ১১ ও ১২ : চল আত্মমর্যাদাবান হই

■ পৃষ্ঠা : ১২ ও ১৩

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৪. সাথি ক্লাসে কখনো কারও সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে না, কাউকে অসম্মান করে না। এতে করে সাথীর মধ্যে কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ আত্মবিশ্বাসের ● আত্মমর্যাদার
ⓖ ধৈর্যশীল ⓘ বিনয়তা

১৩৫. মিথিলা একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। তার মতো হতে হলে আমাদের করণীয়– (প্রয়োগ)
i. অন্যকে সম্মান করা ii. কখনো মিথ্যা না বলা
iii. কাউকে কষ্ট না দেয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৬. দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রত্যেকের কী হওয়া প্রয়োজন? (জ্ঞান)
ⓚ ধনী ⓖ অসৎ ⓖ অহংকারী ● আত্মমর্যাদাবান

১৩৭. কে কখনো অন্যের জিনিস না বলে নেয় না? (জ্ঞান)
ⓚ চোর ⓖ ছিনতাইকারী ● আত্মমর্যাদাবান ⓘ ডাকাত

১৩৮. 'কালাম সবসময় অন্যকে সম্মান করে।' কালামের সাথে কার মিল পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)
ⓚ অহংকারী মানুষের ⓖ প্রভাবশালী মানুষের
ⓖ ধনী মানুষের ● আত্মমর্যাদাবান মানুষের

১৩৯. কে পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারে না? (জ্ঞান)
ⓚ আত্মমর্যাদাবান মানুষ ⓖ দুর্নীতিবাজ
ⓖ মিথ্যাবাদী ● আত্মমর্যাদাহীন মানুষ

১৪০. কত লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের স্বদেশ পেয়েছি? (জ্ঞান)
● ৩০ ⓖ ৩১ ⓖ ৩২ ⓘ ৩৩

১৪১. কাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন আমাদের করতে হবে? (জ্ঞান)
ⓚ বাঙালিদের ⓖ পাকিস্তানিদের
ⓖ বাংলাদেশিদের ● মুক্তিযোদ্ধাদের

১৪২. 'জামাল যেমন নির্ভীক দেশপ্রেমিক তেমনি সৎ, সাহসী ও পরিশ্রমী।' জামালের সাথে কার সাদৃশ্য পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)
● আত্মমর্যাদাবান মানুষের ⓖ পরোপকারী মানুষের
ⓖ দুর্নীতিপরায়ণ মানুষের ⓘ ঘুষখোর মানুষের

১৪৩. কী গঠনের জন্য আমাদের প্রয়োজন যোগ্য ও আত্মমর্যাদাবান নাগরিক? (জ্ঞান)
ⓚ অসম সমাজব্যবস্থা ● স্বপ্নের বাংলাদেশ

গ সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ ঘ যোগ্য নেতৃত্ব

১৪৪. দেশের নাগরিক হিসেবে কী পালন করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য? (জ্ঞান)
ক জাতীয় দিবস পালন খ পহেলা বৈশাখ পালন
গ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন ● যথাযথ দায়িত্ব পালন

১৪৫. অসততা ও মিথ্যার আশ্রয় নিলে কী হয়?
[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
● সম্মান হানি খ মর্যাদাবান গ পরিশ্রমী ঘ অধ্যবসায়ী

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৬. 'কামাল সবসময় অন্যকে সম্মান করে।' কামালের সাথে মিল রয়েছে– (প্রয়োগ)
i. প্রভাবশালী মানুষের ii. আত্মমর্যাদাবান মানুষের
iii. চাটুকার মানুষের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

১৪৭. একজন আত্মমর্যাদাবান মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না ii. সৎ পথে রোজগার করে
iii. সকলকে ফাঁকি দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৮. আত্মমর্যাদাবান লোকের যা থাকা প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. নিজের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা ii. অপরকে বিচার করার ক্ষমতা
iii. মানুষকে ভুল পথ দেখানোর ক্ষমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

১৪৯. দেশের সুনাগরিক হিসেবে করণীয়– (অনুধাবন)
i. যথাযথ দায়িত্ব পালন ii. দিবস পালন
iii. দেশের নিয়মকানুন মেনে চলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫০ ও ১৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে 'ক' নামক দেশটি স্বাধীনতা অর্জন করে। দেশের জন্য রক্ত দেয়া শহিদগণ ছিলেন সৎ, সাহসী ও পরিশ্রমী। শহিদগণ এ দেশটিকে যেভাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন সেভাবে আমাদের এ দেশ গঠন করা উচিত।

১৫০. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'ক' দেশটি কোন দেশের ইঙ্গিত করছে? (অনুধাবন)
ক ইরাক খ ইরান গ আফগানিস্তান ● বাংলাদেশ

১৫১. উক্ত দেশের শহিদগণের স্বপ্নের দেশ গঠনের জন্য আমাদের করণীয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. যোগ্য নাগরিক হওয়া ii. মর্যাদাবান হওয়া
iii. কর্তব্যপরায়ণ হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫২ ও ১৫৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রহমান সাহেব একজন সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। এত বড় পদে চাকরি করেও তাঁর মধ্যে কোনো অহংকার নেই। তিনি সবশ্রেণির মানুষকে সম্মান দিয়ে কথা বলেন। কাউকে অন্যায় করতে দেখলে ভদ্রভাবে বুঝিয়ে বলেন। তিনি নিজে কখনোও অন্যায় পথে উপার্জন করেন না কারণ তিনি জনসমাজে লজ্জা পেতে চান না।

১৫২. রহমান সাহেবের মধ্যে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)
ক আত্মপ্রত্যয় খ আত্মবিশ্বাস ● আত্মমর্যাদা ঘ নিষ্ঠাবান

১৫৩. উক্ত দিকটি না থাকলে আমাদের সমাজে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দুর্নীতি বেড়ে যাবে
ii. কর্মস্পৃহা বেড়ে যাবে
iii. অন্যের সম্পদ নষ্ট হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ ১৩ : কাজে সফলতা ও আত্মবিশ্বাস ■ পৃষ্ঠা : ১৩-১৫

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৪. কাজে সফলতা অনেকাংশে কিসের ওপর নির্ভর করে? (জ্ঞান)
ক ভাগ্যের ওপর খ নিয়তির ওপর
● আত্মবিশ্বাসের ওপর ঘ কর্মের ওপর

১৫৫. আত্মবিশ্বাস বলতে কী বোঝ? (অনুধাবন)
ক অন্যের প্রতি বিশ্বাস ● নিজের প্রতি বিশ্বাস
গ ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস ঘ কর্মের প্রতি বিশ্বাস

১৫৬. কে একজন ভালো যোদ্ধা ছিলেন? (জ্ঞান)
● রবার্ট ব্রুস খ নিউটন গ রবার্ট ব্রাউন ঘ লর্ড কার্জন

১৫৭. রবার্ট ব্রুস যুদ্ধে কতবার শত্রুদের কাছে পরাজিত হন? (জ্ঞান)
ক ৪ ● ৫ গ ৬ ঘ ৭

১৫৮. কোন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রবার্ট ব্রুস আশা-ভরসা ত্যাগ করেন? (জ্ঞান)
ক ২য় খ ৩য় গ ৪র্থ ● ৫ম

১৫৯. রবার্ট ব্রুস শত্রুদের হাত থেকে বাঁচতে কোথায় আশ্রয় নিলেন? (জ্ঞান)
ক জঙ্গলে খ পাহাড়ে ● গুহায় ঘ প্রজার বাড়িতে

১৬০. কে রবার্ট ব্রুসকে নতুন করে যুদ্ধ করার আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল? (জ্ঞান)
ক একজন সাধু খ একজন রাজা
গ একটি টিকটিকি ● একটি মাকড়সা

১৬১. বখতিয়ার খলজি কতজন সৈন্য নিয়ে নদীয়া আক্রমণ করেছিলেন? (প্রয়োগ)
●১৭ খ ১৮ গ ১৯ ঘ ২০

১৬২. করিম গ্রামের দরিদ্র কাঠমিস্ত্রির সন্তান। করিমের সাথে কার মিল পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)
ক বাবরের ● রহিমের
গ রবার্ট ব্রুসের ঘ বখতিয়ার খলজির

১৬৩. সম্রাট বাবর কত বারের চেষ্টায় নিজ রাজ্য ফিরে পান? [বগুড়া জিলা স্কুল]
ক ৯ বার খ ১২ বার ● ১৭ বার ঘ ২২ বার

১৬৪. নিচের কোনটি আত্মবিশ্বাসের উদাহরণ? [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● নিজের প্রতি বিশ্বাস খ অন্যের প্রতি বিশ্বাস
গ শক্তি ঘ টাকা পয়সা

১৬৫. সফলতার জন্য কোনটি জরুরী? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল এন্ড কলেজ]
● আত্মবিশ্বাস খ প্রচুর টাকা পয়সা
গ শ্রমের ঘ ধন সম্পদের

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৬. রবার্ট ব্রুস শত্রুদের কবল থেকে বাঁচতে আশ্রয় নেন– (অনুধাবন)
i. জঙ্গলে ii. গুহায় iii. পাহাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

১৬৭. পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. প্রবল আত্মবিশ্বাস
ii. ভালো গৃহশিক্ষক
iii. কঠোর পরিশ্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৬৮ ও ১৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মনিরুল-এর বাবা দরিদ্র কৃষক। চরম দারিদ্রতা সত্ত্বেও মনিরুল কঠোর পরিশ্রমে পড়াশোনা করে সে গতবার এসএসসি পরীক্ষায় A^+ পেয়েছে।

১৬৮. মনিরুল– [বগুড়া জিলা স্কুল]
i. আত্মবিশ্বাসী ii. আত্মমর্যাদাবান
iii. আত্মভোলা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৯. যে ধরনের মানুষ হিসাবে মনিরুলের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সেগুলি হতে পারে–
i. বিনয়ী

ii. ভুল করলে ভুল স্বীকার না করা
iii. সব সময় আরও ভালো করার চেষ্টা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭০ ও ১৭১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বর্তমান ভারতের পশ্চিম বঙ্গের ‘ক’ নামক জেলাটি জয় করেছিলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি। মাত্র ১৭ জন সৈন্য নিয়ে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। শত্রবপৰের বিশাল সৈন্যবাহিনী হার মানে তার অভিনব রণকৌশলের কাছে।

১৭০. অনুচ্ছেদে ‘ক’ নামক জেলাটি কোন জেলার ইঙ্গিত বহন করে? (প্রয়োগ)
● নদীয়া ⓚ মিশর ⓖ মেসোপটেমিয়া ⓖ তুরস্ক

১৭১. উক্ত জেলা জয় করা সম্ভব হয়েছে– (উচ্চতর দৰতা)
i. অসম সাহসের জন্য ii. আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার জন্য
iii. প্রবল আত্মবিশ্বাসী হওয়ার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

পাঠ ১৪-১৬ : এসো আত্মবিশ্বাসী হই ■ পৃষ্ঠা : ১১–১৬

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭২. আসাদ ঝুঁকির ভয়ে কাজ এড়িয়ে চলে। তার মধ্যে কোনটির অভাব পরিলক্ষিত হয়? (প্রয়োগ)
● আত্মবিশ্বাসের ⓚ কর্মশক্তির
ⓖ আত্মমর্যাদাবোধের ⓖ সৃজনশীলতার

১৭৩. যারা আত্মবিশ্বাসী তারা সবার সাথে কেমন আচরণ করে? (জ্ঞান)
ⓚ অস্বাভাবিক ⓚ স্বাভাবিক ● বিনয়ী ⓖ আক্রমণাত্মক

১৭৪. যে কোনো পরিবর্তনকে মেনে নিতে ভয় পায় কারা?
ⓚ আত্মবিশ্বাসী মানুষ ● কম আত্মবিশ্বাসী মানুষ
ⓖ কর্মনিষ্ঠ মানুষ ⓖ অধ্যবসায়ী মানুষ

১৭৫. যারা আত্মবিশ্বাসী তারা অন্যের মতামতকে কীভাবে নেয়? (জ্ঞান)
● মূল্যায়ন করে ⓚ অবজ্ঞা করে
ⓖ ভুল প্রমাণ করে ⓖ সম্মান করে না

১৭৬. কাদের ভিতর যেকোনো কাজ ফেলে রাখার মানসিকতা দেখা যায়? (জ্ঞান)
ⓚ সৃজনশীল মানুষের ভিতর ⓚ আত্মমর্যাদাবান মানুষের ভিতর
ⓖ আত্মবিশ্বাসী মানুষের ভিতর ● কম আত্মবিশ্বাসী মানুষের ভিতর

১৭৭. রত্না সবসময় নিত্যনতুন ভালো কাজে অংশ নিতে নিজেকে প্রস্তুত রাখে এবং সুযোগ পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে তার মধ্যে কোন দিকটি ফুটে ওঠে? (প্রয়োগ)
ⓚ পরিশ্রমী ⓚ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন
● আত্মবিশ্বাসী ⓖ কম আত্মবিশ্বাসী

১৭৮. আত্মবিশ্বাসী হতে হলে আমাদের কী জানতে হবে? (জ্ঞান)
ⓚ আত্মবিশ্বাসের সংজ্ঞা
ⓚ আত্মবিশ্বাসের গুরুত্ব
● আত্মবিশ্বাসী ও কম আত্মবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য
ⓖ আত্মবিশ্বাসীদের জীবনী

১৭৯. কোনটিকে কাজে লাগিয়ে দেশের জন্য কিছু করার চেষ্টা করতে হবে? (জ্ঞান)
ⓚ সততা ● আত্মবিশ্বাস ⓖ অর্থ ⓖ সুনাম

১৮০. ‘মাহি সবসময় নিত্যনতুন কাজে অংশ নিতে প্রস্তুত থাকে।’ মাহির সাথে মিল পাওয়া যায় কার? (প্রয়োগ)
ⓚ কম আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তির ● আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তির
ⓖ ধনী ব্যক্তির ⓖ প্রভাবশালী ব্যক্তির

১৮১. কারা অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় না? (জ্ঞান)
ⓚ আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরা ⓚ আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তিরা
ⓖ প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ● কম আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরা

১৮২. যাদের মধ্যে কাজে ফাঁকি দেওয়ার মানসিকতা দেখা যায় তাদের কী বলা যায়? (অনুধাবন)
● কম আত্মবিশ্বাসী ⓚ আত্মবিশ্বাসী
ⓖ আত্মমর্যাদাবান ⓖ আত্মঅহংকারী

১৮৩. আমরা দেশ ও দশের কল্যাণে কীভাবে কাজ করতে পারি? (অনুধাবন)
ⓚ দুর্নীতি করে ⓚ অর্থবিভব করে
● আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে ⓖ ঝুঁকি নিয়ে

১৮৪. মৌসুম কোন শ্রেণিতে পড়ে? (জ্ঞান)
ⓚ ৫ম ⓚ ৬ষ্ঠ ● ৭ম ⓖ ৮ম

১৮৫. মুরব্বি হাবিবুল্লাহ মৌসুমকে কী ধরিয়ে দিয়েছিল? (জ্ঞান)
ⓚ টাকা ⓚ কাপড় ● চিঠি ⓖ রশিদ

১৮৬. মৌসুমদের গ্রামটি কীভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল? (অনুধাবন)
ⓚ বন্যাকবলিত হয়ে ● ঝড়ে পড়ে
ⓖ রোগাক্রান্ত হয়ে ⓖ দুর্ভিৰ দেখা দিয়ে

১৮৭. বিপর্যস্ত গ্রামটি শহর থেকে কত কিলোমিটার দূরে ছিল?
● ৫ ⓚ ১০ ⓖ ১৫ ⓖ ২০

১৮৮. ‘মুরব্বিরা মৌসুমকে কী করেছিল? (জ্ঞান)
ⓚ প্রহার ● আদর ⓖ র্ভৎসনা ⓖ নিন্দা

১৮৯. কোন কাজটি আত্মবিশ্বাসী মানুষ করেন?
[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল এন্ড কলেজ]
● সত্য কথা বলতে ভয় পান না ⓚ মিথ্যা কথা বলেন
ⓖ চুরি করেন ⓖ অন্যায় করেন।

১৯০. পরিবর্তনকে ভয় পায় না কে? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল এন্ড কলেজ]
● আত্মবিশ্বাসী লোক ⓚ মিথ্যাবাদী
ⓖ ঘুষখোর ⓖ ধনীব্যক্তি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯১. আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তির বৈশিস্ট্য হলো– [বগুড়া জিলা স্কুল]
i. সততা ii. সাহসিকতা iii. পরিশ্রমী
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯২. আত্মবিশ্বাসী মানুষেরা– [বগুড়া জিলা স্কুল]
i. কিছু কাজ ফেলে রাখে ii. সবার সাথে বিনয়ী আচরণ করে
iii. সব সময় আরও ভালো করার চেষ্টা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৯৩. আত্মবিশ্বাসী মানুষ— [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
i. ঝুঁকি নিতে ভয় পায়
ii. অন্যের মতামতকে মূল্যায়ন করে
iii. নিজের ভুল স্বীকার করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৯৪. আত্মবিশ্বাসী হতে হলে করণীয়– (উচ্চতর দৰতা)
i. অন্যের কথা শুনে প্রভাবিত না হওয়া
ii. সবসময় ভুল ঢেকে রাখা
iii. অন্যের মতামতকে সম্মান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৯৫. কম আত্মবিশ্বাসী মানুষেরা– (অনুধাবন)
i. অন্যের কথা বিশ্বাস করে ii. মিথ্যা যাচাই করে না
iii. ঝুঁকি নিতে ভয় পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯৬ ও ১৯৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আত্মবিশ্বাস মানুষকে উন্নতির সর্বশিখরে আরোহণ করাতে পারে। আত্মবিশ্বাসী মানুষ যদি একনিষ্ঠভাবে কোনো কাজ করেন তাহলে তিনি অবশ্যই সফল হবেন। কিন্তু যার নিজের প্রতি বিশ্বাস নেই, সে অতি সহজ কাজেও বিফল হয়। কাজেই সফলতা পেতে হলে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে।

১৯৬. অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্যের সাথে নিচের কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
● গভীর আস্থা ও পরিশ্রমের সাথে কাজ করা
ⓚ বিফল হওয়ার ভয়ে কাজে হাত না দেওয়া
ⓖ অন্যের ওপর ভরসা করা
ⓖ কাজ থেকে দূরে থাকা

১৯৭. মানুষের অতি সহজ কাজে বিফল হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সে কম আত্মবিশ্বাসী
ii. তার মনে কাজে বিফল হওয়ার ভয় আছে
iii. সে ঐ কাজের যোগ্য নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

পাঠ ১৭ : কাজের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ■ পৃষ্ঠা : ১৭ ও ১৮

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯৮. নিজের মতো কিছু করাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● সৃজনশীলতা ⓚ স্বার্থপরতা
ⓖ আত্মকেন্দ্রিকতা ⓘ আত্মঅহমিকা

১৯৯. আমাদের জীবনকে আরামদায়ক করার জন্য বিজ্ঞানীরা কী তৈরি করেন? (জ্ঞান)
ⓚ গাছপালা ⓚ ঘরবাড়ি ● নতুন নতুন সামগ্রী ⓘ যানবাহন

২০০. মহাকাশ পাড়ি দেওয়া সম্ভব কীভাবে? (অনুধাবন)
ⓚ কম্পিউটার ব্যবহার করে ⓚ উড়োজাহাজ ব্যবহার করে
● রকেটে চড়ে ⓘ মেধার ব্যবহার করে

২০১. কাজের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা আমাদের সভ্যতাকে কী করেছে? (জ্ঞান)
ⓚ পিছিয়ে দিয়েছে ● এগিয়ে দিয়েছে
ⓖ গতি দিয়েছে ⓘ থামিয়ে দিয়েছে

২০২. কোনটি সৃজনশীলতা নয়? (জ্ঞান)
ⓚ নতুন কিছু তৈরি করা ⓚ চিন্তা করা
● অন্যকে অন্ধ অনুকরণ করা ⓘ নিজের মতো কিছু করা

২০৩. বিজ্ঞানীরা কোন ধরনের মানুষ? [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ মেধাবী ⓚ বোকা ● সৃজনশীল ⓘ পাগল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০৪. নিজের মতো কিছু করা হলো– (অনুধাবন)
i. সৃজনশীলতা ii. স্বার্থপরতা iii. আত্মকেন্দ্রিকতা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ⓚ ii ⓖ i ও ii ⓘ i, ii ও iii

২০৫. 'রহিম দূরের কারো সাথে কথা বলছে' –উক্তিটি যে যন্ত্রটিকে ইঙ্গিত করে– (প্রয়োগ)
i. টেলিভিশন ii. রেফ্রিজারেটর iii. মোবাইল ফোন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ● iii ⓘ i, ii ও iii

২০৬. সৃজনশীলতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো– (অনুধাবন)
i. কৃষিকাজ করা ii. সাইকেল আবিষ্কার
iii. ট্রাইসাইকেল আবিষ্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০৭. বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন সামগ্রী তৈরি করেন আমাদের জীবনকে– (অনুধাবন)
i. পরিবর্তন করার জন্য
ii. নিরাপদ করার জন্য
iii. সহজ করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২০৮ ও ২০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কম্পিউটারের আবিষ্কার মানুষের জীবনকে আরও সহজ ও গতিশীল করে দিয়েছে। মানুষের কঠোর পরিশ্রম ও মেধার ফসল এই কম্পিউটার। অনেক জটিল হিসাব ও তথ্য সংগ্রহ করে রাখা যায় এই যন্ত্রটির মাধ্যমে।

২০৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত যন্ত্রটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনটি? (প্রয়োগ)
● ল্যাপটপ ⓚ মোবাইল ফোন
ⓖ রিকশা ⓘ আইপ্যাড

২০৯. উক্ত যন্ত্রটির আবিষ্কারকে কী বলা যেতে পারে? (প্রয়োগ)
ⓚ অনুকরণ ⓚ অনুসরণ
ⓖ কায়িক শ্রম ● সৃজনশীলতা

পাঠ ১৮-২০ : সৃজনশীলতা কেন প্রয়োজন ■ পৃষ্ঠা : ১৮–২০

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১০. পৃথিবীর সব প্রাণী কী সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম করে? (জ্ঞান)
ⓚ বাসস্থান ● খাবার ⓖ ওষুধ ⓘ বস্ত্র

২১১. মানুষ কেন রেফ্রিজারেটর তৈরি করেছে? (অনুধাবন)
● ঠান্ডা পানির তৃষ্ণা মেটাতে ⓚ খাবার গরম করতে
ⓖ খাবার তৈরি করতে ⓘ পানি গরম করতে

২১২. রেফ্রিজারেটরকে আমরা সংক্ষেপে কী নামে চিনি? (জ্ঞান)
ⓚ ওভেন ⓚ হিটার ● ফ্রিজ ⓘ মিক্সচার

২১৩. নতুনভাবে কিছু করার মধ্যে কী লুকিয়ে আছে? (জ্ঞান)
ⓚ উদ্ভাবন দক্ষতা ⓚ মানুষের সাহসিকতা
● সৃজনশীলতা ⓘ মানুষের শ্রম

২১৪. প্রেসার কুকার আবিষ্কার যেমন সৃজনশীলতার উদাহরণ তেমনি নিচের কোনটি সৃজনশীলতার উদাহরণ? (প্রয়োগ)
● রেফ্রিজারেটর আবিষ্কার ⓚ মোবাইল আবিষ্কার
ⓖ বিদ্যুৎ আবিষ্কার ⓘ কম্পিউটার আবিষ্কার

২১৫. সৃজনশীল মানুষদের কাছে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ অনুকরণ ⓚ পরিশ্রম করা
● নতুন নতুন চিন্তা করতে পারা ⓘ মেধা বিক্রি

২১৬. অসীম শক্তিধর প্রকৃতিকে মানুষ ব্যবহার করতে পারছে কেন? (অনুধাবন)
ⓚ প্রযুক্তির কারণে ● সৃজনশীলতার কারণে
ⓖ আধুনিকতার কারণে ⓘ পরিশ্রমের কারণে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১৭. আলোচ্য পাঠে চিত্রে প্রদর্শিত 'ইকারুসের ডানা লাগিয়ে আকাশে ওড়া' বিষয়টি ইঙ্গিত করে– (অনুধাবন)
i. উড়োজাহাজকে ii. জাহাজকে
iii. বাজপাখিকে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ⓚ ii ⓖ i ও ii ⓘ i, ii ও iii

২১৮. সৃজনশীলতা না থাকলে– (অনুধাবন)
i. সব পোশাকের ধরন, রঙ একই হতো
ii. পৃথিবী এগিয়ে যেত
iii. আজও মানুষ গুহায় বাস করত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১৯. মানুষ তার সৃজনশীলতাকে ব্যবহার করে–
i. নিত্য নতুন জিনিস তৈরি করেছে
ii. অসম্ভবকে সম্ভব করেছে
iii. অন্যেরটা নকল করতে শিখেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২২০. মানুষের রেফ্রিজারেটর তৈরির কারণ– (অনুধাবন)
i. খাবার সতেজ রাখতে
ii. পানি গরম করতে
iii. ঠান্ডা পানির তৃষ্ণা মেটাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২১ ও ২২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আলেয়া হাতের কাজে পারদর্শী। নকশী কাঁথা থেকে শুরব করে সবরকম সেলাই সে পারে। নিত্য নতুন ডিজাইন ব্যবহার করে সে কাজ করে থাকে। তার তৈরি ডিজাইন সবাই খুব পছন্দ করে।

২২১. অনুচ্ছেদে আলেয়ার মধ্যে কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)

● সৃজনশীলতা ⓑ ধৈর্যশীলতা ⓖ অধ্যবসায় ⓘ আত্মবিশ্বাসী

২২২. উক্ত কাজ করতে আমাদের যা করণীয়– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. নতুন কিছু চিন্তা করা
ii. আত্মমর্যাদাবান হওয়া
iii. আত্মবিশ্বাসী হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

'আরে এই ল্যাংড়া পোলাডারে পড়ালেখা করাইয়া কি লাভ! এটাতো আজীবনের বোঝা। ভালো একটা পরামর্শ দেই। যত বড় অইবো, ততই ওর প্রতি তোমগো মায়া বাড়বো। এর আগেই ওরে ঢাকার কোনো রাস্তার ফুটপাতে ফালাইয়া থোও। ভালো টাকা ভিক্ষা পাইবা। এতে তোমগোও লাভ অইবো, ওর পেটটাও চইল্লা যাইবো।' শিক্ষা জীবনের শুরুতে নানা বাধা বিপত্তির কথাগুলো একজন সংবাদপত্র প্রতিবেদককে বলতে বলতে কেঁদে উঠল মাত্র ২ বছর বয়সে পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে কবিরাজের ভুল চিকিৎসায় চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাওয়া মো. খলিলুর রহমান। গ্রামের মোড়ল ও প্রতিবেশী সর্বদা এই পরামর্শই দিত খলিলের পরিবারকে। শারীরিক অক্ষমতা তবুও দাবিয়ে রাখতে পারেনি পঙ্গু খলিলকে। সকল অক্ষমতাকে অতিক্রম করে শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে খলিল এখন সরকারি কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র।

ক. মেধাশ্রম কী? ১
খ. আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হওয়া জরুরি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সামনে এগিয়ে যেতে মো. খলিলুর রহমানের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি কাজ করেছে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. প্রতিবেশীদের পরামর্শ না শোনার মো. খলিলুর রহমানের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মেধা ব্যয় করে যে কাজ করা হয় তাই মেধাশ্রম।

খ. যারা অন্যকে সম্মান করে, অন্যায় পথে উপার্জন করে না, মিথ্যা কথা বলে না, অন্যের অনুমতি ছাড়া কিছু ধরে না তাদেরকে আত্মমর্যাদাবান মানুষ বলে।
মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে এখানে সবাইকে মিলেমিশে বসবাস করতে হয়। বিপদে একে অন্যের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। আর এসব কিছুর জন্য দরকার আত্মমর্যাদা। কারণ, আত্মমর্যাদাহীন লোক এসব কাজে সহযোগিতার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

গ. মো. খলিলুর রহমান সামনে এগিয়ে যেতে পেরেছে আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে।
আত্মবিশ্বাস হলো নিজের প্রতি বিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস থাকলে আমরা যে কোনো কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারি। এরই একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো মুঘল সম্রাট বাবর। যিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বলেই ১৭ বারের চেষ্টার পরে তার হারানো রাজ্য উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। আরও একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হলো রবার্ট ব্রুস। যিনি তার আত্মবিশ্বাসের বলেই ৫ বার যুদ্ধে পরাজিত হয়েও ৬ষ্ঠ বার অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন এবং তার শত্রুদের পরাজিত করেন।
যারা আত্মবিশ্বাসী তারা অন্যের মতামতের মূল্যায়ন করে এবং সবার সাথে বিনয়ী আচরণ করে। এরা অন্যের কথা শুনে প্রভাবিত হয় না বরং নিজে ভেবে সিদ্ধান্ত নেয়, যা মো. খলিলুর রহমান করেছিলেন, তাই তিনি আজ সফল।
সুতরাং বলা যায় যে, সামনে এগিয়ে যেতে মোঃ খলিলুর রহমানের আত্মবিশ্বাসী হওয়াটাই কাজ করেছে।

ঘ. মো. খলিলুর রহমানের প্রতিবেশীদের পরামর্শ না শোনার সিদ্ধান্ত যথার্থ ও যৌক্তিক।
প্রতিবেশীদের পরামর্শে মো. খলিলুর রহমানের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যেত। যা তার এই সফলতার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত। এছাড়া এতে তার মনোবলও হারিয়ে যেত। ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সে সর্বদা বাধাগ্রস্ত হতো।
আত্মবিশ্বাস একজন মানুষকে যেমন বিনয়ী করে তেমনি তার চলার পথে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়। ভালো–মন্দ বিবেচনা করার ৰমতা প্রদান করে। সেই সাথে তাকে সবসময় নিত্যনতুন ভালো কাজে অংশ নিতে প্রস্তুত করে এবং সুযোগ পেলেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহায্য করে। আত্মবিশ্বাসী মানুষ নিজেই সত্য মিথ্যা যাচাই করতে পারে। নিজের ভুল স্বীকার করতে ভয় পায় না, কারও কথায় সে সরাসরি প্রভাবিত হয় না। মোঃ খলিলুর রহমানও এমনই একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ। কারণ অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তার মনোবল হারিয়ে যায়নি। সে অত্যন্ত বিশ্বাস ও কঠিন মনোবলকে পুঁজি করে সফলতা অর্জন করেছে।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেৰিতে বলা যায় যে, প্রতিবেশীদের পরামর্শ না শোনার খলিলুর রহমানের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা রয়েছে।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাবর ও আকবর একই সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সততা, নিষ্ঠা এবং ভদ্র আচরণের কারণে আকবর অফিসে সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন। তিনি কোনো অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করেন এবং ভদ্রভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করেন। অপরদিকে, অফিসে বাবরের আচরণ আকবরের সম্পূর্ণ বিপরীত। [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ]

ক. আত্মমর্যাদা কী? ১
খ. একজন আত্মমর্যাদাশীল মানুষের কোন কোন গুণাবলি থাকা প্রয়োজন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে আকবরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দুই ধরনের মানুষের তুলনামূলক আলোচনা করে তোমার মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) আত্মমর্যাদা হলো নিজের প্রতি মর্যাদাবোধ।

(খ) একজন আত্মমর্যাদাশীল মানুষের নিম্নলিখিত গুণাবলি থাকা প্রয়োজন। যথা–
i. আত্মমর্যাদাশীল মানুষ মিথ্যা কথা বরে না।
ii. আত্মমর্যাদাশীল মানুষ সবসময় অন্যকে সম্মান করে, যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দেবার চেষ্টা করে।
iii. আত্মমর্যাদাশীল মানুষ কখনো অন্যায় পথে উপার্জন করে না।

(গ) উদ্দীপকের আকবরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তার আত্মমর্যাদার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের রয়েছে প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ, নানা পেশার মানুষ, নানা বয়সের মানুষ, নানা ধর্মি–নানা জাতের মানুষ রয়েছে। মানুষ হিসেবে আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ বজায় রেখে কাজ করা প্রয়োজন। আত্মমর্যাদাশীল মানুষেরা কখনো অন্যের কাছে ছোট হতে চায় না, জনসমাজে লজ্জা পেতে চায় না। তাই তারা কখনো অন্যায় কোনো কিছু করে না, অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করে ও ভদ্রভাবে বাঁধা দেবার চেষ্টা করে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একজন মানুষের ন্যায় উদ্দীপকের আকবর তার সততা, নিষ্ঠা ও ভদ্র আচরণের কারণে অফিসের সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। সুতরাং উদ্দীপকের আকবরের চরিত্রে আত্মমর্যাদার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

(ঘ) উদ্দীপকের দুই ধরনের মানুষ বলতে একজন আত্মমর্যাদাবান ও একজন আত্মমর্যাদাহীন মানুষকে বোঝানো হয়েছে।

উদ্দীপকের আকবর ও বাবর একই সরকারি প্রতিষ্ঠানের দুইজন কর্মকর্তা। আকবর তার সততা, নিষ্ঠা ও ভদ্র আচরণের কারণে অফিসে সবার নিকট প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন, কোনরূপ অন্যায় দেখলে সে তার প্রতিবাদ করেন এবং ভদ্রভাব অন্যায় প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। এ সকল ভালো গুণ থাকার কারণে উদ্দীপকের আকবরকে আত্মমর্যাদাবান মানুষ বলা চলে।

পৰান্তরে, উদ্দীপকের বাবরের আচরণ আকবরের সম্পূর্ণ বিপরীত। মন্দ আচরণের জন্য বাবরকে অফিসের সবাই ঘৃণা করে। যারা মন্দ আচরণের অধিকারী তাদেরকে সবাই ঘৃণা করে। তাদের কোনো লজ্জা থাকে না বলে তারা সব সময় অন্যায় কাজকে সমর্থন করে এবং অসৎ চরিত্রের অধিকারী হয়। উদ্দীপকে বাবরের আচরণে মন্দ ও অন্যায় কাজ প্রতিফলিত হওয়ায় সে একজন আত্মমর্যাদাহীন মানুষ।

সুতরাং উদ্দীপকের আকবরকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ এবং বাবরকে আত্মমর্যাদাহীন মানুষ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন –৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জলিল সাহেব সৎভাবে অর্থ উপার্জন করেন। তিনি সব সময় অন্যকে সম্মান করেন এবং কাউকে কখনো কস্ট দেন না। এজন্য এলাকায় তার যথেস্ট সুনাম রয়েছে।

?

ক. তাজমহল কী দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল? ১

খ. নিজের কাজ নিজে করলে কি ধরনের আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়? ২

গ. উদ্দীপকের জলিল সাহেব কোন ধরনের মানুষ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দেশের উন্নতিকে জলিল সাহেবের মতো মানুষের গুরবত্ব অনস্বীকার্য– তোমার মতামত বিশেরষণ কর। ৪

▸◂ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

(ক) তাজমহল মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।

(খ) নিজের কাজ অন্যকে দিয়ে করাতে গেলে তাকে তার শ্রমের দাম দিতে হয়। নিজের কাজ নিজে করলে সে অর্থ খরচ হয় না। এভাবে নিজের কাজ নিজে করলে আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়।

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত জলিল সাহেব আত্মমর্যাদাবান মানুষ একজন আত্মমর্যাদাবান মানুষ কখনো অন্যায় পথে অর্থ উপার্জন করেন না। কেউ অন্যায় পথে অর্থ উপার্জন করছে দেখলে তাকে ভদ্রভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। অনুরূ পভাবে উদ্দীপকে বর্ণিত মাহবুব সাহেবের ৰেত্রেও দেখা যায়, তিনি সৎভাবে অর্থ উপার্জন করেন। কেউ অন্যায় পথে অর্থ উপার্জন করছে দেখলে তাকে ভদ্রভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন যা আত্মমর্যাদাবান মানুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এছাড়াও উদ্দীপকে বর্ণিত মাহবুব সাহেব সব সময় অন্যকে সম্মান করেন এবং কাউকে কখনো কস্ট দেন না যা আত্মমর্যাদাবান মানুষের সহজাতি বৈশিষ্ট্যে।

(ঘ) দেশের উন্নতির জন্য জলিল সাহেবের মতো মানুষ অর্থাৎ আত্মমর্যাদাবান মানুষের গুরবত্ব অনস্বীকার্য– বক্তব্যটির সাথে আমি একমত পোষণ করি। কারণ দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন আত্মমর্যাদাবান মানুষ। কোনো আত্মমর্যাদাবান মানুষ কখনো অন্যায় করে না, দুর্নীতি করে না, অন্যের জিনিস বা সম্পদ নিজের করে নেয় না। আত্মমর্যাদাবান মানুষ একদিকে যেমন নির্ভীক দেশপ্রেমিক হয় তেমনি সৎ, সাহসী ও পরিশ্রমী হয়। তাই দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন আত্মমর্যাদাবান নাগরিক। একজন আত্মমর্যাদাবান নাগরিক দেশের যাবতীয় নিয়ম–কানুন ঠিক ঠিকভাবে পালন করেন। দেশের উন্নতি তখনই সম্ভব হয় যখন দেশের নাগরিক যথাযথভাবে দেশের নিয়ম–কানুন পালন করে। উক্ত আলোচনার প্রেৰিতে বলা যায়, দেশের উন্নতির জন্য আত্মমর্যাদাবান মানুষের গুরবত্ব অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন –৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল চব্বিশ বছরের প্রাণবন্ত ও প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী যুবক। তার সাহস, বুদ্ধি ও কর্মতৎপরতায় সবাই মুগ্ধ। মোস্তফা কামাল বিশ্বাস করতেন, সৈন্যদের মনোবলই আসলে দুর্ভেদ্য দূর্গ। আর তাদের সাহস যেন দূর্গের দেয়াল। তাই তিনি মাত্র ১০ জন সেনা নিয়ে দরৰইন গ্রামে প্রতিরৰা ঘাঁটি আগলাবার সাহস করলেন। মাত্র ১০ জন সৈন্য নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পুড়িয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল করলেন।

[বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

?

ক. আনা ফ্রাংকের জন্ম কত সালে? ১

খ. আনা ফ্র্যাংক কিসের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন? ২

গ. 'আত্মবিশ্বাসই সফলতার মূলমন্ত্র'–উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামালের সফলতার মূল কারণ বিশেরষণ কর।৪

▸◂ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

(ক) আনা ফ্যাংকের জন্ম ১৯২৯ সালে।

(খ) আনা ফ্রাংক তাঁর চমৎকার কল্পনাশক্তির প্রমাণ দিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। কিশোরী লেখিকা তাঁর দেখা ও শোনা প্রতিদিনের ঘটনাসমূহের বর্ণনার মাধ্যমে হিটলারের হাতে অবরবদ্ধ থাকা দুঃসহ দিনগুলোর কথা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বিশ্বযুদ্ধের সেই দিনগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছিল, ভাষার যথাযথ ব্যবহার করতে হয়েছিল এবং কথাগুলোকে গুছিয়ে লিখতে হয়েছিল।

(গ) আত্মবিশ্বাস হলো নিজের প্রতি বিশ্বাস। কাজে আত্মবিশ্বাস থাকলে যেকোনো কাজ আমরা যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারি। আত্মবিশ্বাসের উপর কাজে সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল ছিলেন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী চব্বিশ বছরের প্রাণবন্ত এক যুবক। তাঁর অসীম সাহস, বুদ্ধি ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে মাত্র ১০ জন সৈন্য নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পুড়িয়ে দিয়ে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল করেছিলেন।

উদ্দীপকের ঘটনার থেকে বুঝা যায় যে, কাজে সফলতার জন্য আত্মবিশ্বাস খুবই জরবরি। আত্মবিশ্বাসের বলে বলীয়ান হলে অনেক অসাধ্যও সাধন করা যায়, সুতরাং, সফল হতে হলে আত্মবিশ্বাসের কোনো বিকল্প নেই।

(ঘ) বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল ছিলেন প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী, সাহসী, বুদ্ধিদীপ্ত ও কর্মতৎপর এক প্রাণবন্ত যুবক।

মোস্তফা কামালের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সৈন্যদের মনোবলই আসলে দুর্ভেদ্য দূর্গ, আর সে দূর্গের দেয়াল হলো তাদের অসীম সাহস। মাত্র ১০ জন সেনা নিয়ে দরৰইন গ্রামে প্রতিরৰা ঘাটি আগলাবার সাহস তিনি করেছিলেন। মাত্র ১০ জন সৈন্য নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিপৰে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল করেছিলেন। প্রবল আত্মবিশ্বাসের

কারণে তার এ বিজয় সম্ভব হয়েছিল। যতই অভিনব রণকৌশল আর সাহসই থাক, আত্মবিশ্বাস না থাকলে কিছুই সম্ভব হতো না।

সুতরাং, বলা যায় যে, আত্মবিশ্বাসই ছিল বীরশ্রেষ্ঠ কামালের সফলতার মূল কারণ।

প্রশ্ন –৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুহম্মদ জাফর ইকবাল জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনায় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন– "পৃথিবীতে সৃজনশীল মানুষের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু এই কমসংখ্যক মানুষের সৃজনশীল কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে বর্তমানে আমরা বিভিন্ন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হতে পেরেছি। তাদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের জীবন হয়েছে আরামদায়ক ও সুখকর।"

ক. বিজ্ঞানীরা কেমন মানুষ? ১
খ. কাজের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার গুরুত্ব লিখ। ২
গ. আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের ভেতরে কোন বিষয়টি থাকা আবশ্যক? উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শিৰাবিদের বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? এর সপৰে যুক্তি দেখাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বিজ্ঞানীরা সৃজনশীল মানুষ।

খ. সৃজনশীলতা হলো নতুন কিছু করা, নতুনভাবে কিছু করা।
সৃজনশীলতার মাধ্যমেই নতুন কোনো কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব। আমাদের জীবনকে আরও সহজ, নিরাপদ ও আরামদায়ক করার জন্য কাজের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

গ. আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের ভেতর সৃজনশীলতা থাকা আবশ্যক।
আমাদের আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করেছেন সৃজনশীল মেধা–মননের মানুষ বিজ্ঞানীরা। তাদের কর্মপ্রচেষ্টার ফলে আবিষ্কৃত প্রযুক্তি আমাদের আধুনিক করে তুলেছে। তাদের অবদানের ফলেই আমরা বিভিন্ন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হতে এবং প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করতে পারছি। তাদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের জীবন হয়েছে আরামদায়ক ও সুখকর। উদ্দীপকের বিশিষ্ট শিৰাবিদ মুহম্মদ জাফর ইকবাল একই কথা বলেছেন। তিনিও মানুষের সৃজনশীলতার ফল প্রযুক্তির অবদান স্বীকার করেছেন।
সুতরাং আমরা বলতে পারি, আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের ভেতর সৃজনশীলতা থাকা আবশ্যক।

ঘ. উদ্দীপকের শিক্ষাবিদ মুহম্মদ জাফর ইকবাল সৃজনশীল কাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার বক্তব্যের সাথে আমি একমত।
সৃজনশীল কাজ ছাড়া কেউ সামনে অগ্রসর হতে পারে না। পৃথিবীতে সৃজনশীল মানুষের কোনো তুলনা নেই, যদিও সৃজনশীল মানুষের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু এই কমসংখ্যক সৃজনশীল মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার ফলে আমরা প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকি। সৃজনশীল মানুষের তৈরি বিভিন্ন জিনিস যেমন : বৈদ্যুতিক বাল্ব, বৈদ্যুতিক পাখা, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি ব্যবহার করে আমরা আরামদায়ক জীবনযাপন করতে পারি। তাই উদ্দীপকে জাফর ইকবালও সৃজনশীলতার ওপর গুরবত্বারোপ করেছেন।
আমি তার সাথে একমত কারণ আমাদের পৃথিবীতে সৃজনশীলতার গুরুত্ব অনেক বেশি। সৃজনশীল মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা এত দূর এগিয়ে এসেছি।

প্রশ্ন –৬ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আতাহার আলী গ্রামের একজন দরিদ্র মানুষ। তার সংসারে সবসময় অভাব–অনটন লেগেই থাকে। তার দুই সন্তান। সে মানুষের বাড়ি, ৰেত–খামারে কাজ করে। সেখান থেকে তার যে আয় হয় তা দিয়ে পরিবারের জন্য খাবার ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালায়। মাঝে মাঝে সে শহরে এসে রিকশা চালায়। এভাবে সে শরীর খাটিয়ে, রোদে পুড়ে অর্থ উপার্জন করে। [গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, খুলনা]

ক. কায়িক শ্রম কাকে বলে? ১
খ. কায়িক শ্রম গুরবত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. আতাহার আলী কোন ধরনের মানুষ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. আতাহার আলীর জীবন থেকে আমরা কী শিৰা নিতে পারি? নিজের ভাষায় বিশেৱষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো কাজ করতে যে শারীরিক পরিশ্রম করা হয় তাকেই কায়িক শ্রম বলে।

খ. কায়িক শ্রম আমাদের দেহ ও মনের জন্য খুবই গুরবত্বপূর্ণ।
কায়িক শ্রম আমাদের শারীরিকভাবে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত ও পরিমিত পরিমাণ কায়িক শ্রম আমাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা থেকে রৰা করে, শরীরের কার্যৰমতা ঠিক রাখে এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ৰমতা বাড়ায়। তাই কায়িক শ্রম অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ।

গ. আতাহার আলী কায়িক শ্রমে নিয়োজিত একজন মানুষ।
কায়িক শ্রম হলো শারীরিক পরিশ্রম। যারা মূলত শারিরীক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন তারাই কায়িকশ্রমে নিয়োজিত মানুষ। আতাহার আলী মানুষের বাড়িতে, ৰেতে–খামারে কাজ করেন। মাঝে মাঝে রিকশাও চালান। এ সকল কাজে শারিরীক পরিশ্রমের অংশই বেশি। তাই এসকল পেশাকে কায়িকশ্রম নির্ভর পেশা বলা হয়।
সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের আতাহার আলী কায়িক শ্রমে নিয়োজিত একজন মানুষ।

ঘ. উদ্দীপকের আতাহার আলীর জীবন থেকে আমরা শিখতে পারি 'পৃথিবীতে কোনো কাজই ছোট নয়'।
আমাদের সমাজে নানা পেশার মানুষের বসবাস। এদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই কায়িকশ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। যেমন– রিকশাচালক, শ্রমিক, দিনমজুর, ৰেতমজুর এরা সবাই কায়িক শ্রমে নিয়োজিত। এ সকল কাজ জাতীয় উন্নয়নে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই এ সকল কাজ ছোট তো নয়ই বরং সম্মানজনক।
উদ্দীপকের আতাহার আলী সংসারের অভাব দূর করার জন্য দিন মজুরি করে। পরিবারের ব্যয় বহন এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালায়, বাড়তি উপার্জনের জন্য সে শহরে রিকশা চালাতেও যায়। সে সততার সাথে কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাই সে তার পেশা নিয়ে লজ্জাবোধ করে না।
সুতরাং উদ্দীপকের আতাহার আলীর জীবন থেকে আমরা কোনো "কাজই যে ছোট নয়" এমন শিৰা গ্রহণ করতে পারি।

প্রশ্ন –৭ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ 'আগুনের পরশমণি' উপন্যাসে ঢাকায় গেরিলা অপারেশনের দুঃসাহসিক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে কারা শহীত হয়েছেন, কীভাবে যুদ্ধ করেছেন, কারা আমাদের সাহায্য করেছেন তা প্রতীকার্থে– তিনি উপন্যাসটিতে তুলে ধরছেন।

[গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, খুলনা]

ক. মেধাশ্রম কী? ১
খ. মেধাশ্রমের গুরবত্ব লিখ। ২
গ. উদ্দীপকের হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য রচনা কোন শ্রমের আওতাভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মানব জীবনে উক্ত শ্রমের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে সকল কাজে মানসিক শ্রমের অংশই বেশি সে কাজগুলোকে মেধাশ্রম বলে।

খ. সকল সৃজনশীল কাজে মেধাশ্রম প্রয়োজন। আর সৃজনশীল বিভিন্ন কাজের মাধ্যমেই বর্তমান সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মেধাশ্রমের মাধ্যমে নিত্য নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে আমাদের জীবনযাত্রাকে ক্রমাগত আরামদায়ক ও

সহজতর করেছেন। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল এগিয়ে যেতে মেধাশ্রমের বিকল্প নেই। তাই বলা যায়, মেধাশ্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ. উদ্দীপকের হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যরচনা মেধাশ্রমের আওতাভুক্ত।
যে সকল কাজে শারিরীক শ্রম অপেৰা মানসিক শ্রমের অংশই বেশি সে সকল কাজকে মেধাশ্রম বলে।
হুমায়ুন আহমেদ তাঁর আগুনের পরশমণি উপন্যাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন। এ উপন্যাসে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতা, সাধারণ মানুষের উৎকণ্ঠা, মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলাদের অপরিসীম সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও রণকৌশল তুলে ধরেছেন। লেখা একটি সৃজনশীল কঠিন কাজ। এতে শারিরীক পরিশ্রমের দরকার হয়। কিন্তু তৎকালিন সময় বাস্তবতা কুটিয়ে তুলতে যে কল্পনাশক্তি, তুলনামূলক বিচার ৰমতা, শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, ভাষার বুনন প্রয়োজন তা মেধাশ্রম ছাড়া অসম্ভব। উপন্যাস রচনার ৰেত্রে শারিরীক পরিশ্রম প্রয়োজনীয় হলেও মেধাশ্রমের অংশই প্রধান।
এ কারণে হুমায়ুন আহমেদের সাহিত্য রচনা মেধাশ্রমের আওতার্ভুক্ত।

ঘ. মানব জীবনে মেধাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।
মেধা ব্যয় হয় নানা রকম কাজে। যেমন– ইতিহাস লেখা হয় মেধাশ্রম ব্যয় করে। ফলে আমরা অতীত সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা জানতে পারি। আমরা বই পড়ে অনেক কিছু শিখি। বই পড়ে নানা কিছু শেখা মেধাশ্রমের উদাহরণ। জীবনের প্রতিটি ৰেত্রে মেধাশ্রমের প্রয়োজন। আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে প্রতিদিন বাতি জ্বালাই, পাখা চালাই সেই বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হয়েছে মেধাশ্রমের ফলেই।
উদ্দীপকের কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস রচনা মেধাশ্রমেরই পরিচায়ক। হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের ইতিহাসকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন মেধাশ্রম ব্যবহারের ফলে। মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব পরিস্থিতি প্রতীকী চরিত্রের মাধ্যমে 'আগুনের পরশমণি' উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেৰিতে বলা যায় যে, মানবজীবনে মেধশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন –৮ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জামিল খুবই পরিপাটি ছেলে। যে নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করে। তার কখনো অন্য কারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তার ব্যবহারও খুব ভালো। সে সবসময় সত্য কথা বলে এবং সকলের সাথে নম্র ব্যবহার করে। পরীৰার সময় সে কারও খাতা দেখে লিখে না। জামিলের ছোট বোন দোয়েল তেমন গোছালো নয়। সে তার নিজের কাজ নিজে করে না। সে বাড়িতে লেখাপড়া করে না। পরীৰার সময় সে অন্যের খাতা দেখে লেখে। সে কোনো পরীৰায় ভালো ফলাফল করে না। সে নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন। তার মেজাজটাও খিটখিটে স্বভাবের।

ক. কাদের আত্মমর্যাদাবান মানুষ বলা হয়? ১
খ. আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের চারটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২
গ. জামিল ও দোয়েলের মধ্যে কোন বিষয়টিতে পার্থক্য বিদ্যমান বর্ণনা কর। ৩
ঘ. দোয়েলের সফলতার পেছনে কোন বিষয়টি বাধা হয়ে দাঁড়াবে?– তোমার মতামত দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যারা দুর্নীতি করে না, অন্যায় করে না, ঘুষ খায় না, অন্যের জিনিস না বলে নেয় না, মিথ্যে বলে না, অন্যকে সম্মান করে তাদেরকেই আত্মমর্যাদাবান মানুষ বলা হয়।

খ. আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের চারটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হলো :
১। একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ মিথ্যা বলে না।
২। তারা সবসময় অন্যকে সম্মান করে, যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দেবার চেষ্টা করে।
৩। একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ সবসময়ই নিজের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন।
৪। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ কখনো অন্যায় পথে অর্থ উপার্জন করে না।

গ. জামিল ও দোয়েলের মধ্যে আত্মমর্যাদা বিষয়টিতে পার্থক্য বিদ্যমান।
আত্মমর্যাদাবান মানুষের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো তাদের সফল করে তোলে। একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ কখনও মিথ্যা বলে না। তারা অন্যকে সম্মান করেন, কখনো কাউকে কষ্ট দেয় না।
একজন আত্মমর্যাদাবান মানুষের যেসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে সেগুলো উদ্দীপকের জামিলের মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও দোয়েলের মধ্যে নেই।
উদ্দীপকের জামিল নিজের কাজ নিজে করে। কারো সাহায্য নেয় না। তার ব্যবহারও খুব ভালো। পরীৰার সময় কারও খাতা দেখে লিখে না। তার মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সবগুলো আত্মমর্যাবান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন। অপরদিকে, জামিলেরই ছোট বোন দোয়েল নিজের কাজ নিজে করে না। সে বাড়িতে লেখাপড়াও করে না। সে নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন। তার মেজাজও খিটখিটে স্বভাবের।
সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের জামিল ও দোয়েলের মধ্যে আত্মমর্যাদা ব্যাপারটিতেই পার্থক্য পরিলৰিত হয়।

ঘ. দোয়েলের সফলতার পেছনে আত্মমর্যাদাবোধের ঘাটতিই বাধা হয়ে দাঁড়াবে।
একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শিৰার্থী মিথ্যে বলবে না, অন্য কারো খাতা দেখে লিখবে না, পরীৰায় বই দেখে লিখবে না, অন্যকে সম্মান করবে। যদি এই বিষয়গুলোর ঘাটতি হয় তবে তারা সফল হতে পারবে না। যেমনটি আমরা উদ্দীপকের দোয়েলের ৰেত্রে লৰ করি।
উদ্দীপকের দোয়েল অগোছালো স্বভাবের। সে তার নিজের কাজ নিজে করে না। সে বাড়িতে লেখাপড়া করে না। পরীৰার সময় সে অন্যের খাতা দেখে লিখে। সে কোনো পরীৰায় ভালো ফলাফল করে না, সে নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন। তাই তার সফলতা বাধাপ্রাপ্ত হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেৰিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের দোয়েলের সফলতার পেছনে অবশ্যই আত্মমর্যাদা বিষয়টি বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

প্রশ্ন –৯ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

স্বপন কুমার পাল মাটির কাজ করে। মাটির হাঁড়ি, পাতিল, শখের হাঁড়ি, সরা, মাটির পুতুল, ঘোড়া প্রভৃতি নিজের মতো করে বানায়। প্রতিবছর পূজোর সময় প্রতিমা বানানোর কাজও সে করে। প্রত্যেকবার ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রতিমা বানায়। এই কাজ করে সংসারের ব্যয়ভার বহন করা কঠিন হলেও বংশপরম্পরায় এই কাজটি সে ছাড়তে পারে না। এই কাজে তাকে তার ছোট ছেলে সাহায্য করে। রঙবেরঙের মাটির তৈজসপত্র নিয়ে বিভিন্ন মেলায়ও তারা পসরা বসায়।

ক. সৃজনশীলতা কী? ১
খ. সৃজনশীল কাজের কয়েকটি উদাহরণ দাও। ২
গ. 'সৃজনশীলতা হলো নিজের মতো করে কিছু করা'– উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের স্বপন কুমারের কাজকে সৃজনশীল কাজ বলা যায় কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সৃজনশীলতা হলো নিজের মতো করে কিছু করা, সবার চেয়ে আলাদা কিছু করা।

খ. ছবি আঁকা, কবিতা লেখা, মোবাইল আবিষ্কার, বিদ্যুৎ আবিষ্কার, সাইকেল আবিষ্কার সৃজনশীল কাজের কয়েকটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

গ. সৃজনশীলতা হলো নিজের মতো করে কিছু করা।
উদ্দীপকের স্বপন কুমার মাটির কাজ করে। মাটির হাঁড়ি–পাতিল, প্রতিমা, পুতুল, তৈজসপত্র প্রভৃতি জিনিস সে নিজের মতো করে বানায়। প্রত্যেকবার

নতুন নতুন ডিজাইনের মাটির প্রতিমা তৈরি করে। সে বংশপরম্পরায় কাজটি করলেও নিজস্বতা বজায় রেখেছে। তার কাজটি বংশপরম্পরায় হলেও অনুকরণ করে না। সুতরাং উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, সৃজনশীলতা হলো নিজের মতো করে কিছু করা।

ঘ. উদ্দীপকের স্বপন কুমারের কাজকে অর্থাৎ কুমোরের কাজকে সৃজনশীল কাজ বলা যায়।

সৃজনশীলতা বলতে যেমন নতুন কিছু তৈরি করা বোঝায় তেমনি কোনো কাজ নতুন উপায়ে করাকেও বোঝায়। যারা সৃজনশীল চিন্তা করতে পারে, তারাই সৃজনশীল মানুষ। কবি-ঔপন্যাসিকদের কবিতা-উপন্যাস লেখা, শিল্পীদের ছবি আঁকার কাজ, বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন জিনিসের আবিষ্কার, পোশাক ডিজাইনারদের বিভিন্ন রং এবং ডিজাইনের ব্যবহার সৃজনশীলতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যেমনটি উদ্দীপকের স্বপন কুমারের কাজেও লৰ করা যায়।

উদ্দীপকের স্বপন কুমারের কাজটিও সৃজনশীল কাজ। সে বংশপরম্পরায় মাটির কাজ করলেও নিজের চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটায় তার কাজে। প্রতিমা, মাটির জিনিসপত্রে রঙের ব্যবহারেও তার সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেৰিতে বলা যায়, উদ্দীপকের স্বপন কুমারের কাজটি একটি সৃজনশীল কাজ।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন -১০ কবির কৃষিকাজ করে। তা থেকে যা রোজগার হয় তাই দিয়েই সে জীবিকা নির্বাহ করে। এ কাজের জন্য খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হয়। সারাদিন রোদ বৃষ্টি উপেৰা করে তাকে কাজ করে যেতে হয়।

ক. তাগ্রার তাজমহল কিসের পরিচয় বহন করে? ১

খ. আত্মমর্যাদা বজায় রেখে কেন কাজ করা প্রয়োজন? ২

গ. কবিরের এই কাজ কীরূ প শ্রমকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শ্রমের গুরবত্ব বিশেরষণ কর। ৪

প্রশ্ন -১১ **নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

এক বিখ্যাত ব্যক্তি

ক. নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকাকে কী বলে? ১

খ. আত্মমর্যাদাবান মানুষ একজন পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারে না কেন? সংৰেপে বর্ণনা কর। ২

গ. তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে চিত্রে প্রদর্শিত প্রাণী, ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত এক বিখ্যাত ব্যক্তি ও তাঁর আত্মবিশ্বাসের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "Try and try you will be won at last"-উক্তিটির সাথে তুমি কী একমত, তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটি বিশেরষণ কর। ৪

প্রশ্ন -১২ সত্যজিত রায় ছিলেন চতুর্মুখী প্রতিভাবান একজন ব্যক্তি। তাঁর সবচেয়ে উলেরখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম হলো তাঁর রচিত বিখ্যাত গোয়েন্দা কাহিনী 'ফেলুদা'। বইটির ভাষা বিন্যাস, চরিত্র সবই যেন জীবন্ত।

ক. সৃজনশীলতা কী? ১

খ. নিজের কাজ নিজে করার তিনটি সুফল লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উলিরখিত গ্রন্থটি কীসের ফসল বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টির সাথে কায়িক শ্রমের পার্থক্য আলোচনা কর। ৪

প্রশ্ন -১৩ কাজী নজরবল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি বিদ্রোহী কবি নামেও পরিচিত। তার লেখা গল্প, কবিতা শাসক গোষ্ঠীর বিরবদ্ধে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের ইতিহাসেব তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ক. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নিয়ে কে ছবি এঁকেছেন? ১

খ. নিজের কাজ নিজে করার ১টি সুবিধা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কাজী নজরবল ইসলামের লেখা গল্প-কবিতা কীরূ প শ্রমকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শ্রমের গুরবত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন -১৪ অমল মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে। এ থেকে তার যে আয় হয় তা দিয়েই সে তার সংসার চালায়। এ কাজের জন্য তাকে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হয় এবং কাজে যেতে হয়। মৌসুমের সময় কখনো কখনো সারা রাত জেগে তাকে কাজ করতে হয়।

ক. তাজমহল কোন পাথরের তৈরি? ১

খ. আত্মমর্যাদা বজায় রেখে কাজ করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. অমলের কাজ কীরূ প শ্রমকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শ্রমের গুরবত্ব বিশেরষণ কর। ৪

প্রশ্ন -১৫ করিম কৃষি কাজ করে। তা থেকে যা রোজগার হয় তাই দিয়েই সে জীবিকা নির্বাহ করে। এ কাজের জন্য খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হয়। সারাদিন রোদ বৃষ্টি উপেৰা করে তাকে কাজ করে যেতে হয়।

ক. আগ্রার তাহমহল কিসের পরিচয় বহন করে? ১

খ. আত্মমর্যাদা বজায় রেখে কেন কাজ করা প্রয়োজন? ২

গ. করিমের এই কাজ কী রূ প শ্রমকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শ্রমের গুরবত্ব বিশেরষণ কর। ৪

অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ কায়িকশ্রম কী?

উত্তর : কায়িকশ্রম হলো শারীরিক পরিশ্রম।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ মিশরের পিরামিডের বয়স কত?

উত্তর : মিশরের পিরামিডের বয়স প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কখন চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণ শুরু হয়?

উত্তর : খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে চীনের মহাপ্রাচীন নির্মাণ শুরব হয়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ ইতিহাস কী?

উত্তর : ইতিহাস হলো মানব সমাজে ঘটে যাওয়া প্রতিদিনের ঘটনার একটি সারসংৰেপ যেখানে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ ঘটনা বিশেষ গুরবত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ আনা ফ্রাংকের জন্ম কবে?

উত্তর : আনা ফ্রাংকের জন্ম ১৯২৯ সালে ১২ জুন।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ আনা ফ্রাংকের কীভাবে মারা যান?

উত্তর : আনা ফ্রাংক বন্দিশিবিরে টাইফয়েড আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ কত সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে জয়নুল আবেদিন ছবি এঁকেছিলেন?

উত্তর : বাংলা ১৩৭৬ সালের দুর্ভিৰ নিয়ে জয়নুল আবেদিন ছবি এঁকেছিলেন।

●■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ■●

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ মানুষ কাজ করে কেন?

উত্তর : পরিবারের ভরণ–পোষণ, জীবিকা নির্বাহ, সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও সম্মান লাভের জন্য মানুষ কাজ করে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সৃজনশীলতা বলতে কী বুঝ?

উত্তর : নতুন কিছু সৃষ্টি করাকে সৃজনশীলতা বলে। আবার সৃজনশীলতা বলতে কোনো কাজ করতে অন্যের অনুকরণ, অনুসরণ না করে নিজের মনের মতো করে নতুনভাবে করাকেও বুঝায়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বিজ্ঞানীদের কাজ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর : বিজ্ঞানীরা তাদের সৃজনশীলতা দিয়ে প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করছেন। যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনকে আরও সহজ ও আরামদায়ক করে তুলছে। বর্তমান মানবসভ্যতা ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানীদের সৃজনশীল কাজের সাহায্যে। এ কারণে বিজ্ঞানীদের কাজ গুরবত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তির দুইটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

উত্তর : আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তির দুইটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূ প :

ক. একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ কখনও মিথ্যা বলেন না।

খ. একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ কখনো অন্যায় পথে অর্থ–উপার্জন করে না; কেউ অন্যায় পথে অর্থ উপার্জন করছে দেখলে ভদ্রভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করেন।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ আত্মবিশ্বাসী মানুষের দুইটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

উত্তর : আত্মবিশ্বাসী মানুষের দুইটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হলো :

ক. যারা আত্মবিশ্বাসী তারা অন্যের কথা বা মতামতকে মূল্যায়ন করে, সবার সাথে বিনয়ী আচরণ করে।

খ. নিজে কোনো ভুল করলে তা স্বীকার করে এবং তা থেকে শিৰা লাভ করে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ সৃজনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর : নতুন কিছু সৃষ্টি করা বা কোনো কাজ নতুন করে করাকে সৃজনশীলতা বলে। মানবসভ্যতা এগিয়ে চলেছে সৃজনশীলতার উপর ভিত্তি করে। মানুষ আদিম যুগে গুহায় বসবাস কর, ফলমূল খেত। তারপর সে আগুন আবিষ্কার করল, শিকার করা শিখল, পশুপাখিকে পোষ মানানো শিখল। সেখান থেকে আজ মানুষ আধুনিক সভ্যতার ধারক। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন সৃষ্টির ফলে। সৃজনশীলতা না থাকলে আমরা আজও গুহায় বসবাস করতাম, ফলমূলই খেতাম। তাই বলা যায়, মানব সভ্যতার ক্রমাগত অগ্রগতির জন্য সৃজনশীলতা গুরবত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পারিবারিক কাজ ও পেশা

পাঠ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি

- নিজের কাজ অন্যে করলে সে কাজের গুরুত্ব কমে যায়, কাজটি দায়সারা গোছের হয়।
- সব মানুষই কাজ করার ৰেত্রে নিজের মনের মতো করে কাজটি করতে চায়।
- যে যতো বেশি অভিজ্ঞ সে ততো নিপুনভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে এবং যে যতো বেশি কাজ করে সে ততো বেশি অভিজ্ঞ।
- বেশি বেশি কাজ করলে মানুষ ধৈর্য ও সহিঞ্চুতার শিৰা পায়। কাজ করলে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে।
- পরিবারের প্রত্যেক সদস্য তাদের নিজ নিজ কাজ যথা সময়ে সম্পাদন করে তাহলে একজনের উপর কাজের চাপ পড়বে না।
- প্রত্যেক মানুষ নিজের দৰতা অনুযায়ী যে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন সে কাজই হচ্ছে তার পেশা।
- যেকোনো কাজে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ী হলেই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায়।
- প্রত্যেক মানুষ তার দৰতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নানান ধরনের পেশা ও কাজে নিয়োজিত হন।
- দেশের মানুষ তাদের স্ব-স্ব পেশার কাজের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছেন।
- সমাজের ভারসাম্যতার জন্য সব ধরনের পেশাকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

১. প্রাত্যহিক জীবনে নিজের কাজ নিজে না করলে কী কী সমস্যা হতে পারে? উদাহরণসহ ৫টি সমস্যা উল্লেখ করো।

উত্তর : প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের অনেক কাজ করতে হয়। এসব কাজ আমরা অনেক সময় অন্যদের দ্বারা করিয়ে থাকি। এর ফলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে। নিচে এ ধরনের ৫টি সমস্যা উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো :

i. **ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় সমস্যা :** আমাদের এমন কিছু গোপনীয় কাজ থাকে যে কাজগুলো অন্যদের দিয়ে করালে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নষ্ট হয়। এৰেত্রে নিজের কাজ নিজে করাই উত্তম। তা না হলে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রৰা করা কঠিন।

ii. **অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায় না :** নিজের কাজ অন্যকে দিয়ে করালে পারিশ্রমিক দিতে হয়। আর এজন্য অর্থ ব্যয় হয়।

iii. **সৃজনশীলতার বিকাশ হয় না :** নিজের কাজ নিজে করলে মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারে যাতে তার সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। কিন্ত কাজ না করলে তার এ ধরনের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে না। ফলে তার চিন্তাশক্তির অগ্রগতি হয় না।

iv. **সুস্থ দেহ ও মন বিকশিত হয় না :** কাজ করলে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে।

v. **ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বাধাগ্রস্ত হয় :** বেশি বেশি কাজ করলে ভুল থেকে শেখার সুযোগ থাকে কিন্তু কাজ না করলে আমাদের ধৈর্য ৰমতা হ্রাস পায়।

২. পরিবারের অন্যদের কাজে সহায়তা করলে কী কী সুবিধা হয়? উদাহরণসহ ৫টি সুবিধা উল্লেখ কর।

উত্তর : দৈনন্দিন জীবনে আমাদের নানা ধরনের কাজ করতে হয়। এসব কাজের মধ্যে এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো পরিবারের অন্যদের সহযোগিতায় করা যায়। এসব কাজে কিছু সুবিধাও আছে। নিচে তা আলোচনা করা হলো :

i. **নিজের দায়িত্ব পালন :** প্রত্যেকেই কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য। আর পরিবারের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই কিছু দায়িত্ব থাকে। পরিবারের অন্যদের সহায়তার মাধ্যমে এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা যায়।

ii. **অন্যদের চাপ হ্রাস :** অনেক পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক থাকে। এমতাবস্থায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজে সহায়তা করলে তারা কিছুটা স্বস্তি পায়।

iii. **সুশৃঙ্খল ও সুখী জীবন :** পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সহায়তামূলক সম্পর্ক থাকলে সহজেই একটি সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে সহজেই সুশৃঙ্খল ও সুখী জীবনযাপন করা যায়।

iv. **অর্থনৈতিক লাভ :** অন্যদের সহায়তার মাধ্যমে পরিবারের সকলে মিলে কাজ করলে অন্যদের দিয়ে কাজগুলো করানো লাগে না। ফলে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

v. **সৃজনশীলতা বিকাশ :** অন্যদের কাজে সহায়তা করতে গিয়ে কাজ শেখা যায়। এর মাধ্যমে নিজেদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো যায়।

৩. তুমি গত এক সপ্তাহে পরিবারের অন্যদের যে সকল কাজে সহায়তা করেছ তার একটি তালিকা তৈরি কর।

উত্তর : গত এক সপ্তাহে পরিবারের অন্যদেরকে আমি যে সকল কাজে সহায়তা করেছি তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

১. ছোট ভাইবোনদের লেখাপড়ার কাজে সহায়তা করেছি।
২. রান্নার কাজে মাকে সহযোগিতা করেছি।
৩. কাপড় পরিষ্কার করতে সহায়তা করেছি।
৪. পরিবারের খাবার পরিবেশনে সহায়তা করেছি।
৫. কাপড় লন্ড্রি করতে সহায়তা করেছি।
৬. ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করেছি।
৭. বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করেছি।
৮. বাজার করার কাজে সহায়তা করেছি।

৪. তোমার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য পরিবারের কোন কোন সদস্য কোন কোন পেশায় নিয়োজিত? পরিবারের ভরণপোষণের জন্য পরিবারের সদস্যদের এসব পেশায় নিয়োজিত থাকার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

উত্তর : পরিবারের ভরণপোষণের জন্য পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। পরিবারের সদস্যদের এসব পেশায় নিয়োজিত থাকার গুরবত্ব সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

বাবা : আমার বাবা গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিৰক হিসেবে নিয়োজিত। তিনি আমাদের তিন ভাইবোনের খাদ্য, পোশাক, বিদ্যালয়ের বেতন ও ফি, চিকিৎসা সব কিছুরই ভরণপোষণের মূল দায়িত্বে আছেন।

মা : আমার মা গৃহস্থালির কাজের পাশাপাশি সেলাইয়ের কাজও করে থাকেন। ফলে আমাদের পোশাক বানাতে বা কিনতে বাবার খরচ অনেকটা কমে যায়।

বোন : আমার বোন পড়ালেখার পাশাপাশি হস্তশিল্পেরও কাজ করে। ফলে আমাদের ও পরিবারের কিছু অর্থনৈতিক সাহায্য হয়।

আমি : আমি নিজেও আমার ছোটভাইকে পড়াই। এতে টিউশনির খরচ আলাদাভাবে দিতে হয় না। যার ফলে পরিবারের কিছুটা সাশ্রয় হয়।

ভাই : আমার ভাই বাজার করে। ফলে পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা না এলেও বাবার কিছুটা সময় বেঁচে যায়।

৫. বিভিন্ন কাজ ও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে কেন সম্মান প্রদর্শন করা জরুরি? উদাহরণসহ ৫টি কারণ উল্লেখ কর।

উত্তর : প্রত্যেকটা মানুষই তার দৰতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নানান ধরনের পেশা ও কাজে নিয়োজিত থাকেন। যারা যে পেশায় নিয়োজিত আছেন আমাদের উচিত তাদের প্রত্যেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। কেন এ সম্মান প্রদর্শন করা জরুরি নিচে তার উদাহরণসহ ৫টি কারণ তুলে ধরা হলো :

সব কাজই সমান : যে যে কাজই করৰক না কেন সব কাজই সমান গুরৰত্বপূর্ণ।

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে : প্রতিটি ব্যক্তিই দেশের উন্নয়নে অবদান রাখে। এদের মধ্যে কোনো একটি পেশার মানুষ যদি কাজ বন্ধ করে দেয় তাহলে উন্নয়নে বাধা আসবে।

মজবুত অর্থনীতি ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে : দেশের প্রতিটি মানুষ স্ব–স্ব কাজের মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছেন এবং ক্রমাগত দেশকে সমৃদ্ধ করছেন।

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বাড়াতে : যারা যে পেশায় আছেন বা শ্রম দিচ্ছেন তারা প্রত্যেকেই দৰ, হোক সেটা শারীরিক অথবা মানসিক। তাদের কাজের গুরৰত্ব সমান।

সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় : প্রতিটি মানুষ তাদের কাজ সঠিকভাবে করছে বলেই সামাজিক ভারসাম্য বজায় আছে। এদের মধ্যে কেউ তাদের দায়িত্ব অবহেলা করলে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হবে।

অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. নিজের কাজ নিজে করলে–
● নিজের মনের মতো কাজ করা যায় ⓑ অর্থ ব্যয় হয়
ⓖ কাজটি দায়সারা গোছের হয় ⓓ সৃজনশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়

২. পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকার ফলে প্রধানত আমাদের কোন ধরনের অধিকারগুলো পূরণ হয়ে থাকে?
ⓚ সামাজিক ⓑ রাজনৈতিক
● মৌলিক ⓓ সাংস্কৃতিক

৩. নিচের কোন খাতের ব্যয়টি পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণ সংক্রান্ত ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়?
ⓚ খাদ্য ⓑ পোশাক ⓖ চিকিৎসা ● সঞ্চয়

৪. নিচের কোন কাজটি সাধারণত পরিবারের বাইরের কারো দ্বারা সম্পাদিত হয়?
ⓚ রান্না করা ● চুল কাটা
ⓖ কাপড় ধোয়া ⓓ বাড়ি–ঘর পরিষ্কার করা

অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

পাঠ ২১-২৪ : প্রাত্যাহিক জীবনের কাজগুলো নিজে করার গুরুত্ব
■ পৃষ্ঠা : ২৩ ও ২৪

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫. আত্মসম্মান বৃদ্ধি পায় কিভাবে? [বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
ⓚ সম্পদের মালিক হলে ⓑ অর্থের মালিক হলে
ⓖ অন্যের সাহায্য করলে ● নিজের কাজ নিজে করলে

৬. স্কুলের ব্যাগ অন্যকে দিয়ে গোছালে কী হয়? [বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
ⓚ গোছালো ⓑ সুন্দর ⓖ পরিপাটি ● এলোমেলো

৭. যে যত বেশি কাজ করে তার কাজের হাত তত কী হয়? [বগুড়া জিলা স্কুল]
ⓚ শক্ত ⓑ কাঁচা ⓖ সহজ ● পাকা

৮. নিজের কাজ অন্যে করলে কী হয়? [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
● কাজটি সুষ্ঠ হয় না ⓑ কাজটি নিখুত হয়
ⓖ কাজের গুণগত মান বাড়ে ⓓ কজিটি সুষ্ঠুভাবে হয়

৯. সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বসবাস করার জন্য কোনটি জরুরি? [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
● কাজে জড়িত হওয়া ⓑ ঘুষ নেওয়া
ⓖ নেশা করা ⓓ কাজ না করা

১০. যে যত বেশি কাজ করে সে তত পাকা হয় ফলে– [সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]
ⓚ সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করা যায় ● দৰতা বৃদ্ধি পায়
ⓖ নিজের মতো কাজ করা যায় ⓓ কাজ দ্রৰত হয়

১১. নিজের কোনো কাজ অন্যে করলে কী হয়? [বগুড়া জিলা স্কুল]
ⓚ ভালো হয় ● গুরৰত্ব কমে যায় ⓖ গুরৰত্ব বেড়ে যায় ⓓ সুন্দর হয়

১২. নিজের কাজ নিজে করলে কী বৃদ্ধি পায়? [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]
ⓚ মেধা ● দৰতা ⓖ টাকা পয়সা ⓓ সম্পদ

১৩. যারা নিজের কাজ নিজে করে না তাদের কী থাকে না? [গভঃ ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]
ⓚ মেধা ⓑ বুদ্ধি ⓖ লজ্জা ● আত্মমর্যাদা

১৪. নিজের কাজ নিজে করার মধ্যে কী আছে? [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]
ⓚ কষ্ট ⓑ দুঃখ ⓖ আনন্দ ● সম্মান

১৫. নিজের কাজ নিজে করলে কী হয়? [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
ⓚ গুরৰত্ব কমে যায় ⓑ মান কমে যায়
● গুরৰত্ব বেড়ে যায় ⓓ মান বেড়ে যায়

১৬. সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করলে কী হয়? [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
● কাজ শৃঙ্খল হয় ⓑ কাজের সময় বেঁচে যায়
ⓖ সময়মতো কাজ হয় না ⓓ দৰতা বৃদ্ধি পায় না

১৭. যে যত বেশি কাজ করে, তার কাজের হাত তত পাকা হয়। ফলে– [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করা যায় ● দৰতা বৃদ্ধি পায়
ⓖ নিজের মতো কাজ করা যায় ⓓ কাজ দ্রৰত হয়

১৮. যে কোনো কাজে সফল হওয়ার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় কোনটি? [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ উচ্চশিৰা ● ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা
ⓖ সৃজনশীলতা ⓓ সুস্থ মন

১৯. প্রত্যেক মানুষের একটা নিজস্ব ধ্যান–ধারণা আছে। সব মানুষই যে কোনো কাজ তার নিজের মতো করে। কিন্তু অন্যকে দিয়ে করালে– [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ প্রয়োগ ঘটানোর সুযোগ থাকে না
● নিজের মতো হয় না
ⓖ নিজের ধ্যান–ধারণা ঠিক থাকে না

ঘ নিজের মতো হয়

২০. কাজ করতে করতে মানুষের কিসের বিকাশ ঘটে? (জ্ঞান)
ক ধৈর্য খ সহিষ্ণুতা ● সৃজনশীলতা ঘ অভিজ্ঞতা

২১. লন্ড্রিতে কাপড় ধোয়ালে অর্থ ব্যয় হয়। নিজের কাপড় নিজে ধুলে সে অর্থ— (প্রয়োগ)
ক লন্ড্রিকে দিতে হয় ● নিজেরই থেকে যাবে
গ গরিবকে দান করা যাবে ঘ অন্য কাজে ব্যয় করা যাবে

২২. আমরা যদি নিজের কাজ নিজেই করি তাহলে নতুন কিছু করতে পারব। ফলে— (উচ্চতর দক্ষতা)
ক অভিজ্ঞতা অর্জন করা যাবে খ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাবে
● সৃজনশীলতার বিকাশ হবে ঘ সময়মতো কাজ শেষ হবে

২৩. শরীর মন ভালো থাকে— [রংপুর জিলা স্কুল]
ক ভালো খাবার খেলে খ কাজ না করলে
● নিজের কাজ নিজে করলে ঘ অলস সময় কাটালে

২৪. কাজ করতে করতে মানুষের মধ্যে কী বৃদ্ধি পায়? (জ্ঞান)
ক সততা ● অভিজ্ঞতা গ বিশ্বাস ঘ দক্ষতা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫. ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ অসুখি হয় কখন? [বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
i. কাজে অসততা ও অবহেলা থাকলে
ii. নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে
iii. কাজে ফাঁকি ও মিথ্যার আশ্রয় নিলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. কাজে দক্ষ হলে মানুষ— [বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
i. নিত্য নতুন উপায় ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করে
ii. ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করে
iii. সময় বাঁচিয়ে কাজ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৭. নিজের কাজ নিজে করলে শরীরের সাথে ভালো থাকে— [সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]
i. দেহ ii. মন iii. মেধা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. কাজের মাধ্যমে— [রংপুর জিলা স্কুল]
i. পেশি সঞ্চালিত হয় ii. মন প্রফুল্ল থাকে
iii. শরীর ভালো থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯. নিজের কাজ অন্যকে দিয়ে করালে— [ভোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
i. ভবিষ্যতে কাজের সমস্যা হয় ii. কাজের সুযোগ হারাতে হয়
iii. ভবিষ্যতে শারীরিক সমস্যা দেখা দিবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. নিজের কাজ নিজে করলে— (অনুধাবন)
i. দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ii. সৃজনশীলতা বাধাপ্রাপ্ত হয়
iii. শরীর ও মন ভালো থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১. নিজের কাজ নিজে করার গুরুত্ব হলো— (অনুধাবন)
i. সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করা যায়
ii. দক্ষতা বৃদ্ধি পায়
iii. নিজের মনের মতো কাজ করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২. নিজের কাজ অন্যকে দিয়ে করালে— (অনুধাবন)
i. সঠিকভাবে গুছিয়ে করবে
ii. এলোমেলো করে রাখবে
iii. সময়মতো প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যাবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩. নিজের কাজ নিজে করার ফলাফল— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দেহ ভালো থাকে ii. মন ভালো থাকে
iii. সুনাম হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৪–৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রবি ও শশী দুই ভাই। রবি কঠোর পরিশ্রম করে ছেলেমেয়ের জন্য অর্থ উপার্জন করে। শশী কিছুই করে না। কারণ সে খুবই অলস। [বগুড়া জিলা স্কুল]

৩৪. শশী কাজ না করার কারণে তাকে কী হতে হবে?
ক সমাজচ্যুত হবে খ পড়া লেখা করতে হবে
গ চিকিৎসা করাতে হবে ● পরনির্ভরশীল হতে হবে

৩৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত ১ম ব্যক্তির কারণে রবির পরিবারের—
i. গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে ii. মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে
iii. সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মলি একদিন তার ঘরটি তার খালাতো বোন জলিকে মুছতে বলে। মোছা শেষে মলি এসে ঘরটি দেখে জলিকে বকা দেয়। [বগুড়া জিলা স্কুল]

৩৬. মলি তার বোন জলিকে বকা দিল কেন?
i. ঘর সুন্দর হয়েছে বলে
ii. ঘর গুছায়নি বলে
iii. ঘর মোছা মনের মত হয়নি বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৭. কাজের ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় কী?
● সততা ও নিষ্ঠা খ ধৈর্য ও মনোযোগ
গ দক্ষতা ও শক্তি ঘ ধৈর্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তানিয়া স্কুলে স্কুলড্রেস পরে না আসায় শ্রেণিশিক্ষক তাকে তিরস্কার করেন। এর কারণ জানতে চাইলে সে বলে বাসায় গৃহকর্মী তার স্কুলড্রেস ধুয়েছিল। কিন্তু শুকানো পরে দেখা যায় জামায় ছোট ছোট নীলের দাগ।

৩৮. অনুচ্ছেদে কোন বিষয়টির গুরুত্ব ফুটে উঠেছে?
ক পেশায় ● কায়িক শ্রমের
গ নিজের কাজ নিজে করার ঘ মেধা শ্রমের

৩৯. তানিয়া যদি নিজেই স্কুলড্রেসটি ধুয়ে দিত তাহলে—
i. সময়মতো কাজটি সম্পন্ন হতো ii. নিজের মনের মতো হতো
iii. তার দক্ষতা বৃদ্ধি পেতো।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪০ ও ৪১ প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাড়ির কাজের ছেলে করিম নিয়মিত জাহিদের ঘর পরিষ্কার করে। স্কুল থেকে কয়েকজন বন্ধু নিয়ে বাড়ি এসে জাহিদ তার পেন্সিল ও প্র্যাকটিক্যাল খাতা খুঁজে পায় না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে সে তা পায়। ওগুলো করিম টেবিলে না রেখে বাক্সে রেখেছিল।

৪০. জাহিদের বিড়ম্বনার কারণ কী? (প্রয়োগ)
ক অলসতা ● নিজের কাজ নিজে না করা
গ করিমের বোকামি ঘ জিনিসের প্রতি উদাসিনতা

৪১. নিজের কাজ নিজে করলে জাহিদ— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দক্ষ হবে ii. সৃজনশীল হবে
iii. শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ ২৫ : আমাদের জীবনে পরিবারের অন্যদের কাজের গুরুত্ব ■
পৃষ্ঠা : ২৫ ও ২৬

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪২. মানুষের সুস্থ–সবলভাবে বেঁচে থাকার জন্য একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম কোনটি? [বগুড়া জিলা স্কুল]
ক শিৰা ● বিনোদন
গ চিকিৎসা ঘ উপরের কোনটিই নয়

৪৩. ভরণ–পোষণের অন্তর্ভুক্ত কোনটি? [সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]
ক দান করা খ চাকরি করা
● খাওয়া–দাওয়া ঘ রান্না–বান্না

৪৪. কোনটি মনের খোরাক বলা হয়? [সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]
ক অর্থ খ চাকরি গ বন্ধু ● বিনোদন

৪৫. জারিফ পড়া লেখার পাশাপাশি তার বাবার সাথে বাজারে যায়, কেনাকাটায় সাহায্য করে। জারিফের কাজের মাধ্যমে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? [সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]
ক বিনোদন খ ভরণ পোষণ করা
গ শিৰা দেওয়া ● পরিবারের অন্যদের কাজে সহায়তা

৪৬. আমাদের স্বপ্ন বা ইচ্ছাগুলোকে বাস্তব রূপ দিতে কিসের প্রয়োজন? [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
● অর্থের খ স্বপ্নের গ বিনোদন ঘ শিৰার

৪৭. কাজে নিয়োজিত থেকে অর্থ উপার্জন করলে পরিবারের কোনটি বৃদ্ধি পায়? [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
ক প্রতিপত্তি খ আত্মর্যাদা ● গুরবত্ব ও মর্যাদা ঘ স্বাধীনতা

৪৮. কাদের কাজের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার ব্যয় মেটানো সম্ভব হয়? [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
● পরিবারের সদস্যদের খ প্রতিবেশীদের
গ সহপাঠীদের ঘ আত্মীয়দের

৪৯. পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন কাজ করলে আমাদের কোন চাহিদা পূরণ হয়? [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
ক সামাজিক খ রাজনৈতিক ● মৌলিক ঘ সামাজিক

৫০. স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রয়োজন– [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
ক সৃজনশীলতা খ অভিজ্ঞতা ● অর্থ ঘ ভরণ–পোষণ

৫১. পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি? [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল]
● ভরণ–পোষণ খ শিৰা গ বিনোদন ঘ চিকিৎসা

৫২. জনাব জামান সাহেব তার দুই ছেলে ও মেয়েকে প্রায়ই ছুটির দিনে কোথাও না কোথাও ঘুরতে নিয়ে যান। এতে সন্তানদের কোন চাহিদা পূরণ হয়? (প্রয়োগ)
ক ভরণপোষণের ● বিনোদনের
গ সামাজিক মর্যাদার ঘ মনের আকাঙ্ক্ষার

৫৩. বিনোদন কী? (জ্ঞান)
● মনের খোরাক খ শারীরিক সুস্থতা
গ শিৰণীয় কাজ ঘ সামাজিক কাজ

৫৪. কীভাবে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়? (অনুধাবন)
ক সম্পদের মালিক হলে ● সামাজিক কাজে সক্রিয় থাকলে
গ অন্যকে সাহায্য করে ঘ সামাজিক নিয়মনীতিকে মেনে চলে

৫৫. সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য কী প্রয়োজন? (জ্ঞান)
ক ভরণপোষণ খ শিৰা ● চিকিৎসা ঘ বিনোদন

৫৬. পরনির্ভরশীলতা বলতে কী বোঝ? (জ্ঞান)
ক অন্যের ওপর দয়া করা
● অন্যের দয়ার ওপর নির্ভরশীলতা
গ অন্যকে সাহায্য করা
ঘ অন্যের দয়ার ওপর নির্ভরশীল না হওয়া

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৭. বিনোদনের অংশ হলো– [সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]
i. জ্ঞান অর্জন করা
ii. বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখতে যাওয়া
iii. বিশেষ দিনে মজা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৮. পরিবারের সদস্য হিসেবে আমাদের প্রধান অধিকার হলো– (প্রয়োগ)
i. ভরণপোষণ ii. শিৰা
iii. সামাজিক মর্যাদা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৯. বিনোদনকে বলা হয় মনের খোরাক। বিনোদনের মাধ্যম হলো– (প্রয়োগ)
i. বিভিন্ন সামাজিক উৎসব
ii. ঈদ, পূজা, বড়দিন
iii. পরিবারের নানা অনুষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬০. দুর্ঘটনা ঘটলে চিকিৎসার সময় অর্থের প্রয়োজন হয়– (অনুধাবন)
i. হাসপাতালে নিতে ii. ডাক্তার দেখাতে
iii. বিভিন্ন পরীৰা–নিরীৰা করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬১. পরিবারের সদস্যরা বিনোদন পায়– (প্রয়োগ)
i. বিশেষ দিনে মজা করে
ii. দর্শনীয় স্থান দেখে
iii. উৎসবে যোগ দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬২. পরিবারের সদস্যরা কাজে নিয়োজিত না হলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. আমাদের অন্যদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল হতে হতো
ii. জীবনধারণ কঠিন হতো
iii. সামাজিক মর্যাদাহানি হতো
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৩ ও ৬৪ প্রশ্নের উত্তর দাও :
রহিমদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচজন। তার বাবার তেমন জমি–জমাও নেই। উপরন্তু তার বাবা একটু অলসপ্রকৃতির হওয়ায় কোনো কাজ–কর্ম করেন না। তাই তার মাকে অনেক কষ্ট করে সংসার চালাতে হয়।

৬৩. রহিমদের পরিবারে সমস্যা দেখা দেবে– (উচ্চতর দৰতা)
i. মৌলিক চাহিদা পূরণে ii. তাদের স্বপ্ন পূরণে
iii. সামাজিক মর্যাদার ৰেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৪. তাদের পরিবারের সমস্যা সমাধানে তার বাবার করণীয় কী? (অনুধাবন)
● অর্থনৈতিক কর্মে জড়িত হওয়া খ ব্যয় কমানো
গ স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা ঘ সামাজিক অবস্থান শক্ত করা

পাঠ ২৬ ও ২৭ : পরিবারের অন্যদের কাজে সহায়তা
■ পৃষ্ঠা : ২৭ ও ২৮

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৫. সহায়তা বলতে কী বোঝ? (জ্ঞান)
● সাহায্য খ সহিষ্ণুতা গ সহমর্মিতা ঘ সুন্দর আচরণ

৬৬. পরিবারের এক সদস্য অন্য সদস্যকে সহায়তা করা কী? [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক অধিকার ● কর্তব্য গ প্রয়োজন ঘ বাধ্যবাধকতা

৬৭. পরিবারের এক সদস্য অন্য সদস্যকে সহায়তা করলে অন্যদের ওপর– [সরকারি করোনেশন মা.বা.বি., খুলনা]
ক কাজের চাপ বাড়বে ● কাজের চাপ কমবে

গ কাজ দ্রবত হবে   ঘ কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে

৬৮. **পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ?** (জ্ঞান)
● পূর্ব–চিন্তন খ পূর্ব ধারণা গ পূর্ব প্রস্তুতি ঘ পূর্বের কাজ

৬৯. **পূর্বপরিকল্পনা করলে কিসের সুবিধা হতে পারে?** [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● পূর্বপ্রস্তুতির খ পরবর্তী প্রস্তুতির
গ কাজের সহায়তা ঘ ফলাফলের সুবিধা

৭০. **ফিরোজা বানুর বাড়িতে বেড়াতে আসছেন তার ভাই ও বোন। এজন্য তিনি পূর্বপ্রস্তুতি নেন। একে কী বলা হয়?** (অনুধাবন)
● পূর্বপরিকল্পনা খ সহিষ্ণুতা গ সহমর্মিতা ঘ সহযোগিতা

৭১. **আত্মীয়স্বজন বেড়াতে আসলে কী বাড়ে?** [সরকারি করোনেশন মা.বা.বি., খুলনা]
ক সহানুভূতি ● সৌহার্দ গ সহিষ্ণুতা ঘ সহযোগিতা

৭২. **বাড়িতে অতিথি থাকলে সবাইকে কী করতে হয়?** (জ্ঞান)
● সহযোগিতা খ সৌহার্দ গ সহায়তা ঘ সহানুভূতি

৭৩. **করিম সাহেব একজন সরকারি চাকরিজীবী। ছুটির দিনে তিনি বাড়ির কাজে তার স্ত্রীকে সাহায্য করেন–** (প্রয়োগ)
ক কাজ দ্রবত শেষ করার জন্য ● সহায়তার জন্য
গ খুশির জন্য ঘ বেড়াতে যাওয়ার জন্য

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৪. **যেসব পরিবারে সকল সদস্য তাদের নিজ নিজ কাজ করার পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহায়তা করে সেসব পরিবার–** [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
i. উচ্ছৃংখল ii. সুশৃংখল iii. সুখী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৫. **পরিবারের অন্যদের কাজে সহায়তা করলে–** (প্রয়োগ)
i. মায়া–মমতা বৃদ্ধি পায় ii. কাজের ভার কমে যায়
iii. বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৬. **মুসকানদের পরিবারের সব সদস্য একে অন্যের কাজে সহযোগিতা কর। এতে তাদের প্রত্যেকের–** (প্রয়োগ)
i. কাজের চাপ কমতে থাকে ii. দ্রবত কাজ সম্পাদন হয়
iii. কাজের সমন্বয় হয় না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii

৭৭. **গৃহিণী আমেনা বেগমের এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে বাবার কাজে আর মেয়ে মায়ের কাজে সহযোগিতা করে। তাদের এই সাহায্য হলো–** (প্রয়োগ)
i. পরনির্ভরশীলতা ii. সহায়তা iii. সহিষ্ণুতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৮ ও ৭৯ প্রশ্নের উত্তর দাও :
আমজাদ সাহেব সকালে বাসা থেকে বের হন। সারাদিন অফিস করে রাতে বাসায় যান। প্রতিদিন এভাবে অফিস করতে তার ভালো লাগে না। আবার চাকরি ছেড়ে বাঁচতেও পারবেন না।

৭৮. **আমজাদ সাহেব চাকরি ছাড়েন না–** (প্রয়োগ)
i. পরিবারের ভরণপোষণের জন্য
ii. পরিবারের সদস্যদের চাহিদা পূরণের জন্য
iii. নিজের শান্তির জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৯. **আমজাদ সাহেব চাকরি করার করণেই তার পরিবারের সদস্যরা–** (উচ্চতর দৰতা)
i. ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারে
ii. মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে
iii. অন্যের দয়ার উপর নির্ভরশীল হতে হয় না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮০ ও ৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রুনা সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। সে তার মাকে বাড়ির কাজে সাহায্য করে। একে অন্যকে সহায়তার কারণে সংসারের কাজ দ্রুত শেষ হয়ে যায়।
[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]

৮০. **রুনা তার মাকে সহায়তা করলে তার মায়ের কী হয়?**
● কাজের চাপ কমে যায় খ কাজের চাপ বেড়ে যায়
গ কাজ দ্রবত শেষ হয়ে যায় ঘ কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়

৮১. **রুনার লেখাপড়ার পাশাপাশি তার মাকে সহায়তা করা–**
i. অধিকার ii. দায়িত্ব iii. কর্তব্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● iii গ i, ii ও iii

পাঠ ২৮ ও ২৯ : পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণ ও পেশা ■ পৃষ্ঠা : ২৯ ও ৩০

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮২. **ভরণ–পোষনের জন্য কী দরকার?** [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
ক সৃজনশীলতা খ বিনোদন গ নিষ্ঠা ● আয়

৮৩. **নিচের কোনটি ভরণ পোষণের ব্যয় নয়?** [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
ক খাদ্য খ বস্ত্র গ বাসস্থান ● জমা

৮৪. **কাজ বা কাজের ক্ষেত্রকে কী বলে?** [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
ক কর্মহীনতা খ বেকার ● পেশা ঘ দৰতা

৮৫. **পরিবারের সব সদস্যের জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যয়কে কী বলে?** (জ্ঞান)
● ভরণপোষণ খ সহায়তা গ বিনোদন ঘ পরনির্ভরশীলতা

৮৬. **পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় কে?** [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
ক পিতামাতা খ ছেলেমেয়ে গ আত্মীয়স্বজন ● বয়জ্যেষ্ঠ সদস্য

৮৭. **পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সুনির্দিষ্ট পেশায় কী প্রয়োজন হয়?** (উচ্চতর দৰতা)
● অর্জিত দৰতা ও অভিজ্ঞতা খ কঠোর পরিশ্রম
গ অভিজ্ঞতা ঘ কঠোর দৰতা

৮৮. **একজন কৃষকের দক্ষতার পেশাকে কী বলে?** (অনুধাবন)
● কৃষি খ চাকরি গ চিকিৎসা ঘ সেবা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৯. **ভরণপোষণের ব্যয় হলো–** (অনুধাবন)
i. অন্ন ii. বস্ত্র iii. বিনোদন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯০. **পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব–** (অনুধাবন)
i. পিতা–মাতার ii. বড় ভাই বোন
iii. যে কোনো সদস্যের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৯১. **পারিবারিক উপার্জন খরচ হয়–** (প্রয়োগ)
i. অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানে ii. শিৰা ও চিকিৎসায়
iii.বিনোদনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯২ ও ৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মুক্তাদির সাহেব আদর্শপাড়া গ্রামে বাস করেন। স্ত্রী, দুই মেয়ে ও বাবা–মা নিয়ে তার পরিবার। তিনি দর্জির কাজ ভালো জানেন। তাই তিনি দর্জির দোকানে কাজ করেন। পারিশ্রমিক হিসেবে যা পান তা দিয়ে কোনোমতে দিনাতিপাত করেন।

৯২. **মুক্তাদির সাহেবের পরিশ্রমের কারণ কী?** (প্রয়োগ)
ক বিনোদন ● ভরণপোষণ গ জমা রাখা ঘ সামাজিক কাজ

৯৩. **মুক্তাদির সাহেব দর্জির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন–** (অনুধাবন)
i. দৰতার জন্য ii. অভিজ্ঞতার জন্য

iii. অন্য কাজ না থাকার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

পাঠ ৩০ ও ৩১ : কাজ ও পেশার ক্ষেত্রে সম্মান

■ পৃষ্ঠা : ৩১ ও ৩২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৪. পরিবার চালানোর জন্য আর্করাইট কী কাজ করেন? [বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
● নাপিতের ⓚ কৃষি ⓖ ব্যবসা ⓘ দর্জির কাজ

৯৫. জ্ঞান আহরনের জন্য কে বিশ্বভ্রমণে বের হয়েছিলেন? [বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
● পেরটো ⓚ এরিস্টটল ⓖ আর্করাইট ⓘ সক্রেটিস

৯৬. আর্করাইট কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]
ⓚ ১৬৩২ ⓚ ১৬৭২ ⓖ ১৭১২ ● ১৭৩২ সালে

৯৭. কে প্লেটোর ছাত্র ছিলেন? [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
ⓚ আলেকজান্ডার ● এরিস্টটল
ⓖ সক্রেটিস ⓘ সেক্সপিয়ার

৯৮. প্লেটোর জন্ম কোথায়? [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
ⓚ আমেরিকা ⓚ এশিয়া ⓖ অস্ট্রেলিয়া ● ইউরোপে

৯৯. জমি বর্গা বলতে কী বোঝ? (জ্ঞান)
● অন্যের জমি ধার নিয়ে চাষ করা ⓚ অন্যকে জমি ধার দেয়া
ⓖ নিজের জমি চাষ করা ⓘ অন্যকে দিয়ে জমি চাষ করানো

১০০. জমির সাহেবের দুই ছেলে কৃষিকাজ ও তাঁতের কাজ করে। এতে তিনি কী হবেন? (প্রয়োগ)
● আনন্দিত ⓚ দুঃখিত ⓖ সম্মানিত ⓘ অসম্মানিত

১০১. আর্করাইট কী আবিষ্কার করেন? (জ্ঞান)
ⓚ কাপড় সেলাইয়ের যন্ত্র ● সুতা বুনানোর যন্ত্র
ⓖ কাগজ তৈরির যন্ত্র ⓘ চুল কাটার যন্ত্র

১০২. আর্করাইটের জন্ম কোন শহরে? (জ্ঞান)
ⓚ প্যারিসে ⓚ সিডনিতে ● প্রেসটনে ⓘ লন্ডনে

১০৩. প্লেটো জন্মগ্রহণ করেন কোথায়? (জ্ঞান)
ⓚ অস্ট্রেলিয়ায় ⓚ যুক্তরাজ্যে ⓖ ফ্রান্সে ● গ্রিসে

১০৪. কী কারণে একজন শ্রমিকের কাজ অমর্যাদাকর হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
● অবহেলা ও মিথ্যার কারণে ⓚ অধৈর্যের কারণে
ⓖ একনিষ্ঠতার কারণে ⓘ বিপর্যয় পরিস্থিতিতে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৫. কাজের ক্ষেত্রে বড় কথা– [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
i. সততা ও নিষ্ঠা ii. নিয়মানুবর্তিতা iii. ধৈর্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৬. আর্করাইট তার জীবনে যেসব কাজ করেছেন তা হলো– (অনুধাবন)
i. নাপিতের ii. চুল লাগানোর
iii. মুদি দোকানের
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১০৭. প্লেটো ছিলেন একাধারে– (অনুধাবন)
i. দার্শনিক ii. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী
iii. পন্ডিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৮. মহিন সাহেব গ্রামের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ও সম্মানিত লোক। গ্রামের সবাই তাকে– (অনুধাবন)
i. শ্রদ্ধা করে ii. সালাম করে
iii. সেবা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ ii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১০৯. কোনো কাজই ছোট নয়। কারণ– (প্রয়োগ)
i. সব কাজই সমান ii. সব কাজের ভূমিকা সমান
iii. সব কাজই সম্মানজনক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১০. একজন শ্রমিকের কাজ সম্মানজনক হবে, যখন কাজে– (অনুধাবন)
i. সততা ও নিষ্ঠা থাকবে ii. মনোযোগ থাকবে
iii. ধৈর্য ও দক্ষতা থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ ৩২ ও ৩৩ : পরিবার ব্যতীত অন্যদের কাজ ও এর গুরুত্ব ■

পৃষ্ঠা : ৩২ ও ৩৩

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১১. নিচের কোন কাজটি সাধারণত পরিবারের বাইরের কারো দ্বারা সম্পাদিত হয়? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]
ⓚ রান্না করা ⓚ কাপড় ধোয়া
● চুল কাটা ⓘ বাড়িঘর পরিষ্কার করা

১১২. পরিবারের সদস্যরা যখন কোনো কাজ করতে পারেন না, তখন কী করতে হয়? (জ্ঞান)
ⓚ বন্ধুদের সাহায্য নিতে হয়
ⓚ আত্মীয়স্বজনের সাহায্য নিতে হয়
● পরিবারের বাইরে অন্যের সাহায্য নিতে হয়
ⓘ সেই কাজের জন্য লোক নিয়োগ দিতে হয়

১১৩. বাড়িতে বৈদ্যুতিক কোনো সমস্যা হলে যদি বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি না পাওয়া যায় তাহলে কী করতে হবে? (অনুধাবন)
● অন্ধকারে থাকতে হবে
ⓚ নিজে নিজেই ঠিক করতে হবে
ⓖ মিস্ত্রির জন্য অপেক্ষা করতে হবে
ⓘ বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে

১১৪. কাজ করতে দক্ষতার প্রয়োজন হয়। কাজে তাদেরই আনা উচিত, যারা– (উচ্চতর দক্ষতা)
● সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ ⓚ সংশ্লিষ্ট কাজে অদক্ষ
ⓖ সংশ্লিষ্ট কাজে আগ্রহী ⓘ কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান

১১৫. নিচের কোন কাজটি সাধারণত পরিবারের বাইরে কারও দ্বারা সম্পাদিত হয়? [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল]
ⓚ রান্না করা ⓚ ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা
● ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র মেরামত করা ⓘ কাপড় ধোয়া

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৬. কোনো কাজ পরিবারের কেউ না পারলে– (অনুধাবন)
i. অন্যের সাহায্য নিতে হবে ii. সেই কাজ বাদ দিতে হবে
iii. কাজটি শিখতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ⓚ ii ⓖ iii ⓘ i, ii ও iii

১১৭. আমেনা বেগম অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। তিনি যদি কোনো দিন ঐ বাড়িতে কাজে না যান তবে– (অনুধাবন)
i. তাদের অসুবিধা হবে ii. কাজ ব্যাহত হবে
iii. তারা কাজ করে নিবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১১৮. যে ধরনের কাজই হোক না কেন কাজকে– (অনুধাবন)

i. সম্মান করা উচিত ii. অবহেলা করা ঠিক নয়
iii. গড়িমসি করা ঠিক নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১৯ ও ১২০ প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিঠুদের বাড়িতে মোটর দিয়ে গভীর নলকূপ থেকে পানি তোলা হয়। আর ঐ পানি দিয়েই তাদের পরিবারের সকল কাজ করা হয়। হঠাৎ একদিন মোটর নষ্ট হয়ে যায়। তাদের বাড়ির কেউ মোটর মেরামত করতে পারে না।

১১৯. উক্ত পরিস্থিতিতে তাদের করণীয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক নিজেরা চেষ্টা করা খ এ বিষয়ে পড়াশোনা করা
গ বসে থাকা ঘ অভিজ্ঞ লোক দ্বারা মেরামত করানো

১২০. এখন যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে না পারলে– (প্রয়োগ)
i. পরিবারের সবার অসুবিধা হবে
ii. আর্থিক ব্যয় হ্রাস পাবে
iii. জীবনধারণ বাধাগ্রস্ত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ ৩৪ – ৩৭ : কাজ ও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন ■ পৃষ্ঠা : ৩৩ ও ৩৫

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২১. প্রত্যেক মানুষের পেশার জন্য কী প্রয়োজন? [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● দক্ষতা ও যোগ্যতা খ সাহস ও যোগ্যতা
গ পরিশ্রম ও দক্ষতা ঘ মনোযোগ ও সাহস

১২২. রহিম একজন কৃষক। তিনি কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। আমরা তার পেশাকে কী করব? (অনুধাবন)
● সম্মান করব খ তিরস্কার করব
গ সালাম করব ঘ হেয় করব

১২৩. সব পেশার মানুষ যদি যার যার কাজ না করে, তবে কী হবে? (জ্ঞান)
● দেশ অচল হয়ে যাবে খ দেশ সচ্ছল হয়ে যাবে
গ শুধু মানুষ অচল হয়ে যাবে ঘ শুধু অর্থনীতি অচল হয়ে যাবে

১২৪. কৃষক যদি উৎপাদন বন্ধ করে তাহলে কী হবে? (জ্ঞান)
ক খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি হবে ● খাদ্যের ঘাটতি হবে
গ খাদ্যের মান কমে যাবে ঘ প্রত্যেকে উৎপাদন করবে

১২৫. শ্রম কয় প্রকার? (জ্ঞান)
● দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

১২৬. মজবুত অর্থনীতি বলতে কী বোঝ? (জ্ঞান)
ক নির্ভরশীল অর্থনীতি ● সচ্ছল অর্থনীতি
গ অচল অর্থনীতি ঘ সমৃদ্ধ অর্থনীতি

১২৭. উত্তরোত্তর কাজ করার কারণে যে কোনো ব্যক্তি পেশায় কেমন হয়ে ওঠেন? (প্রয়োগ)
ক দায়িত্বশীল খ মানবিক ● দক্ষ ঘ সৃজনশীল

১২৮. শ্রম বিভাজন কেন করা হয়? (অনুধাবন)
ক সবাই একই পেশার জন্য ● ভিন্ন ভিন্ন পেশার জন্য
গ কাজের অভিজ্ঞতার জন্য ঘ চাপ কমানোর জন্য

১২৯. সামাজিক ভারসাম্য না থাকলে কী হবে? (জ্ঞান)
ক সামাজিক শ্রম বিভাজন বাড়বে খ রাজনৈতিক বিভাজন হবে
● সামাজিক অপরাধ বাড়বে ঘ সামাজিক অপরাধ কমবে

১৩০. বিভিন্ন পেশায় জড়িত হওয়ার ফলে পরিবারে যেমন সচ্ছলতা আসবে তেমনি সমাজে কী আসবে? (অনুধাবন)
ক দক্ষতা খ অভিজ্ঞতা ● ভারসাম্য ঘ উন্নয়ন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩১. আর্থিক ক্ষতির কারণ হলো– [বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
i. নিজে নিজে কাজ করা
ii. অন্যকে দিয়ে কাজ করানো
iii. কাজের জন্য অন্যকে পারিশ্রমিক দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩২. যেসব কাজ পরিবারের সদস্যরা করতে পারে না– [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
i. চুল কাটা ii. ঘরবাড়ির রং করা iii. গোছানো
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৩. সব ধরনের পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সম্মান দেখানোর কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সবার ভূমিকা সমান ii. সবার কাজই সমান
iii. সব পেশায় শ্রম আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৪. দেশের উন্নয়নে সব পেশার ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। সব পেশায় রয়েছে– (প্রয়োগ)
i. পরিশ্রম ii. মর্যাদা iii. দক্ষতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৫. সব পেশার মানুষকে– (অনুধাবন)
i. সম্মান করা উচিত ii. ভক্তি করা উচিত
iii. শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৬. আইজুল ইসলাম একজন জেলে। তিনি মাছ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনিও– (প্রয়োগ)
i. উন্নয়নের অংশীদার
ii. অর্থনীতিকে সচল রাখেন
iii. দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৭. একই কাজ বারবার করলে– (অনুধাবন)
i. দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ii. অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়
iii. দ্রুত সফল হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৮. সামাজিক ভারসাম্য না থাকলে যা হবে– (অনুধাবন)
i. ভিক্ষাবৃত্তি
ii. চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই
iii. সামাজিক বিশৃঙ্খলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩৯ ও ১৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব আব্দুর রহমানের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তিনি পরিবার চালানোর জন্য সেলুনের কাজ করেন। অনেকেই এই পেশাকে ছোট করে দেখেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, কোনো কাজই মানুষকে কখনো ছোট করে না।

১৩৯. উক্ত কাজটি মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার কারণ হলো কাজে রয়েছে– (অনুধাবন)
i. কঠোর পরিশ্রম ii. অধ্যবসায়
iii. অভিজ্ঞতা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪০. আব্দুর রহমানের পরিবারের কাছে তিনি একজন– (অনুধাবন)

● সম্মানিত ব্যক্তি　ⓚ সফল ব্যক্তি　ⓖ সৎ ব্যক্তি　ⓘ পরিশ্রমী ব্যক্তি

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গ্রামের সকলেই মি. আলমকে শ্রদ্ধা করে। তিনি পেশায় কৃষক। তিনি তার একমাত্র ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে খুবই সচেষ্ট। এইচএসসি পরীৰায় ভালো ফলাফল করায় তিনি তার ছেলেকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিশারিজ বিভাগে লেখাপড়া করাতে পাঠান। লেখাপড়া শেষে তিনি তার ছেলেকে নিজের ৩টি পুকুরের পাশাপাশি আরো কয়েকটি পুকুর ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করতে দিলেন। এজন্য গ্রামবাসীদের কেউ কেউ তার ছেলেকে বিদ্রুপ করলেও মি. আলম তার ছেলের পেশায় খুবই গর্বিত।

ক. পেশা কী? ১
খ. মানুষ কাজ করে কেন? ২
গ. গ্রামের কিছু লোক আলম সাহেবের ছেলেকে ঠাট্টা করে কেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ছেলের পেশা নিয়ে আলম সাহেবের খুশি হওয়ার বিষয়টি মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. অর্জিত দৰতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সামাজিকভাবে স্বীকৃত কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ বা বিশেষ কাজ করাকে পেশা বলে।

খ. জীবিকা ও সুস্থতার জন্য মানুষ কাজ করে।

পরিবারের ভরণ–পোষণ, শিৰা লাভ, সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও সম্মান লাভ প্রভৃতি কারণে মানুষ কাজ করে। তাছাড়া কাজ করার ফলে সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন অর্জন করা সম্ভব হয়।

গ. সকল কাজের প্রতি সম্মানবোধ না থাকায় উদ্দীপকের গ্রামের কিছু লোক আলম সাহেবের ছেলেকে নিয়ে ঠাট্টা করে।

মানুষকে প্রাত্যহিক জীবনে জীবনধারণ কিংবা ভালোভাবে বাঁচার জন্য বিভিন্ন কাজ করতে হয়। সব কাজই সমান। যাদের মধ্যে এ বোধটি রয়েছে তারা সকল কাজ ও পেশার লোককে সম্মান করে। আর যাদের মধ্যে এ মনোভাব নেই তারা কাজকে ছোট করে দেখে। উদ্দীপকের গ্রামের কিছু লোক এরকমই মনোভাবের অধিকারী।

উদ্দীপকের গ্রামবাসী মি. আলমের ছেলেকে নিয়ে বিদ্রুপ করে। মি. আলমের ছেলে উচ্চশিৰায় শিৰিত হয়ে পুকুরে মাছ চাষের উদ্যোগ নিয়েছে, আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। গ্রামবাসী তার এ উদ্যোগকে অবহেলা করে বিদ্রুপ করেছে। তাদের ধারণা চাকরিজীবী হওয়াটাই মর্যাদার। আর তাদের এ হীন মানসিকতার কারণে তারা মি. আলমের ছেলের প্রশংসাযোগ্য উদ্যোগকে অবজ্ঞা করেছে।

ঘ. সকল কাজের গুরবত্ব অনুধাবন এবং সকল পেশার মানুষের প্রতি সম্মানবোধ পোষণ করায় ছেলেকে নিয়ে আলম সাহেব খুশি হয়েছে যা অত্যন্ত যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকের মি. আলমের একমাত্র ছেলে ফিশারিজের ওপর উচ্চশিৰা নিয়েছে। লেখাপড়া শেষে মি. আলমের সহায়তায় সে পুকুর ইজারা নিয়ে মাছ চাষ শুরব করেছে। তার ছেলের এ উদ্যোগে গ্রামবাসী বিদ্রুপ করলেও তিনি গর্বিত। কেননা তার ছেলে এ কাজের মাধ্যমে ব্যক্তিগত জীবনে যেমন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। অন্যান্য কাজের মতো তার ছেলের কাজেরও গুরবত্ব আছে। তাই তিনি তার ছেলের পেশা নিয়ে আনন্দিত।

পরিশেষে বলা যায়, মি. আলমের মধ্যে যেকোনো পেশাকে সম্মান করার গুণটি রয়েছে। তাই তিনি ছেলের পেশা নিয়ে গর্বিত ও আনন্দিত যা প্রশংসাযোগ্য।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রহিম মিয়া পেশায় একজন কৃষক। স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। আর্থিক কষ্ট থাকার কারণে তাঁর দুই ছেলের একজন ট্যাক্সি চালায় অপর জন খবরের কাগজের হকারি করে। উভয়েই লেখাপড়ার অবসরে এভাবে বাবাকে সাহায্য করে। তাঁর স্ত্রী গৃহিনী। তাঁর মেয়েও পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে মাকে তার গৃহ কর্মে সাহায্য করে।

ক. গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের গুরব কে ছিলেন? ১
খ. নিজের কাজ নিজে করার গুরবত্ব বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে রহিম মিয়ার পরিবারে যে ব্যয় হয় তা কোন ধরনের ব্যয়, ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রহিম মিয়া তার স্ত্রী, মেয়ে এবং দুই ছেলের কাজকে কী পেশা হিসাবে অভিহিত করা যায় তা বিশেরষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের গুরব ছিলেন পেরটো।

খ. নিজের কাজ নিজে করার গুরবত্ব অনেক। নিজের কাজগুলো যদি প্রত্যেকে নিজে নিজেই করে তাহলে কাজের সৌন্দর্য যেমন বাড়ে তেমনি কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। নিজের কাজ নিজে করলে সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করা যায়, দৰতা বৃদ্ধি পায়, সময়মতো কাজ সম্পাদন করা যায়, অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়, অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়, সৃজনশীলতার বিকাশ হয়।

গ. উদ্দীপকে রহিম মিয়ার পরিবারে যে ব্যয় হয় সেটা ভরণ–পোষণ ব্যয়। রহিম মিয়া পেশায় একজন কৃষক। স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তার সংসার। পারিবারিক ব্যয় চালানো কষ্টকর তাঁর দুই ছেলের একজন ট্যাক্সি চালায় ও অন্য জন খবরের কাগজের হকারি করে। উভয়ই লেখাপড়ার অবসরে এভাবে বাবাকে সাহায্য করে। তাঁর স্ত্রী গৃহিনী আর মেয়ে ও পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে মাকে তার গৃহ কর্মে সাহায্য করে। দুই ছেলে ও রহিম মিয়ার অর্জিত অর্থ পরিবারের ভরণ–পোষণের পেছনে ব্যয় হয়। এ কারণে রহিম মিয়ার পরিবারের যে ব্যয় হয় তা ভরণ–পোষণ ব্যয় বলা যেতে পারে।

ঘ. রহিম মিয়া তার স্ত্রী, মেয়ে এবং দুই ছেলের কাজকে পারিবারিক কাজ ও পেশা হিসাবে অভিহিত করা যায়।

সাধারণত পরিবারের সদস্যদের ভরণ–পোষণ ও নিজেদের ইচ্ছেগুলোকে বাস্তবে রূ প দিতে অর্থের প্রয়োজন। আমাদের পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন কাজে জড়িত হওয়া আমাদের এ স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে। পরিবারের অন্যদের নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সহয়তা করা উচিত এতে পরিবারের অন্য সদস্যদের উপর কাজের চাপ কম পড়বে। এ থেকে বোঝা যায় নিজ নিজ কাজ করার পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহায়তা করলে পরিবার অনেক সুশৃঙ্খল ও সুখী হয়।

প্রশ্ন –৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কৃষকের ছেলে সুমন একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার। সুমনের বাবার পেশা নিয়ে সহপাঠি ও প্রতিবেশিরা ঠাট্টা করে। কিন্তু সুমন সব সময় বাবার পেশাকে সম্মান করে এবং এ নিয়ে গর্ববোধ করে। [ইস্পাহানি পাবলিক এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. পেশা কী? ১
খ. মানুষ কাজ করে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সুমনের বাবাকে নিয়ে ঠাট্টার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের সুমনের বাবার পেশা সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ"। উক্তিটি মূল্যায়ন করে তোমার মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পেশা হচ্ছে কাজ বা কাজের ক্ষেত্র।

খ. জীবিকা ও সুস্থতার জন্য মানুষ কাজ করে।
পরিবারের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা লাভ, সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও সম্মান লাভ প্রভৃতি কারণে মানুষ কাজ করে। তাছাড়া কাজ করার ফলে সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন অর্জন করা সম্ভব হয়।

গ. উদ্দীপকের সুমনের বাবা পেশায় একজন কৃষক। তিনি তার দক্ষতা অনুযায়ী জমিতে চাষাবাদ করে অর্থ উপার্জন করেন। তার এই অর্জিত অর্থ দিয়ে তার নিজের পরিবার বাঁচিয়ে রাখেন। উদ্দীপকে কৃষকের ছেলে হয়ে সুমন ডাক্তার হওয়ায় তার সহপাঠি ও প্রতিবেশিরা তার বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা করে। তারা সুমনের বাবার কৃষি পেশাকে অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে বিভিন্ন পেশার মানুষ সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ না থাকা এবং অজ্ঞতার কারণে তারা সুমনের বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা করে।

ঘ. মানুষ তার জীবিকা নির্বাহ ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। প্রত্যেক মানুষ তার দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নানান ধরনের পেশা ও কাজে নিয়োজিত হন। আমাদের জীবনে প্রত্যেক পেশা ও কাজের সমান গুরুত্ব রয়েছে। উদ্দীপকে সুমনের বাবা একজন কৃষক। তিনি তার দক্ষতা অনুযায়ী জমিতে চাষাবাদের মাধ্যমে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলান। কৃষক যদি ফসল না ফলান তাহলে দেশ অচল হয়ে পড়বে এবং আমাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। সুতরাং আমাদের জীবনযাত্রাকে সচল ও বাঁচিয়ে রাখতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ কারণে বলা যায় উদ্দীপকের সুমনের বাবার পেশা সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন –৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গ্রামের সবাই জনাব আলম সাহেবকে শ্রদ্ধা করে। তিনি পেশায় কৃষক, তার একমাত্র ছেলে তাহমিদ। তিনি তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে খুব সচেস্ট। তাঁর ছেলে সব পাবলিক পরীক্ষাতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়, লেখাপড়া শেষ করে তাহমিদ তার বাবার মত কৃষি কাজ করা শুরু করে। সে নিজের জমির পাশাপাশি অন্যের জমি বর্গা নিয়ে আবাদ করতে থাকে। এতে গ্রামের লোকেরা তাহমিদকে বিদ্রূপ করা শুরু করে। কিন্তু আলম সাহেব তার ছেলের পেশা নিয়ে খুশি ছিলেন। কারণ তিনি জানেন সব কাজেরই আলাদা সম্মান আছে।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]

ক. গিজার মহাপিরামিডটি তৈরি করতে কত সময় লেগেছিল? ১
খ. একটি দেশের উন্নয়নে শ্রম বিভাজনের ভূমিকা অপরিসীম' ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তাহমিদের পেশাটি কি আত্মনির্ভরশীল পেশা? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষ লাইনটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. গিজার মহাপিরামিডটি তৈরি করতে সময় লেগেছে বিশ বছর।

খ. একটি দেশের উন্নয়নে শ্রম বিভাজনের ভূমিকা অপরিসীম। সব ধরনের কাজ ও পেশায় পরিশ্রম আছে। শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে মেধাশ্রম ও কায়িকশ্রমকে আলাদা করা হয়, কেউ করেন শারীরিক পরিশ্রম, কেউ করেন মানসিক পরিশ্রম আবার কেউ কেউ শারীরিক ও মানসিক দুই ধরনের শ্রমই দিয়ে থাকেন। কোনো ধরনের কাজই শ্রম ছাড়া সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এজন্য সকল ধরনের পেশাকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। যার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের উন্নয়ন সম্ভব।

গ. তাহমিদের পেশাটি আত্মনির্ভরশীল পেশা। লেখাপড়া শেষ করে তাহমিদ তার বাবার মত কৃষিকাজ করা শুরু করে। সে নিজের জমির পাশাপাশি অন্যের জমি বর্গা নিয়ে আবাদ করতে থাকে। তাহমিদের কাজটি স্বাধীন পেশা। তাহমিদ স্বাধীনচেতা মানুষ। পেশা হলো কাজ বা কাজের ক্ষেত্র। সাধারণত অর্জিত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সামাজিকভাবে স্বীকৃত কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ বা বিশেষ কাজ করাকে পেশা বলা হয়। একজন কৃষক তার দক্ষতা অনুযায়ী জমিতে চাষাবাদের মাধ্যমে আয় করেন। একইভাবে তাহমিদ নিজের দক্ষতা অনুযায়ী অনুযায়ী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

ঘ. উদ্দীপকের শেষ লাইনটি হলো সব কাজেরই আলাদা সম্মান আছে।
বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেকেই কাজ করে এবং এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। সব ধরনের কাজ ও পেশায় পরিশ্রম আছে। কেউ করেন শারীরিক শ্রম, কেউ করেন মানসিক পরিশ্রম অথবা কেউ কেউ শারীরিক বা মানসিক দুই ধরনের শ্রমই দিয়ে থাকেন। কোনো ধরনের কাজই শ্রম ছাড়া সম্পাদন করা সম্ভব নয়। দেশের মানুষ তাদের কাজের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছেন। প্রত্যেকে স্ব-স্ব পেশা ও কাজের মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধ করছেন। এভাবে প্রত্যেকেই নিজের পেশায় থেকে শ্রম দিয়ে অর্থনীতিকে বেগবান করছেন। এজন্য সব পেশাকেই সমান মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা উচিত। পেশা ভিত্তিক কাজের মাধ্যমে মানুষের পরিবারে যেমন স্বচ্ছলতা আসে তেমনি সমাজে ভারসাম্য তৈরি হয়। সমাজের ভারসাম্যতার জন্য এসব ধরনের পেশাকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন –৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আরমান সাহেব লেখাপড়া শেষ করে নিজের জমির পাশাপাশি অন্যের জমি বর্গা নিয়ে আবাদ করেন। তার মেঝ ভাই এমবিবিএস পাশ করে বর্তমানে একটি হাসপাতালের ডাক্তার আর তার ছোট ভাই লেখাপড়া শেষ করে বর্তমানে দর্জির কাজ করেন। আরমান সাহেব ও তার ভাইয়েরা যার যার পেশা নিয়ে আনন্দিত। আসলে সব কাজেরই আলাদা সম্মান আছে। যে কোনো কাজে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ী হলেই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায়। [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল ঢাকা]

ক. কে মাথায় করে মিশরের পথে পথে তেল বিক্রি করতেন? ১
খ. "সব কাজেরই আলাদা সম্মান আছে" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আরমান সাহেব ও তার ছোট ভাইয়ের পেশা কীভাবে আনন্দদায়ক হলো? তোমার মতামত দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও পন্ডিত প্লেটো মাথায় করে মিশরের পথে পথে তেল বিক্রি করতেন।

খ. আমরা প্রাত্যহিক জীবনে জীবন ধারণ কিংবা ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন কাজ করে থাকি। যেমন : কৃষিকাজ, তাঁতের কাজ, মুদির কাজ, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি। কোন কাজই ছোট নয়। সব কাজই সমান। সব কাজেই সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন। সততা, ধৈর্য, মনোযোগ ও নিয়মানুবর্তিতা সব কাজই জাতীয় উন্নয়নের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। সব কাজই সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয়। তাই সব কাজেরই আলাদা সম্মান আছে।

গ. আরমান সাহেব ও তার ছোট ভাইয়ের পেশা তাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। কারণ তারা নিজেরা তাদের দৰতা অনুযায়ী তাদের পেশা বেছে নিয়েছে। ছোট ভাই জামা বানানোর বিষয়ে পারদর্শী। সেজন্য দর্জির কাজ করে অর্থ উপার্জন করেন। এই অর্জিত অর্থ তাঁর নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখে। কাজ করার মাধ্যমে মর্যাদার হানি হয় না বরং তিনি সমাজে আরো সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হন। কৃষি জমি চাষাবাদের মাধ্যমে আরমান সাহেব মানুষের খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্যসংস্থানে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। আরমান সাহেব ও তার ছোট ভাই দুইজনের পেশায় সমাজের জন্য গুরবত্বপূর্ণ। আমার মনে হয় তারা দুই ভাই তাদের কাজের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাপনের ৰেত্রে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে তারা আনন্দিত।

ঘ. আমরা প্রাত্যহিক জীবন ধারনের জন্য বিভিন্ন কাজ করে থাকি। কৃষি কাজ, তাঁতের কাজ, সূচীর কাজ আবার কেউ বা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি নানান কাজ করে থাকে। কোনো কাজই মর্যাদার হানি করে না বরং কাজ মানুষকে বাস্তব জীবনে সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত করে। কোনো কাজই ছোট নয় সব কাজই সমান মর্যাদার অধিকারী। কেউ যদি অসততা, অবহেলা, ফাঁকিবাজি, মিথ্যাচার ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে কাজ করলে সে কাজ হবে অসম্মানজনক ও অমর্যাদাকর। আর সততা, ধৈর্য ও মনোযোগ, নিয়মানুবর্তিতা ও দৰতার সাথে যে কাজ করা হয় সে কাজ হবে সম্মানজনক ও সফলতার। কে কোন কাজ করছে সেটা বড় কথা নয়। বরং পরিশ্রম, ধৈর্য ও মনোযোগের সাথে কাজ করলে যে কোনো কাজে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করা যায়। এ জন্য বলা হয় উন্নত কাজ করেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায় না কিন্তু যদি দায়িত্ব পালনে অসততা থাকে। যে কোন কাজে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ী হলেই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায়।

প্রশ্ন –৬ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নিলিমা সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। তার স্কুল ব্যাগটি সে প্রতিদিন গুছিয়ে রাখে। তাই ব্যাগের কোন পকেটে কী আছে এটা তার জানা। ফলে সময় মতো ব্যাগের প্রয়োজনীয় জিনিস খুজে পেতে তার কস্ট হয় না।

ক. পেশা কী? ১
খ. কর্মৰেত্রে সফল হওয়ার ২টি প্রয়োজনীয় গুণাবলী উলেৰখ কর। ২
গ. নিলিমা কাজটি নিজেই করার কী কী সুবিধা পাচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নিজের কাজ নিজে করার গুরবত্ব অনেক, বক্তব্যটি বিশেৰষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. প্রত্যেক মানুষ নিজের দৰতা অনুয়ায়ী যে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন সে কাজই হচ্ছে তার পেশা।

খ. কর্মৰেত্রে সফল হওয়ার ২টি প্রয়োজনীয় গুনাবলি হলো নিয়মানুবর্তিতা ও দৰতা বৃদ্ধি। সাধারণত নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে সব কাজ সঠিক ভাবে সম্পাদন করা যায়। দৰতা সাধারণত কাজ করতে করতে বৃদ্ধি পায়। নিলিমা তার স্কুল ব্যাগ প্রতিদিন নিজেই গুছিয়ে রাখে। ফলে সে রবটিন অনুসারে বই ও অন্যান্য শিৰা উপকরণ ব্যাগে নিতে পারে। ক্লাসেও প্রয়োজনীয় জিনিসটি খুঁজে পেতে তার কোনো সমস্যা হয় না। কারণ কোন পকেটে কোন জিনিসটি রয়েছে ব্যাগটি নিজে গোছানোর ফলে তা তার জানা থাকে। নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে সে কাজটি সঠিক পদ্ধতিতে, নিজের মতো করে, সঠিক সময়ে সম্পাদন করতে পারছে। একাজে তার দৰতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বোপরি কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হওয়ায় তাকে কোনো বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় না। ফলে তার মানসিক প্রশান্তিও বজায় থাকে।

ঘ. নিজের কাজ নিজে করার গুরবত্ব অনেক। এর মাধ্যমে যে কোন কাজ সঠিক পদ্ধতিতে করা যায়, দৰতা বৃদ্ধি পায়, নিজের মনের মতো কাজ করা যায়, একান্তে কাজ করা যায়, অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়, সৃজনশীলতার বিকাশ হয়। সময়মতো কাজ সম্পাদন করা যায় এবং সুস্থ দেহে সুন্দর মন বিরাজ করে। প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যেকেই প্রয়োজনীয় যে কাজগুলো করে বেশিরভাগই নিজের সাথে সংশিরস্ট। নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে কাজের সৌন্দর্য যেমন বাড়ে তেমনি কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। সুতরাং বলা যায়, 'নিজের কাজ নিজে করার গুরবত্ব অনেক' বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন –৭ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অয়ন ও রচনা দুই ভাই–বোন। তাদের নিজেদের কোনো আবাদি জমি না থাকায় তাদের বাবা অন্যের জমিতে আবাদ করেন এবং অবসর সময়ে বাঁশ ও বেতের বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে হাটে বিক্রি করে সামান্য আয় করেন। তাদের মা সংসারের কাজের পাশাপাশি বাড়িতে হাঁস–মুরগি পালন ও আঙ্গিনায় শাকসবজি চাষ করেন ও এসব জিনিস প্রতিবেশীদের নিকট ও গ্রামের হাটে বিক্রি করে সংসারের আয়ে ভূমিকা রাখেন। অয়ন ও রচনা তাদের পড়ালেখার পাশাপাশি বাড়িতে বাবা–মার কাজে সহযোগিতা করে।

ক. পরনির্ভরশীলতা কী? ১
খ. ভরণপোষণ ব্যয় বলতে কী বোঝ? ২
গ. অয়ন ও রচনার কর্মকান্ডে কোন ধরনের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. অয়ন ও রচনার পরিবারের সদস্যদের সহায়তামূলক কর্মকান্ডের সুবিধাগুলো বিশেৰষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পরনির্ভরশীলতা হলো অন্যের ওপর নির্ভর করা।

খ. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিৰা, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি ৰেত্রে পরিবারের যে খরচ হয় তাকে ভরণপোষণ ব্যয় বলা হয়।

গ. পরিবারের সদস্যদের সাহায্য করার মধ্য দিয়ে অয়ন ও রচনার আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।
অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা সম্মানহানিকর। নিজের কাজ নিজে করাটা সম্মানজনক। যদি কেউ নিজের কাজ করে পরিবারের সদস্যদের সাহায্য করতে পারে তবে তা তাদের আত্মমর্যদাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে। উদ্দীপকের অয়ন ও রচনা পরিবারকে সাহায্য করে তাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।
অয়ন ও রচনা তাদের নিজেদের প্রধান কাজ লেখাপড়ার পাশাপাশি বাবা–মাকে সহায়তা করে। এতে তারা যেমন স্বনির্ভরতার পরিচয় দিয়েছে, তেমনি সহায়তামূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। ফলে তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ. অয়ন ও রচনার পরিবারের সদস্যদের সহায়তামূলক কাজের সুবিধা হলো তারা সুশৃঙ্খল ও সুখী জীবনযাপন করতে পারবে।
অয়ন ও রচনার বাবা অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে এবং বাঁশ–বেতের বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে সংসার চালাতে হিমশিম খান। এ অবস্থায় তার মায়ের হাঁস–মুরগি পালন ও শাকসবজি চাষ হতে বাড়তি আয় তাদের সংসারে আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করে। সংসারের ভরণপোষণ সহজ হয়। তাছাড়া অয়ন ও রচনা তাদের বাবা–মায়ের কাজে সহায়তা করে। এতে তাদের বাবা–মায়ের কাজের চাপ হ্রাস পায়। সুষ্ঠুভাবে কাজ শেষ করা সম্ভব হয়।
উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, অয়ন ও রচনার পরিবারের সদস্যদের মতো পরস্পরের সহায়তামূলক কর্মকান্ডের প্রভূত সুবিধা রয়েছে।

প্রশ্ন –৮ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

৭ম শ্রেণির ছাত্রী জোহরার অর্ধ–বার্ষিকী পরীৰা চলছে। সকালে পড়ালেখা শেষ করে সে কাজের মেয়েকে সবকিছু গুছিয়ে দেওয়ার জন্য তাগাদা দেয়। কাজের মেয়ে স্কুলের পোশাক নিয়ে আসে এবং ব্যাগের মধ্যে খাতা–কলম গুছিয়ে দেয়। কিন্তু

পরীৰার হলে গিয়ে জোহরা দেখে ব্যাগে প্রবেশপত্র নেই। প্রধান শিৰক তাকে পরীৰা দিতে না দেওয়ায় সে হল থেকে বের হয়ে আসে।

ক. পেশা কী? ১
খ. কীভাবে জীবনে উচ্চমর্যাদার অধিকারী হওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের জোহরার উক্ত সমস্যায় পতিত হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সমস্যার পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য তার করণীয় নির্দেশ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সামাজিকভাবে স্বীকৃত যে কাজ করে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে তা-ই পেশা।

খ. যেকোনো কাজে কঠোর পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হয়ে জীবনে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায়।
প্রত্যেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হতে চায়। এজন্য সকল কাজকে সমান ও শ্রদ্ধাযোগ্য মনে করতে হয়। আন্তরিকতার সাথে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করলেই যে কোনো কাজে সফল হওয়া যায়। ফলে সহজেই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায়।

গ. উদ্দীপকের জোহরার উক্ত সমস্যায় পতিত হওয়ার কারণ হলো নিজের কাজ নিজে না করার প্রবণতা।
উদ্দীপকের জোহরা নিজের কাজ নিজে করে না। বরং বাড়ির কাজের মেয়েকে দিয়ে সব কাজ করায়। ফলে ভুলবশত প্রবেশপত্র ছাড়াই পরীৰার হলে গিয়ে হাজির হয় এবং প্রধান শিৰক তার পরীৰা নিতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু সে যদি নিজের কাজ নিজে করতো তবে সে তার প্রয়োজনীয় সবকিছু ব্যাগে নিত। এৰেত্রে সে এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতো না। তাছাড়া অন্যদের দিয়ে কাজ করালে তারা গুরবত্ব দেয় না। কাজের মেয়ে গুরবত্ব না দিয়ে যেনতেনভাবে ব্যাগটি গুছিয়ে দিয়েছে। ফলে তাকে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়েছে।

ঘ. জোহনার সমস্যার পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য তাকে নিজের কাজ নিজে করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
নিজের কাজ নিজে করাই উত্তম। নিজের কাজ অন্যকে দিয়ে করালে কাজটি দায়সারা গোছের হয়। দৈনন্দিন জীবনে এজন্য নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। উদ্দীপকে উলেৱখিত বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তার নিজের কাজ নিজে করার প্রবণতা সৃষ্টি করতে হবে। এতে সে কাজের গুরবত্ব অনুধাবন করে সঠিক পদ্ধতিতে কাজটি করতে পারবে। নিজের সুবিধামতো এবং মনমতো সবকিছু গুছিয়ে রাখবে। এতে সঠিক সময়ে কাজটি যেমন সম্পন্ন হবে তেমনি তার দৰতাও বৃদ্ধি পাবে। পরিশেষে বলা যায়, নিজের কাজ নিজে করে এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে জোহনা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পারে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন -৯ ▸ শিৰিকা রাবেয়া খাতুন পাঠ্যবিষয়ের বাইরে অনেক বিষয়ে শিৰার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। দৈনন্দিন কাজ ও বাড়িতে গৃহকর্মীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত সেসব বিষয়ে শিৰা দিয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে তার অভিমত "নিজের কাজ অন্যে করলে সে কাজের গুরবত্ব কমে যায়।" কাজটি দায়সারা গোছের হয়।

ক. শ্রমের বিনিময়ে মানুষ কী পায়? ১
খ. কাজ দায়সারা হওয়ার কারণ কী? ২
গ. রাবেয়া ম্যাডাম কোন বিষয়টির ওপর গুরবত্ব দিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাবেয়া ম্যাডাম শিৰার্থীদের যে বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন- সেটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন -১০ ▸ রিমা ৭ম শ্রেণির ছাত্রী। সে তার নিজের কাজ নিজে করতে বেশি পছন্দ করে। তাই তার বিছানা থেকে শুরব করে পড়ার টেবিল পর্যন্ত নিজ হাতে সাজিয়ে রাখে। সে প্রতিদিন তার বাবা-মায়ের কাজে সহায়তা করে।

ক. জীবন দৰতা বলতে কী বোঝ? ১
খ. নিজের কাজ নিজে করার মধ্যেই আনন্দ-এ কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. রিমা তার পরিবারের সাথে কীভাবে কাজে সহায়তা করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রিমার কাজগুলো থেকে আমরা কী রকম শিৰা গ্রহণ করতে পারি? বুঝিয়ে লেখ। ৪

প্রশ্ন -১১ ▸ গফুর সাহেবের এক সময় আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। তিনি কখনো বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পাননি। নিজে নিজে যা পড়েছিলেন তাই ছিল তার সম্বল। পরিবার চালানোর জন্য হোটেলে কাজ শিখে নিজেই ব্যবসা খুললেন। ঐ সময় তার পেশা নিয়ে অনেকে ঠাট্টা করত। কিন্তু তিনি কোনো দুঃখ পেতেন না বরং আনন্দিত হতেন।

ক. পেশা কী? ১
খ. সকল পেশার মানুষকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে হয় কেন? ২
গ. গফুর সাহেবের কাছে কোনো কাজই ছোট মনে না হওয়ার কারণ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. গফুর সাহেব তার পেশা নিয়ে আনন্দিত হওয়ার বিষয়টি মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন -১২ ▸ আলভী ৭ম শ্রেণীতে পড়ে। তার স্কুল ব্যাগটি সে প্রতিদিন গুছিয়ে রাখে। তাই ব্যাগের কোন পকেটে কী আছে এটা তার জানা, ফলে সময় মতো ব্যাগের প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে পেতে তার কষ্ট হয় না।

ক. কত সালে আনা ফ্রাংক গোপন কুঠুরীতে আত্ম গোপন করেন? ১
খ. কর্মৰেত্রে সফল হওয়ার ২টি প্রয়োজনীয় গুনাবলি লিখ। ২
গ. আলভীর কাজটি করার গুরবত্ব কোন দিককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নিজের কাজ নিজে করার গুরবত্ব অনেক বক্তব্যটি বিশেৱষণ কর।৪

প্রশ্ন -১৩ ▸ আরাফাত এমবিবিএস পাশ করে সরকারি ডাক্তার হিসেবে হাসপাতালে কর্মরত। তার বাবা একজন মাঝি, এ নিয়ে বন্ধুরা বাট্টা করে। কিন্তু আরাফাগত তার বাবার পেশাকে সম্মান করে এবং এ নিয়ে গর্ববোধ করে।

ক. কি করার মাধ্যমে শরীরের পেশিগুলো সঞ্চালন হয় এবং মন প্রফুলৱ থাকে? ১
খ. নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে দৰতা বৃদ্ধি পায় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে আরাফাতের বাবাকে নিয়ে ঠাট্টার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আরাফাতের বাবার পেশার সমাজে গুরবত্বপূর্ণ উক্তিটি মূল্যায়ন করে তোমার মতামত দাও। ৪

প্রশ্ন -১৪ ▸ আনিকা সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে, সে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী। সমাপনী পরীৰায় সে খুবই ভালো ফলাফল করেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি মায়ের মাথে সংসারের কাজও করে থাকে। পরিবারের সবাই তার কাজকে উৎসাহিত করে।

ক. মনের খোরাক বলা হয় কাকে? ১
খ. নিজের কাজ নিজে করলে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়, ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আনিকার কাজ কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করে, ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত কাজের গুরবত্ব বিশেৱষণ কর। ৪

প্রশ্ন -১৫ ▸ শিৰক তাসিন পাঠ্য বিষয়ের বাইরের অনেক বিষয়ে শিৰার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। দৈনন্দিন কাজ ও বাড়ির কাজের লোকের সাথে কেমন

ব্যবহার করা উচিৎ তারও শিৰা দিয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গো তার অভিমত নিজের কাজ অন্যে করলে সে কাজের গুরবত্ব কমে যায়, কাজটি দায়সারা গোছের হয়।’

ক. নিজের কাজ নিজে করার কী অনেক? ১

খ. কাজ দায়সারা হওয়ার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকের প্রদীপ স্যারের বক্তব্যের সাথে তোমার চিন্তা–ভাবনা কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “নিজের কাজ অন্যে করলে সে কাজের গুরবত্ব কমে যায়, কাজটি দায়সারা গোছের হয়।” উক্তির যৌক্তিক মূল্যায়ন কর। ৪

অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর

● ■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ■ ●

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ প্লেটোর জন্ম কোথায়?

উত্তর : পেরটোর জন্ম গ্রিসে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কাজ করলে শরীরের কী হয়?

উত্তর : কাজ করলে শরীরের পেশিগুলোর সঞ্চালন হয় বলে শরীর ভালো থাকে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষ কী করে থাকে?

উত্তর : জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ পেশা কী?

উত্তর : অর্জিত দৰতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সামাজিকভাবে স্বীকৃত কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ বা বিশেষ কাজ করাকে পেশা বলে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ ভরণ–পোষণ ব্যয় কী?

উত্তর : অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিৰা, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি ৰেত্রে একটি পরিবারে যে খরচগুলো হয় তাকে ভরণ–পোষণ ব্যয় বলে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ কাপড় তৈরি করার জন্য সুতা বানানোর যন্ত্রের আবিষ্কারক কে?

উত্তর : কাপড় তৈরি করার জন্য সুতা বানানোর যন্ত্রের আবিষ্কারকের নাম আর্করাইট।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ এ্যারিস্টটলের গুরুর নাম কী?

উত্তর : এ্যারিস্টটলের গুরবর নাম পেরটো।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ কাজ সম্পর্কিত প্লেটো কী বলতেন?

উত্তর : কাজ সম্পর্কে পেরটো বলতেন, উন্নত কাজ করে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায় না বরং যেকোনো কাজ কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ী হলেই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ কী করলে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে?

উত্তর : কাজ করলে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ স্বপ্ন বা ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে কীসের প্রয়োজন?

উত্তর : স্বপ্ন বা ইচ্ছাকে বাস্তবে রূ প দিতে অর্থের প্রয়োজন।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ মনের খোরাক কোনটি?

উত্তর : মনের খোরাক হলো বিনোদন।

● ■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ■ ●

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ সকল কাজকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত কেন?

উত্তর : বেঁচে থাকার জন্য সকল কাজের গুরবত্ব রয়েছে।

মানুষ তার জীবিকা নির্বাহ ও পরিবারের ভরণ–পোষণের জন্য বিভিন্ন কাজ করে থাকে। প্রত্যেক মানুষ তার দৰতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নানান ধরনের পেশা ও কাজে নিয়োজিত হন। আমাদের জীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করার জন্য সকল কাজেরই গুরবত্ব রয়েছে। তাই সকল কাজ ও পেশাকে আমাদের গুরবত্ব দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কাজ দায়সারা হওয়ার কারণ কী?

উত্তর : নিজের কাজ অন্যকে দিয়ে করালে কাজ দায়সারা গোছের হয়। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজ অন্যকে দিয়ে করাই। এতে কাজের গুরবত্ব কমে যায়। তারা কাজগুলো আন্তরিকতার সাথে করে না। ফলে কাজগুলো দায়সারা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কাজ ও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শনের কারণ কী?

উত্তর : যারা বিভিন্ন ধরনের কাজ বা পেশায় নিযুক্ত তাদের প্রতি সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। কারণ তারা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করার পাশাপাশি আমাদের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছেন। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে দেশের উন্নতি সাধন করছেন। তাই যার যার স্থানে তার কাজের জন্য আমাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ নিজের কাজ নিজে করার দুইটি সুবিধা উল্লেখ কর।

উত্তর : নিজের কাজ নিজে করার দুইটি সুবিধা নিম্নে উলেরখ করা হলো :

ক. নিজের কাজ নিজে করলে দৰতা বৃদ্ধি পায়।

খ. নিজের কাজ নিজে করলে কাজটি সঠিকভাবে সম্পাদন করা যায়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বিনোদন বলতে কী বুঝ?

উত্তর : বিনোদন হলো মনের খোরাক। বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখতে যাওয়া, কোথাও ঘুরতে যাওয়া, বিশেষ দিনে মজা করা, নাটক দেখা, গান শোনা–এসবই বিনোদনের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ “জাতীয় উন্নয়নের অংশীদার সব পেশার মানুষ।”–ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সমাজের প্রয়োজনেই বিভিন্ন পেশার সৃষ্টি হয়েছে। এক পেশার মানুষ অন্য পেশার মানুষের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূ প বলা যায়, যদি কৃষকরা খাদ্য উৎপাদন বন্ধ করে দেয় তাহলে দেশে খাদ্য সংকট শুরব হবে, খাদ্যাভাবের কারণে অন্যান্য পেশার মানুষেরাও তাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে না। ফলে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হবে। সুতরাং কারও কাজকে ছোট বা হীন ভাবে দেখার কোনো কারণ নেই। এ কারণে বলা যায়, জাতীয় উন্নয়নের অংশীদার সব পেশার মানুষ।

তৃতীয় অধ্যায়
শিক্ষা পরিকল্পনা ও কর্মক্ষেত্রে সফলতা

পাঠ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি

- পূর্ব কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমেই লেখাপড়া করে সফল হওয়া যায়। আগ্রহের বিষয়াদি পড়ার মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত লৰ্যে পৌছানো যায়।
- জীবনের লৰ্য যে দিকে সে অনুযায়ী শিৰাৰেত্রে শাখা নির্বাচন করতে হবে। সাধারণত শিৰাৰেত্রে শাখা নির্বাচনের মধ্যে বিজ্ঞান, ব্যবসায়ী শিৰা, মানবিক শাখা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শাখা রয়েছে।
- ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা সাথে পড়ালেখা পরস্পর নির্ভরশীল। মানুষের একেক পেশা বা বৃত্তির জন্য দরকার হয় জ্ঞান দৰতা ও অভিজ্ঞতা। মানুষ জীবন যাপনের জন্য, নিজের আত্মমর্যাদা বোধের জন্য, তার শেখা দৰতা কাজে লাগানোর জন্য, নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তি বেছে নেয়।
- শিৰার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর, কলেজ বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তর এবং সর্বশেষে উচ্চশিৰা। সাধারণত নিজের আগ্রহের ভিত্তিতে শাখা নির্বাচন করা উচিত। পরবর্তীতে নিজের আগ্রহ, পছন্দ, অপছন্দ, সবল ও দুর্বল দিক, মূল্যবোধ, আকাঙ্ক্ষা জেনে পেশা নির্বাচন করা উচিৎ।
- কর্ম ও পেশা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আগ্রহের বিষয়, দৰতা ও গুণ, নিজের ভাললাগা বিষয় বা অপছন্দের বিষয়, নিজের স্বপ্নের পেশার সাথে কর্ম পরিকল্পনা কতটুকু সংশিরষ্ট, কোনগুলো অসঙ্গতিপূর্ণ সেগুলো জানা যায়। সময়ের সাথে সাথে আগ্রহ ইচ্ছা চাহিদা ইত্যাদির পরিবর্তনে এই সিদ্ধান্তও বদলাতে পারে। তবে সঠিক সময়ে নির্দিষ্ট একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। শিৰায় নির্দিষ্ট স্তরে শাখা নির্বাচন করলে নির্দিষ্ট কর্মৰেত্রে প্রবেশের সুযোগ ঘটে।
- কর্মৰেত্রে সফল হওয়ার জন্য যোগ্যতা, দৰতার দরকার। যোগ্যতা বা দৰতা দ্বারা যে কোন পেশাতেই সফল হওয়া সম্ভব। পেশাগত দৰতাগুলোর ৩টি ভিত্তি। এর মধ্যে রয়েছে মৌলিক দৰতা, চিন্তাা দৰতা ও ব্যক্তিগত গুনাবলি ইত্যাদি।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

ক. তোমার জন্য একটি ভবিষ্যৎ পেশা বেছে নাও এবং সেই পেশা গ্রহণের জন্য তোমার শিক্ষাজীবনের পরিকল্পনা করে তা একটি ধারাবাহিক চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

উত্তর : আমি বড় হয়ে ব্যাংকার হতে চাই। সেই পেশা গ্রহণের জন্য এখানে আমার শিৰাজীবনের পরিকল্পনা একটি ধারাবাহিক চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :

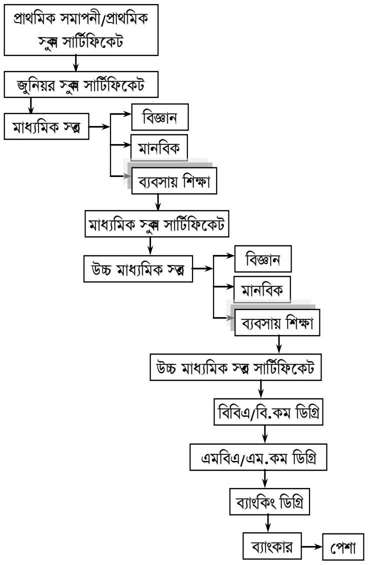

খ. তুমি যে শাখা বা পেশা নির্বাচন করেছ, সেটি করার জন্য তুমি কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করেছ? কেন?

উত্তর : আমি ব্যবসায় শিৰা শাখা নির্বাচন করেছি। এই শাখাটি নির্বাচন করতে আমি যে বিষয়গুলো বিবেচনা করেছি এবং কেন করেছি তার কারণগুলো নিচে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হলো :

১. অন্যান্য বিষয় অপেৰা আমার ব্যবসায় শিৰা বিভাগ সম্পর্কে আগ্রহ বেশি ছিল।
২. আমি তুলনামূলকভাবে হিসাবের কাজটা ভালো বুঝি।
৩. আমি ভবিষ্যতে ব্যাংকে চাকরি করতে চাই।
৪. আমার পরিবার থেকেও আমি এই বিষয়টা সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি।
৫. আমার বাবাও ব্যাংকার ছিলেন।
৬. ছোটবেলা থেকেই আমার এ পেশায় আগ্রহ বেশি ছিল।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করেই ব্যবসায় শিৰা বেছে নিয়েছি।

গ. তোমার পছন্দের পেশায় কাজ করার জন্য কী কী জ্ঞান, দক্ষতা থাকা দরকার বলে তোমার মনে হয়? সেগুলো তুমি কীভাবে অর্জন করবে?

উত্তর : যে যে জ্ঞান বা দক্ষতা দরকার :

- নির্বাচিত পেশার কাজের ৰেত্র সম্পর্কে।
- পছন্দের পেশাটি দ্বারা আমি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাব কিনা।
- এই পেশা পেতে আমাকে কী পড়তে হবে।

অর্জন করার উপায় :

- পেশা অনুযায়ী শাখা নির্বাচন করা।
- বুঝে লেখাপড়া করা।
- উচ্চ মাধ্যমিকেও শাখা ঠিক রাখা ও সেই শাখায় উচ্চ শিৰা গ্রহণ করা।

অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. অষ্টম শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থীরা কোন পথটি বেছে নিতে পারে?
ক বিজ্ঞান, মানবিক অথবা ব্যবসায় শিৰা শাখা
খ চিকিৎসা অথবা প্রকৌশল পেশা
● কারিগরি ও বৃত্তিমূলক ধারা
ঘ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীৰা

২. শাখা নির্বাচনের ওপর কোনটি নির্ভরশীল?
● ভবিষ্যতের পেশা নির্বাচন
খ পরের ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়া
গ মাধ্যমিক পরীৰা দেওয়া বা না দেওয়া
ঘ বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন

৩. পরীক্ষার কোন ধারাবাহিকতাটি সঠিক?
ক প্রাথমিক শিৰা সমাপনী → মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট → নিম্নমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট → উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট
● প্রাথমিক শিৰা সমাপনী → নিম্নমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট → মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট → উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট
গ নিম্নমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট → মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট → প্রাথমিক শিৰা সমাপনী → উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট
ঘ নিম্নমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট → প্রাথমিক শিৰা সমাপনী → মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট → উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট

অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

পাঠ ৩৮ : লেখাপড়া করে সফল হতে চাই : কোন পথে যাব? ■
পৃষ্ঠা : ৩৮

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪. যে কোনো কাজ সফল হওয়ার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় কোনটি? [সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]
ক অভিজ্ঞতা ● ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা
গ সৃজনশীলতা ঘ সুস্থ্য মন

৫. ইতু সাংবাদিক হতে চায়। সে কোন শাখায় পড়াশোনা করবে? (প্রয়োগ)
ক বিজ্ঞান শাখা খ ব্যবসায় শিৰা
● মানবিক শাখা ঘ কারিগরি শিৰা

৬. তুহিন ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। এরপর সে কোথায় পড়বে? (জ্ঞান)
● অষ্টম শ্রেণিতে খ মাদরাসায়
গ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ গণশিৰায়

৭. শিক্ষার্থীর শাখা নির্বাচনে কোন বিষয়ে চিন্তা করা উচিত? (জ্ঞান)
● ভবিষ্যত স্বপ্ন খ পড়াশোনার কাঠামো
গ শিৰার মান ঘ পারিবারিক ইচ্ছা

৮. ডাক্তার হতে হলে কোন শাখায় পড়তে হয়? (জ্ঞান)
ক মানবিক খ ব্যবসায় শিৰা ● বিজ্ঞান ঘ ভোকেশনাল

৯. বিজ্ঞান বিষয়ে লেখাপড়া করে ভবিষ্যতে কী হওয়া যায়? (প্রয়োগ)
ক আইনজীবী খ ব্যাংকার গ ম্যাজিস্ট্রেট ● প্রকৌশলী

১০. জয়া বড় হয়ে আইনজীবী হতে চায়। তার কোন শাখায় পড়াশোনা করা উচিত? (প্রয়োগ)
ক বিজ্ঞান খ ব্যবসায় শিৰা
● মানবিক ঘ কারিগরি শিৰা

১১. কোন ক্লাসে উঠার পর শাখা নির্বাচন করতে হয়? (প্রয়োগ)
ক সপ্তম শ্রেণি খ অষ্টম শ্রেণি ● নবম শ্রেণি ঘ দশম শ্রেণি

১২. হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয় কোন শিক্ষায়? (জ্ঞান)
ক গণশিৰায় খ উন্মুক্ত শিৰায়
গ জেনারেল শিৰায় ● কারিগরি শিৰায়

১৩. প্রকৌশলী হওয়ার জন্য কোন শাখায় পড়ালেখা করতে হয়? (প্রয়োগ)
● বিজ্ঞান খ মানবিক গ বাণিজ্য ঘ গণশিৰা

১৪. স্থপতির কাজ কী? (জ্ঞান)
ক চিকিৎসা করা খ অর্থনীতি বিশেরষণ করা
গ মহাকাশ গবেষণা করা ● ঘর বাড়ির নকশা করা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫. পৃথিবীতে সম্মানজনক স্থান পেতে হলে প্রয়োজন— [বগুড়া জিলা স্কুল]
i. সততা ii. মনোযোগ iii. নিয়মানুবর্তিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ● i, ii ও iii

১৬. সময়ের সাথে সাথে— [সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]
i. রবটিন পরিবর্তন হয় না ii. আগ্রহ ও ইচ্ছার পরিবর্তন হয়
iii. চাহিদার পরিবর্তন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● iii ঘ i, ii ও iii

১৭. মানুষ বিভিন্ন পেশা বেছে নেওয়ার কারণ— (উচ্চতর দৰতা)
i. নিজের আত্মতৃপ্তি
ii. নিজের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি
iii. নিজের দৰতা কাজে লাগানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮. বিজ্ঞান বিষয়ে লেখাপড়া করলে— (অনুধাবন)
i. ডাক্তার হওয়া যায়
ii. আইনজীবী হওয়া যায়
iii. প্রকৌশলী হওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. জেএসসি পাস করে রাশেদ চিন্তিত। এমতাবস্থায় রাশেদ চাচা-চাচির সাথে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চায় তা হলো— (প্রয়োগ)
i. বিদ্যালয় পরিবর্তন ii. নবম শ্রেণির শাখা নির্বাচন
iii. পারিবারিক জটিলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ iii ঘ i, ii ও iii

২০. জয়ন্ত পড়াশোনার পাশাপাশি কাঠ দিয়ে অনেক রকম জিনিস তৈরি করে। সে হাতে-কলমে কাজ শিখতে চায়। সে ভর্তি হবে— (প্রয়োগ)
i. গণশিৰায় ii. যুব উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে
iii. কারিগরি শিৰায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● iii ঘ i, ii ও iii

২১. বিষয় নির্বাচনের জন্য চিন্তা করতে হয়— (প্রয়োগ)
i. ভবিষ্যৎ স্বপ্ন নিয়ে ii. নিজের যোগ্যতা নিয়ে
iii. নিজের আগ্রহ নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
প্রভা অষ্টম শ্রেণি শেষে ব্যবসায় শিৰা শাখায় পড়াশোনা করতে চায়। আর এ পছন্দের কারণ জানতে চাইলে সে উত্তর দেয় এ শাখাটি সহজ মনে হয় তাই সে পড়তে চায়। [সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]

২২. প্রভার সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনটির অভাব রয়েছে?
ক শিৰা পরিকল্পনা খ শাখা জ্ঞান ● আগ্রহ ঘ শাখা স্তরের ধারণা

২৩. প্রভার সিদ্ধান্তটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তার বিবেচনা করতে হতো—

i. তার আগ্রহ
ii. তার দৰতা ও গুণ
iii. পারিবারিক ইচ্ছা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ii ⓖ iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
যমজ দুই বোন সুমি ও সিমু এবার নবম শ্রেণিতে উঠেছে। সুমি ডাক্তার হতে চায় বলে বিজ্ঞান শাখা বেছে নিয়েছে। কিন্তু সিমু বৃত্তিমূলক শাখায় ভর্তি হয়েছে।

২৪. সুমি বিজ্ঞান শাখা বেছে নিল কারণ– (প্রয়োগ)
i. ডাক্তার হতে পারবে ii. আগ্রহ আছে
iii. যোগ্যতা আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫. সিমু বৃত্তিমূলক শাখায় পড়লে– (অনুধাবন)
ⓚ ডাক্তার হতে পারবে ⓚ সাংবাদিক হতে পারবে
ⓖ প্রকৌশলী হতে পারবে ● হাতে কলমে কাজ শিখতে পারবে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মলিরকা অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। সামনে তার চূড়ান্ত পরীৰা। মলিরকা তার মা-বাবার সাথে আলোচনা করছে সে নবম শ্রেণিতে কোন শাখায় পড়বে। তার বাবা-মার স্বপ্ন সে ডাক্তার হবে। মলিরকাও তাই চায়।

২৬. মল্লিকার স্বপ্নপূরণের জন্য কোন শাখার শিক্ষা প্রয়োজন? (অনুধাবন)
● বিজ্ঞান ⓚ মানবিক ⓖ বাণিজ্য ⓘ কারিগরি

২৭. উক্ত শাখায় লেখাপড়া করলে হওয়া যায়– (অনুধাবন)
i. প্রকৌশলী ii. পাইলট iii. আইনজীবী
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

পাঠ ৪১ : পেশাগত জীবনে শিক্ষা জীবনের প্রভাব

■ পৃষ্ঠা : ৪০–৪১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮. সাংবাদিক হওয়ার জন্য কোনো ছাত্রকে কোন শাখাটি মনোযোগের সাথে পড়তে হয়? (জ্ঞান)
ⓚ পদার্থবিজ্ঞান ● মানবিক ⓖ রসায়ন বিজ্ঞান ⓘ গণিত

২৯. কীভাবে সাংবাদিক শাখায় ভর্তি হওয়া যায়? (অনুধাবন)
ⓚ ভর্তির ফি দিয়ে ⓚ তার পরীৰার নম্বর দেখে
● ভর্তি পরীৰা দিয়েⓘ সাৰাৎ করে

৩০. বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেই কীভাবে পড়া মুখস্থ করে? (অনুধাবন)
ⓚ বুঝে ⓚ শুনে ⓖ আলাপ করে ● না বুঝে

৩১. কর্মজীবনে সফল হওয়ার জন্য ছাত্রজীবনে কীভাবে পড়তে হয়? (প্রয়োগ)
ⓚ লিখে লিখে ● বুঝে বুঝে
ⓖ না বুঝে মুখস্থ করে ⓘ বই থেকে হুবহু মুখস্থ করে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২. কোনো পেশায় কাজ করার জন্য প্রয়োজন– (প্রয়োগ)
i. জ্ঞান ii. দৰতা
iii. অভিজ্ঞতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ ৪২ : শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও শাখা ■ পৃষ্ঠা : ৪২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৩. আমাদের দেশে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত স্তরকে কোন স্তর বলা হয়? (জ্ঞান)
● প্রাথমিক স্তর ⓚ মাধ্যমিক স্তর
ⓖ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ⓘ বিশ্ববিদ্যালয় স্তর

৩৪. প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাদেশের শিশুদের জন্য কোন স্তর? (জ্ঞান)
● বাধ্যতামূলক ⓚ অপ্রয়োজনীয় ⓖ নিষিদ্ধ ⓘ ব্যয়বহুল

৩৫. সরকার কোন স্তরে বিনামূল্যে পড়ালেখা করার সুযোগ দিয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ মাধ্যমিক ⓚ উচ্চমাধ্যমিক
ⓖ কারিগরি ● প্রাথমিক

৩৬. ৯ম থেকে ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত স্তরকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ প্রাথমিক স্তর ⓚ মাধ্যমিক স্তর
● উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ⓘ কারিগরি

৩৭. কোন শ্রেণিতে উঠে শিক্ষার্থীকে শাখা বাছাই করতে হয়? (জ্ঞান)
ⓚ অষ্টম শ্রেণিতে ● নবম শ্রেণিতে
ⓖ দশম শ্রেণিতে ⓘ একাদশ শ্রেণিতে

৩৮. ৮ম শ্রেণির অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীকে কোন পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়? (জ্ঞান)
ⓚ প্রাথমিক শিৰা সমাপনী ● জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট
ⓖ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট ⓘ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট

৩৯. বাংলাদেশে শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ ৬ষ্ঠ–১০ম শ্রেণি ⓚ ৭ম–৮ম শ্রেণি
● ৯ম–১০ম শ্রেণি ⓘ ৯ম–১২শ শ্রেণি

৪০. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর কোনটি?
]সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট[
ⓚ ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি ⓚ ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি
● ৯ম থেকে ১২শ শ্রেণি ⓘ কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪১. কোনো শিক্ষার্থীর শাখা নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে– (উচ্চতর দৰতা)
i. ভবিষ্যৎ শিৰাজীবন ii. পেশা ও বৃত্তি
iii. অর্থ–সম্পদ প্রাপ্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৪২. ৮ম শ্রেণি পাস করা শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে লেখাপড়া করতে পারে– (অনুধাবন)
i. ৯ম শ্রেণি বা সাধারণ ধারায় ii. কারিগরি ধারায়
iii. বৃত্তিমূলক ধারায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৩. শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা আর পেশা ও বৃত্তি নির্বাচন নির্ভর করে– (প্রয়োগ)
i. শিৰা প্রতিষ্ঠানের ওপর ii. শাখা নির্বাচনের ওপর
iii. মা–বাবার ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ● ii ⓖ i ও ii ⓘ i ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৪ ও ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সোহান এবছর জেএসসি পাস করে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হবে। শাখা নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ পেশা নিয়ে সে খুবই চিন্তিত।

৪৪. সোহান লেখাপড়ার জন্য বাছাই করতে পারে– (প্রয়োগ)
i. সাধারণ শিৰায় বিজ্ঞান, মানবিক বা বাণিজ্য শাখা
ii. বৃত্তিমূলক ধারা
iii. কারিগরি শিৰা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৫. তার এ শাখা নির্বাচনের ওপরই নির্ভর করছে– (উচ্চতর দৰতা)
i. তার শিৰাজীবন

ii. সামাজিক মর্যাদা
iii. ভবিষ্যৎ পেশা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ ৪৩–৪৭ : শাখা নির্বাচন ও পেশা নির্বাচন

■ পৃষ্ঠা : ৪৩–৪৫

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৬. **বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীরা কতটি দলে বিভক্ত থাকে?** (জ্ঞান)
● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৪৭. **বিতর্কের মূল্যায়ন বা বিচারের জন্য কী তৈরি করতে হবে?** (জ্ঞান)
ক যুক্তি খণ্ডনপত্র খ তর্কের বিষয়
গ নম্বরপত্র ● মানদণ্ড

৪৮. **উভয় দল থেকে কত সময় করে যুক্তি খণ্ডন করতে পারবে?** (জ্ঞান)
ক ৫ মিনিট খ ৪ মিনিট ● ৩ মিনিট ঘ ২ মিনিট

৪৯. **একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কতজন বিচারক থাকে?** (জ্ঞান)
ক ২ খ ৩ গ ৪ ● ৫

৫০. **বিচারক কিভাবে বিতার্কিকদের নম্বর প্রদান করেন?** (প্রয়োগ)
ক সময়ের ভিত্তিতে খ নিজেদের ভালো লাগার ওপর
গ কথা বলার ওপর ● পূর্ব নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে

পাঠ ৪৮–৫০ : শিক্ষায় শাখা/ধারা নির্বাচনে যেসব বিষয় বিবেচনা করা দরকার ■ পৃষ্ঠা : ৪৫–৪৭

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫১. **ভবিষ্যত জীবন নিয়ে চিন্তা করার প্রথম ধাপটি কী?** (জ্ঞান)
ক কর্ম বিষয়ে জানা খ সিদ্ধান্ত গ্রহণ
● নিজেকে জানা ঘ দক্ষতা ও গুণ

৫২. **সিদ্ধান্ত কেমন হতে হবে?** (অনুধাবন)
ক পরিবর্তনশীল ● অপরিবর্তনশীল
গ সুনিশ্চিত ঘ প্রাসঙ্গিক

৫৩. **নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কয়টি ধাপে চিন্তা করলে সুবিধা হয়?** (জ্ঞান)
ক দুই ● তিন গ চার ঘ পাঁচ

৫৪. **নিজের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তার দ্বিতীয় ধাপ কী?** (জ্ঞান)
ক নিজেকে জানা
খ নিজের আগ্রহ জানা
● কর্ম ও শিক্ষা সম্পর্কে জানা
ঘ কর্ম বা পেশা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৫. **নিজেকে জানার উপায় হলো–** (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নিজের আগ্রহ, অপছন্দ, অর্জন, আকাঙ্ক্ষা জানা
ii. নিজের আগ্রহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা
iii. নিজের কর্ম সম্পর্কে চিন্তা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ ৫১–৫৪ : উচ্চশিক্ষার পথ ■ পৃষ্ঠা : ৪৭ ও ৪৮

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৬. **বিজ্ঞানী হতে হলে কোন বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে?** (জ্ঞান)
ক অর্থনীতি খ আইন ● পদার্থবিজ্ঞান ঘ ব্যাংকিং

৫৭. **চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়লে কোন পেশায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়?** (জ্ঞান)
ক প্রকৌশলী খ আইনজীবী গ স্থপতি ● ডাক্তার

৫৮. **আইন বিষয়ে জ্ঞাত থাকতে হবে কাদের?** (জ্ঞান)
● আইনজীবীর খ ব্যাংকারের গ শিক্ষকের ঘ নার্সের

৫৯. **বিষ্ণু কেমন ছেলে ছিল?** (জ্ঞান)
● চঞ্চল ছেলে খ শান্ত ছেলে গ চিন্তাশীল ছেলে ঘ বোকা ছেলে

৬০. **কার জন্য বিষ্ণুর ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা অপরিসীম?** (জ্ঞান)
ক বাবার জন্য ● মায়ের জন্য গ ভাইয়ের জন্য ঘ বন্ধুর জন্য

৬১. **বিষ্ণুর মা যখন মারাত্মক অসুস্থ, সে তখন কোন ক্লাসে পড়ে?** (জ্ঞান)
ক ৭ম ● ৮ম গ ৯ম ঘ ১০ম

৬২. **বিষ্ণুর কী হওয়ার স্বপ্ন ছিল?** (জ্ঞান)
● ডাক্তার খ ইঞ্জিনিয়ার গ শিক্ষক ঘ স্থপতি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৩. **চিকিৎসাবিজ্ঞান জরুরি–** (অনুধাবন)
i. ডাক্তারের ii. নার্সের iii. স্থপতির
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৪. **বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলে হওয়া যায়–** (অনুধাবন)
i. স্থপতি ii. বিজ্ঞানী iii. ডাক্তার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ ৫৫–৭০ : কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য দরকার ■ পৃষ্ঠা : ৪৯–৫১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৫. **পেশাগত দক্ষতার ভিত্তি কয়টি?** (জ্ঞান)
● ৩ খ ৫ গ ৭ ঘ ৯

৬৬. **কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য নিচের কোন গুণাবলির প্রয়োজন পড়ে?** (জ্ঞান)
● সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা খ ক্লাসের পড়া তৈরি
গ মনোভাব বুঝতে পারা ঘ শারীরিকভাবে সুঠাম থাকা

৬৭. **নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা কিসের গুণাবলি?** (প্রয়োগ)
● কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার খ শিক্ষাক্ষেত্রে সফল হওয়ার
গ পরিবারের সদস্যদের সাথে মানিয়ে নেওয়ার
ঘ বন্ধুদের সাথে চলার

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৮. **কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন–** (অনুধাবন)
i. দায়িত্ববোধ ii. জানার আগ্রহ iii. সময়নিষ্ঠতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৯. **দায়িত্ববোধ, আত্মসম্মান, সামাজিকতা, আত্মব্যবস্থাপনা এবং সততা হলো–** (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মৌলিক দক্ষতা ii. চিন্তার দক্ষতা
iii. ব্যক্তিগত গুণাবলি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● iii ঘ i ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭০ ও ৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রহিমুদ্দিন সাহেব একজন সফল চাকরিজীবী। তিনি সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন অনুযায়ী কল্পনা করতে পারেন।

৭০. **রহিমুদ্দিন সাহেবের মাঝে কোন পেশাগত দক্ষতার প্রভাব রয়েছে?** (প্রয়োগ)
● চিন্তন দক্ষতা খ মৌলিক দক্ষতা
গ সৃজনশীল দক্ষতা ঘ শিল্প দক্ষতা

৭১. **তাকে পেশাগত জীবনে সফল হতে হলে–** (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে
ii. শেখার প্রবণতা থাকতে হবে
iii. ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ● i, ii ও iii

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মিথুন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। তার ইচ্ছা বড় হয়ে সে ব্যাংকার হবে। তার বার্ষিক পরীৰার ফলাফল বের হয়েছে। সে বিজ্ঞান বিষয়ে সবচেয়ে ভালো করেছে। এখন তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে কোন শাখায় ভর্তি হবে।

ক. শিৰা জীবন কী? ১

খ. শিৰার্থীর শাখা নির্বাচনের আগে কোন বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিথুনের ভবিষ্যৎ পেশার কথা চিন্তা করলে তার জন্য উপযুক্ত শাখা কোনটি? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. মিথুন যদি বিজ্ঞান শাখা নির্বাচন করে তাহলে তার কী সুবিধা বা কী অসুবিধা হতে পারে তা বিশেৱষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভবিষ্যতের পেশা নির্ধারণের জন্য বর্তমানের যে সময়টা আমরা শিৰার মাধ্যমে অতিবাহিত করি এই সময়টাই হলো শিৰা জীবন।

খ. শিৰাৰেত্রে শাখা নির্বাচন প্রতিটি শিৰার্থীর জন্যই একটি গুরবত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ভবিষ্যতে কোন পেশায় সে তার জীবন গড়তে চায় তা এই শাখা নির্বাচনের ওপরই নির্ভর করে। আর এজন্য প্রথমেই ঠিক করতে হবে কোন বিষয় নিয়ে পড়বে, উক্ত বিষয়ে কী কী পড়তে হয়। এই বিষয়ে পড়লে সে ভবিষ্যতে কোন পেশায় নিজের ক্যারিয়ার বা কর্মজীবন গড়তে পারবে।

গ. মিথুনের ভবিষ্যৎ পেশার কথা চিন্তা করলে ব্যবসায় শিৰা শাখা তার জন্য উপযুক্ত।
মিথুন এখন ৮ম শ্রেণির ছাত্র এবং ভবিষ্যতে সে ব্যাংকের ম্যানেজার হতে চায়। তাই সঠিক শাখা নির্বাচন তার জন্য খুব গুরবত্বপূর্ণ। বর্তমানে যে কোনো শাখায় পড়লে ভবিষ্যতে ব্যাংকের কর্মকর্তা হওয়া যায়। তবে ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার ৰেত্রে ব্যবসায় শিৰার ছাত্রছাত্রীদের জন্য অপেৰাকৃত সহজ হয়। তাই ব্যবসায় শিৰার শিৰার্থীরা অপেৰাকৃত বেশি ঝুঁকে পড়ে ব্যাংকের চাকরির জন্য। তাই মিথুন যদি ভবিষ্যতে ব্যাংকের ম্যানেজার হতে চায় তাহলে তার জন্য ব্যবসায় শিৰা শাখা বেশি উপযুক্ত হবে।

ঘ. মিথুন যদি বিজ্ঞান শাখায় পড়ে তবে সে নানা ধরনের সুবিধা–অসুবিধা পাবে।
মিথুন বিজ্ঞান বিষয়ে সবচেয়ে ভালো করেছে। অর্থাৎ তার বিজ্ঞান বিষয়ে দৰতা ও আগ্রহ বেশি এবং তার মেধা বিজ্ঞানের উপযোগী। এমতাবস্থায় সে বিজ্ঞান শাখা নির্বাচন করলে তার মেধার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। সে তার মেধাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে সফল হতে পারবে। মেধাকে কাজে লাগানোর সুবিধা পেলে সে কিছু অসুবিধাতেও পড়বে। বিশেষ করে তার স্বপ্ন পূরণ হবে না। তার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন হলো ব্যাংকের ম্যানেজার হওয়া। সে বিজ্ঞান বিষয়ে লেখাপড়া করলে ডাক্তার–ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে কিন্তু ব্যাংকের ম্যানেজার হওয়াটা কঠিন হয়ে যাবে। কেননা ব্যাংকের ম্যানেজার হতে হলে ব্যবসায় শিৰা শাখা নির্বাচন করাটাই উত্তম।
পরিশেষে বলা যায়, বিজ্ঞান শাখা নির্বাচন করলে মিথুন যেমন তার মেধাকে কাজে লাগাতে পারবে তেমনি তার স্বপ্ন পূরণের পথে বাধার সম্মুখীন হবে।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শিলা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। সে ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। কিন্তু শিলা বোঝে না কোন বিভাগে বা শাখায় পড়বে। সে এজন্য সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। শিৰক শিলাকে ভবিষ্যৎ পেশা নির্ধারণে পড়ালেখার বিভাগ বা শাখা নির্বাচনের প্রভাব সম্পর্কে বললেন। সর্বশেষে তিনি বললেন, "সফল পেশাজীবী হওয়ার পূর্বশর্ত হলো শিৰাৰেত্রে সঠিক শাখা নির্বাচন।"

ক. শিৰাৰেত্রে কয়টি শাখা আছে? ১

খ. শিৰাৰেত্রে শাখা নির্বাচন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শাখা নির্বাচনের জন্য শিলাকে কী কী বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে? ৩

ঘ. শিৰকের উক্তিটি বিশেৱষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. শিৰাৰেত্রে ৪টি শাখা নির্বাচন আছে।

খ. শিৰা ৰেত্রে শাখা নির্বাচনের মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিৰা, মানবিক শাখা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিৰা, সুতরাং শিৰার ধারা ২টি। যথা : সাধারণ শিৰা যার মধ্যে বিজ্ঞান শাখা, মানবিক শাখা ও ব্যবসায় শিৰা শাখা এবং অন্যটি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিৰা অন্তর্ভুক্ত।

গ. উদ্দীপকে শিৰার্থী কোন বিভাগ বা শাখায় পড়বে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে চিন্তা করা উচিৎ ভবিষ্যৎ জীবনে আমাদের পেশা। কেউ যদি প্রকৌশলী হতে চায় আর মানবিক শাখায় পড়াশোনা করে তাহলে প্রকৌশলী হওয়া সম্ভব নয়। তাই শাখা বা বিভাগ নির্বাচনের ৰেত্রে বেশ কিছু বিষয় চিন্তা করতে হবে, সেগুলো হলো :

* কোন পেশার মানুষকে আমাদের বেশি পছন্দ।
* পছন্দের পেশার মানুষগুলো থেকে কোনটির প্রতি আমাদের আগ্রহ বেশি।
* আমাদের ভালো লাগা পেশাটি নিয়েই ভবিষ্যতে আমরা পেশা গড়তে চাই কিনা।
* এ পেশাটি দিয়েই আমার সফলতা অর্জন সম্ভব কিনা। এ ধরনের বিষয়গুলো বিবেচনা করেই ছাত্রছাত্রীদের বিভাগ বা শাখা নির্বাচন করা উচিত।

ঘ. উদ্দীপকে উলেৱখিত শিৰকের উক্তিটি হলো, "সফল পেশাজীবী হওয়ার পূর্বশর্ত হলো শিৰাৰেত্রে সঠিক শাখা নির্বাচন।" শাখা নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে পেশা নির্ধারণ। কেউ যদি ব্যবসায়ী শিৰা শাখায় পড়ে ডাক্তার হতে চায় তা হবে অসম্ভব। এজন্য শিৰা পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মৰেত্রে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। যে ডাক্তার হতে চায় তাকে অবশ্যই বিজ্ঞান বিভাগ শিৰাৰেত্রে নির্বাচন করতে হবে। কারণ বিজ্ঞান না জেনে ডাক্তারি পেশা গ্রহণ করা অসম্ভব। অপরদিকে মানবিক শাখায় পড়ে ব্যাংকার হিসেবে কঠিন হিসাব রৰা করা অত্যন্ত দূরবহ কাজ। কিন্তু একাজটিই অত্যন্ত সহজ হয়ে যায় ব্যবসায় শিৰা বিভাগে পড়া একজন ছাত্রের কাছে। কারণ তাকে এ বিষয়ে ক্লাসরবমেই শিৰা দেওয়া হয়েছে।
যার যে পেশা পছন্দ ঐ পেশা সম্পর্কিত শিৰা দেওয়া হয়। যে বিভাগে সে বিভাগটি যদি শিৰাৰেত্রে নির্বাচন করে তবে তার সফল পেশাজীবী হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সুতরাং বলা যায়, শিৰকের উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন –৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অন্যায় ভৎসনা সহ্য করতে না পেরে মামুন চাকরি ছেড়ে

দেয়। কিছুদিন পর সে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে অন্য একটি কোম্পানিতে চাকরি গ্রহণ করে। তার মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব ফুটে ওঠে।

ক. সাধারণ শিৰাকে কয়টি শাখায় ভাগ করা হয়? ১
খ. চিন্তন দৰতাগুলো উলেৱখ কর। ২
গ. উদ্দীপকে মামুনের মধ্যে যে গুণগুলো বিদ্যমান তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মামুনের কার্যাবলি পরবর্তী জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে– উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সাধারণ শিৰাকে ৩টি শাখায় ভাগ করা যায়।

খ. চিন্তন দৰতাগুলো হলো : সৃজনশীল চিন্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা সমাধান, প্রয়োজন অনুযায়ী কল্পনা করা, শেখার প্রক্রিয়াটি আয়ত্ত করা এবং যুক্তি প্রদান।

গ. উদ্দীপকে দেখা যায়, মামুনের আত্মসম্মানবোধ প্রবল। সে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার ভৎসনার প্রতিবাদে চাকরি ছেড়ে দেয়। এ থেকে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারা, সমস্যা সমাধানের ৰমতা, দরকার হলে প্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেওয়ার ৰমতার নমুনা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে সে মানসিকভাবে নিজেকে পরবর্তী চাকরির জন্য প্রস্তুত করে এবং নতুন আরেকটি চাকরি গ্রহণ করে। এ থেকে তার পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ৰমতা, অভিজ্ঞতা থেকে শেখার ৰমতা, আত্ম-ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি দৰতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সর্বোপরি চাকরি ছেড়ে দেওয়া, হতাশ না হয়ে বরং প্রস্তুতি গ্রহণ এবং পরবর্তীতে আরেকটি চাকরি গ্রহণের মধ্য দিয়ে তার ইতিবাচক মনোভাব ফুটে।

ঘ. মামুনের কার্যাবলি ব্যক্তি জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। পূর্বে মামুন একটি কোম্পানিতে চাকরি করত। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অন্যায় ভৎসনার প্রতিবাদে সে চাকরি ছেড়ে দেয়। কিছু দিন পর সে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেয় আবার চাকরি করার জন্য। পরে একটি কোম্পানিতে চাকরি পায়। তার মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব ফুটে ওঠে। পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে সহজেই খাপ খাইয়ে নেয়। চাকরির ছাড়ার পর সে সময় নষ্ট না করে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। এ প্রস্তুতির কারণে পরবর্তীতে তার চাকরি পাওয়া যেমন সহজ হয় তেমনি তার আত্মব্যবস্থাপনার দৰতাও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া যথাযথ প্রস্তুতির কারণে সহজেই চাকরি পায়। ফলে তার আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পায়।

তার এই অভিজ্ঞতা ও অর্জিত আত্মবিশ্বাস জীবনের যেকোনো সংকটকালীন মুহূর্তে তাকে প্রেরণা দেবে। তাই এ কথা নি:সন্দেহে বলা যায়, মামুনের কার্যাবলি পরবর্তী জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

প্রশ্ন –৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

লিজার বান্ধবী তিশা অষ্টম শ্রেণি পড়া শেষ করে সাধারণ শিৰায় পড়তে চাচ্ছে না। কারণ তার হাতে কলমে কাজ করতে খুব ভালো লাগে। ভবিষ্যতে সে এমন কাজ করে টাকা রোজগার করতে চায়, যেখানে হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ আছে।

ক. শিৰাৰেত্রে সাফল্য লাভের উপায় কী? ১
খ. পেশাগত সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক দৰতা ও ব্যক্তিগত গুণাবলি উলেৱখ কর। ২
গ. তিশা কোন শিৰার ওপর গুরবত্ব দিয়েছে? এর কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তিশার পেশাগত জীবনে সাফল্য লাভে এই শিৰা উপযোগী কিনা– বিশেৱষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. শিৰাৰেত্রে সাফল্য লাভের উপায় হলো বিভিন্ন গুণ অর্জন করা।

খ. পেশাগত সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক দৰতা ও ব্যক্তিগত গুণাবলি নিম্নরূ প :

মৌলিক দক্ষতা : পড়া, লেখা, হিসাব-নিকাশ করা, শোনা ও বলা।

ব্যক্তিগত গুণাবলি : দায়িত্ববোধ, আত্মসম্মান, সামাজিকতা, আত্ম-ব্যবস্থাপনা এবং সততা।

গ. তিশা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিৰার ওপর গুরবত্ব দিয়েছে।

বাংলাদেশের শিৰা ব্যবস্থায় একমাত্র কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিৰায় হাতে কলমে ব্যবহারিক শিৰা দেওয়া হয়। এ শিৰায় তাত্ত্বিক শিৰার চেয়ে কর্মজীবনের প্রয়োজনীয় শিৰার ওপর গুরবত্ব দেওয়া হয়। এ শাখায় লেখাপড়া করলে সহজেই কর্মজীবনে ভালো করা যায়। উদ্দীপকে তিশা এ শিৰার ওপরই গুরবত্ব দিয়েছে।

তিশা অষ্টম শ্রেণি পাস করে সাধারণ শিৰায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। তার সাধারণ শিৰার চেয়ে হাতে কলমে অর্থাৎ ব্যবহারিক শিৰা পছন্দ হয়। সে বড় হয়ে এ ধরনের পেশায় জড়িত হতে চায়। পেশা সংশিৱষ্ট বিষয়ে পড়াশোনা করলে পরবর্তীতে পেশায় সাফল্য অর্জন করা সহজ হয়। বাংলাদেশে একমাত্র এ শিৰা ব্যবস্থাতেই হাতে কলমে কাজ শেখার সুযোগ রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের তিশা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিৰার ওপর গুরবত্বারোপ করেছে। পছন্দের বিষয়কে প্রাধান্য দিতে এবং পরবর্তীতে পেশার সফল হওয়ার জন্যই।

ঘ. তিশার পেশাগত জীবনে সাফল্য লাভে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিৰা উপযোগী বলে আমি মনে করি।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিৰা হলো ব্যবহারিকনির্ভর শিৰা। এ শিৰায় শিৰার্থীকে হাতেকলমে শিৰা দেওয়া হয়। শিৰা প্রতিষ্ঠানেই সে তার কর্মজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শিৰা ও দৰতা অর্জন করতে পারে। দৰতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সে কর্মজীবনে গিয়ে সহজেই যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে সফল হতে পারে। উদ্দীপকের তিশার ৰেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

তিশা অষ্টম শ্রেণি পাস করেছে মাত্র। এমতাবস্থায় সে যদি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিৰা শাখায় ভর্তি হয় তবে সে হাতেকলমে শিৰা অর্জন করতে পারবে। সে ব্যবহারিক অনেক বিষয় জানতে ও শিখতে পারবে। এসব বিষয় তাকে দৰ ও যোগ্য করে গড়ে তুলবে। এ দৰতা ও যোগ্যতা সে কর্মৰেত্রে প্রয়োগ ঘটাতে পারবে। ফলে সহজেই সে কর্মৰেত্রে সর্বোপরি জীবনে সাফল্য আনতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায়, তিশা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিৰা লাভ করে সহজেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। তাই এ শিৰা পেশাগত জীবনে সাফল্য লাভে উপযোগী।

প্রশ্ন –৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুলাইমুর রহমান বড় হয়ে প্রকৌশলী হতে চায়। আর এজন্য সে ছোট থেকে বিজ্ঞান ও অংকে গুরবত্ব দিয়েছে। কিন্তু তার বাবা চান সুলাইমুরকে আইনজীবী বানাতে। নবম শ্রেণিতে ওঠার পর তার বাবা তাকে মানবিক বিভাগে ভর্তি করিয়ে দেন। পরবর্তীতে তার লেখাপড়া নষ্ট হয়ে যায়।

ক. পেশাগত দৰতার ভিত্তি কয়টি? ১
খ. কর্মজীবনে চিন্তন দৰতা জরবরি কেন? ২
গ. সুলাইমুর রহমানের জন্য উপযুক্ত শাখা কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুলাইমুর রহমানের শাখা নির্বাচনের পদ্ধতি কি সঠিক ছিল? মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পেশাগত দৰতার ভিত্তি তিনটি।

খ. নিজের সৃজনশীলতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করে সফল হওয়ার জন্য কর্মজীবনে চিন্তন দৰতা জরবরি।

চিন্তন দৰতা হলো সৃজনশীল চিন্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা সমাধান, প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, শিৰণ প্রক্রিয়া আয়ত্ত ও যুক্তি প্রদান করা। এগুলো

থাকলে কর্মজীবনে সহজেই সফলতা অর্জন করা যায়। আর তাই কর্মজীবনে চিন্তন দৰতা জরবরি।

গ. সুলাইমুর রহমানের জন্য উপযুক্ত শাখা হলো বিজ্ঞান শাখা।
বাংলাদেশের শিৰা ব্যবস্থায় জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীৰার পর নবম শ্রেণিতে শাখা নির্বাচন করতে হয়। ডাক্তার, প্রকৌশলী, নার্স ইত্যাদি হওয়ার জন্য বিজ্ঞান শাখায় পড়তে হয়। উদ্দীপকের সুলাইমুর রহমানের জন্য এ শাখাটিই উপযুক্ত।
সুলাইমুর রহমান বিজ্ঞান ও অংক বিষয়ে পড়তে আনন্দ পায়। সে বড় হয়ে প্রকৌশলী হতে চায়। তাই সে এ বিষয়ে গুরবত্ব দিয়েছে। তার স্বপ্ন পূরণের জন্য বিজ্ঞান বিভাগে লেখাপড়া করতে হবে। কিন্তু তার বাবার চাপে সে মানবিক বিভাগে পড়তে গিয়ে লেখাপড়া নষ্ট করে। সার্বিক বিচারে বলা যায়, সুলাইমুর রহমানের মেধাকে কাজে লাগিয়ে তার স্বপ্ন পূরণের জন্য বিজ্ঞান শাখা সর্বোত্তম।

ঘ. না, সুলাইমুর রহমানের শাখা নির্বাচনের পদ্ধতিটি সঠিক ছিল না।
শাখা নির্বাচনে একজন শিৰার্থীর ইচ্ছা বা আগ্রহই অধিক গুরবত্ব বহন করে। কেননা, কেবলমাত্র শিৰার্থীই জানে কোন বিষয় পড়তে তার ভালো লাগে। সে অনুযায়ী তার স্বপ্ন দেখা শুরব হয়। পরে তার পছন্দের শাখা নির্বাচন করলে তার লেখাপড়া যেমন ভালো হয়, তেমনি তার স্বপ্নও পূরণ হয়। তার পছন্দের শাখা ছাড়া অন্য শাখায় পড়তে বাধ্য করলে তার লেখাপড়া নষ্ট হয়। উদ্দীপকের সুলাইমুর রহমান যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
সুলাইমুরের স্বপ্ন ছিল প্রকৌশলী হওয়ার। তার এ স্বপ্ন পূরণের জন্য তার যোগ্যতাও ছিল। কিন্তু তার বাবা তার ইচ্ছা, স্বপ্ন, মেধার কথা চিন্তা না করে মানবিক বিভাগে ভর্তি করিয়ে দেয়। যা তার লেখাপড়ার গতি কমিয়ে দেয়। ফলে তার লেখাপড়া নষ্ট হয়। কিন্তু তার পছন্দ অনুযায়ী বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার সুযোগ দিলে সে নিঃসন্দেহে ভালো করত।
পরিশেষে বলা যায়, সুলাইমুর রহমানের মেধা ও ইচ্ছার কথা চিন্তা না করে শাখা নির্বাচনের পদ্ধতিটি ভুল ছিল।

প্রশ্ন –৬ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আশিক সাহেব দর্শন নিয়ে অনার্স ও মাস্টার্স পাস করেছেন। চাকরি না পেয়ে ঘুষ দিয়ে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে যোগ দেন। কিন্তু চাকরি ৰেত্রে গিয়ে তিনি নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তিনি চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরি নেওয়ার কথাও ভাবছেন, কিন্তু তাও করতে পারছেন না।

ক. ডাক্তার হওয়ার জন্য কোন শাখায় পড়তে হয়? ১
খ. শিৰার্থীদের ৰেত্রে শাখা নির্বাচন গুরবত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. আশিক সাহেবের চাকরিৰেত্রে ভালো করতে না পারার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আশিক সাহেবের মতো ব্যক্তিদের পেশাজীবনে সফল হওয়ার জন্য কী ধরনের গুণাবলি দরকার বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ডাক্তার হওয়ার জন্য বিজ্ঞান শাখায় পড়তে হয়।

খ. মেধা বিকাশ ও স্বপ্ন পূরণের জন্য শিৰার্থীদের ৰেত্রে শাখা নির্বাচন গুরবত্বপূর্ণ।
শাখার সাথে পেশার সম্পর্ক রয়েছে। যে যেই পেশা গ্রহণ করতে চায় তার ওপর ভিত্তি করে শাখা নির্বাচন করতে হয়। যেমন কেউ যদি ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখে তবে তাকে বিজ্ঞান শাখায় পড়তে হবে। তাছাড়া সবার মেধা সমান না। তাই মেধাকে কাজে লাগানো ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য শাখা নির্বাচন গুরবত্বপূর্ণ।

গ. শিৰাৰেত্রে শাখা নির্বাচনের সাথে কর্মৰেত্রের বিষয় সামঞ্জস্য না থাকায় আশিক সাহেব চাকরিতে ভালো করতে পারছেন না।
মানুষ জীবনযাপনের জন্য, নিজের আত্মমর্যাদার জন্য, তার মেধা দৰতা কাজে লাগানোর জন্য, নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য বিভিন্ন পেশা বেছে নেয়। তাদের এই কাজগুলো করার জন্য দরকার হয় সেই বিষয়ের জ্ঞান, দৰতা ও অভিজ্ঞতা। না হলে ব্যক্তি কর্মৰেত্রে সফল হতে পারে না। তাই লৰ্য ঠিক করে সঠিক শাখা নির্বাচন করতে না পারলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আশিক সাহেবের ৰেত্রে তাই ঘটেছে।
আশিক সাহেব দর্শন বিষয়ে লেখাপড়া করেছেন। এ বিষয়ে তার জ্ঞান ও দৰতা অর্জিত হয়েছে। কিন্তু চাকরি না পেয়ে তিনি অসৎ উপায়ে ব্যাংকে যোগদান করেন। কিন্তু ব্যাংকের জন্য যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দৰতা দরকার তা তার নেই বললেই চলে। ফলে তাকে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ থেকে বলা যায়, শাখা নির্বাচনসংশিরষ্ট চাকরি না করায় আশিক সাহেব কর্মৰেত্রে ভালো করতে পারছেন না।

ঘ. উদ্দীপকের আশিক সাহেবের মতো ব্যক্তিদের পেশাজীবনে সফল হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো করা জরবরি বলে আমি মনে করি :
i. নিজের লেখাপড়া সংশিরষ্ট পেশা বাছাই করা।
ii. জটিল চিন্তন দৰতা অর্জন করা।
iii. অন্যের সাথে সঠিকভাবে যোগাযোগ করতে পারার দৰতা অর্জন করা।
iv. আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা।
v. সৃজনশীল হওয়া।
vi. নেতৃত্বের ৰমতা অর্জন করা।
vii. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৰমতা অর্জন করা।
viii. ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা।
ix. ঝুঁকি নেওয়ার জন্য সৰম হওয়া।
x. দায়িত্ববান হওয়া।
উক্ত দৰতাগুলো অর্জন করতে পারলেই আশিক সাহেবের মতো ব্যক্তিরা সহজেই পেশাজীবনে সফলতা পাবেন।

প্রশ্ন –৭ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শিৰা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান মোফাজ্জল হক ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছেন। অনুষ্ঠানে তার বক্তৃতায় তিনি বললেন, 'শিৰা মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু কীভাবে শিৰাৰেত্রে সাফল্য লাভ করা যায়, এ বিষয়ে তোমরা কখনো ভেবেছ কি? তোমরা প্রত্যেকে নিজস্ব চিন্তা–চেতনার আলোকে উপস্থাপন করবে। আর এগুলো নিয়ে শ্রেণির অন্যদের সাথে আলোচনা করবে। একপর্যায়ে শিৰকের সাহায্য নিয়ে পাঁচটি গুরবত্বপূর্ণ উপস্থাপনা নির্বাচন করবে। আর এগুলো স্কুলের দেয়ালে বা বোর্ডে সবার জন্য টাঙিয়ে দেবে। এতে করে অনেকেই উপকৃত হবে।' শিৰা দুবৃর্ত্তের বিরবদ্ধে হাতিয়ার, আর অসহায়ের একমাত্র সহায়।

ক. শিৰার মাধ্যমিক স্তর কোনটি? ১
খ. 'পড়ালেখা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা পরস্পর নির্ভরশীল।' ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শিৰাৰেত্রে সাফল্য লাভের উপায়গুলো নিজের অভিমতের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'শিৰা মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য'–মন্তব্যটি বিশেরষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ৯ম থেকে ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত স্তরকে মাধ্যমিক স্তর বলে।

খ. পড়ালেখা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা পরস্পর নির্ভরশীল। পড়ালেখার মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারে, অভিজ্ঞতা ও দৰতা অর্জন করে। নিজের মেধার সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করে।
ভবিষ্যৎ জীবনের কাঙ্ক্ষিত জীবনযাত্রার মান, স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছলতা, মর্যাদা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রয়োজন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনা গড়ে ওঠে পড়ালেখার মাধ্যমে অর্জিত নিজের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে।

এ কারণে বলা যায়, পড়ালেখা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা পরস্পর নির্ভরশীল।

গ. শিৰাৰেত্রে সফল হতে হলে কয়েকটি বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হয়। শিৰাৰেত্রে সফল হতে হলে আমাদের নির্দিষ্ট লৰ্য থাকতে হবে এবং এ লৰ্য বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিনিয়ত সচেতনভাবে সময়কে কাজে লাগাতে হবে। শিৰাৰেত্রে সাফল্য লাভ করতে হলে প্রথমে সংযমী ও অধ্যবসায়ী হতে হবে, না বুঝে কখনো পড়ার বিষয় মুখস্থ করা যাবে না। যে কোনো বিষয় মনোযোগের সাথে বুঝে পড়তে হবে, নিজের মেধা, যোগ্যতা, ইচ্ছা অনুযায়ী পড়ালেখার শাখা নির্বাচন করতে হবে, সর্বদা সৎ ও সাহসী থাকতে হবে, পরীৰায় কখনো অসৎ উপায় অবলম্বন করা যাবে না। এ বিষয়গুলো মনে রেখে নিয়মিত পড়ালেখা করলে আমরা শিৰাজীবনে সফল হতে পারব। তাছাড়া পড়ালেখার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা যদি বন্ধুদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করি, তাহলে পড়ার বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে যায়। এভাবেই শিৰা জীবনে সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

ঘ. শিৰাকে জাতির মেরবদন্ড বলা হয়। শিৰাহীন জাতি মেরবদণ্ডহীন প্রাণীর সমান। মেরবদন্ড না থাকলে যেমন মানুষ বাঁচতে পাবে না তেমনি মানুষের ভিতর শিৰা না থাকলে তাকে প্রকৃত মানুষ বলা যায় না। নেপোলিয়ান বলেছিলেন, 'আমাকে একটা শিৰিত মা দাও, আমি তোমাকে একটা শিৰিত জাতি দিব।' অর্থাৎ একজন শিৰিত ব্যক্তি অপরকে শিৰাদানের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। তাই আমাদের জীবনে এবং সমাজে শিৰার গুরবত্ব অপরিহার্য। শিৰার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে, সমাজকে, দেশকে, বিশ্বকে এগিয়ে নিতে পারে উন্নতির পথে, সফলতার পথে। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শিৰাই আমাদের একমাত্র বাহন। শিৰা দুবৃর্ত্তের বিরবদ্ধে হাতিয়ার আর অসহায়ের একমাত্র সহায়। মানুষ হিসেবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিৰায় একমাত্র চাবিকাঠি। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে, শিৰা মানবজীবনে অপরিহার্য কথাটি যথার্থ।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন-৮ ▸ সোমা ও রবমা দুই বোন। সোমা কলেজে বাণিজ্য শাখায় পড়াশুনা করে। রবমা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীৰায় অংশ গ্রহণ করেছে। সোমার ইচ্ছা প্রকৌশলী হওয়া। রবমার ইচ্ছা শিৰক হওয়া। কিন্তু তাদের মায়ের ইচ্ছা বড় মেয়ে ডাক্তার ও ছোট মেয়ে ব্যাংকার হবে। মা রবমাকে ব্যবসায় শিৰা শাখাতে পড়ার পরামর্শ দেন।

ক. শিৰার প্রাথমিক স্তর কোনটি? ১

খ. শিৰা জীবনে সফলতা আসে কীভাবে? ২

গ. "শাখা নির্বাচনের ৰেত্রে সোমার সিদ্ধান্ত সঠিক"—ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রবমার কোন ইচ্ছাটিকে বাস্তবায়ন করা যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে কর– নিজের নাকি মায়ের? মতামত দাও। ৪

প্রশ্ন-৯ ▸ জহির স্যার ক্লাসে আসলে অর্নি স্যারকে বললি, স্যার 'শিৰা জীবনে শাখা নির্বাচনের গুরবত্ব কীরূ প'? স্যার বললেন, কোনো কারণে শাখা নির্বাচন ভুল করলে সারা জীবনে আর শোধরাতে পারবে না। তাই শাখা নির্বাচনের সময় কয়েকটি বিষয় লৰ্য রাখবে তোমার আগ্রহ, পছন্দ, অপছন্দ, কর্ম বা পেশা ও শিৰা সংক্রান্ত বিষয় জানা, কর্ম বা পেশা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি।

ক. শিৰার ধারা কয়টি? ১

খ. পেশাগত দৰতার ভিত্তিগুলোর ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. স্যারের মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর স্যারের উক্তিটি সঠিক? উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

প্রশ্ন-১০ ▸ সুইটি ছাত্রাবস্থায় ভালো ছাত্রী হিসেবে শিৰক ও বান্ধবীদের নিকট খুবই প্রিয় ছিল। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়ে আজ সে একটি বেসরকাপরি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। কিন্তু চাকরি জীবনে আশানুরূ প পদোন্নতি পাচ্ছে না। ব্যাপারটা তাকে খুবই ভাবাত, সুইটি এক সময় বুঝতে পারে ছাত্রাবাস্থায় মুখস্থ বিদ্যার কারণে ভালো ফলাফল লাভ করত এবং সবাই প্রশংসা করত। কিন্তু মুখস্ত বিদ্যার চেয়েও বুঝে পড়ার গুরবত্ব পেশা জীবনে অনেক বেশি প্রয়োজনীয়।

ক. শিৰা জীবনে কোন শ্রেনির পর একজন শিৰার্থী শাখা নির্বাচনের সুযোগ পায়? ১

খ. কেন লেখাপড়া ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা পরস্পর নির্ভরশীল। ২

গ. উদ্দীপকে সুইটির পেশাগত জীবনে কোনটির প্রভাব সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুইটির ছাত্রাবস্থায় খ্যাতি পাওয়া পেশাগত জীবনে ভালো ফল বয়ে এনেছে– পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

প্রশ্ন-১১ ▸ রাফাত অত্যন্ত চঞ্চল ছেলে। দুষ্টমিতে সারা বাড়ি ব্যস্ত রাখত। কিন্তু সে অত্যন্ত মা ভক্ত, মার প্রতি তার ভালবাসা আর শ্রদ্ধার কোন শেষ ছিল না। সে বড় হতে থাকে কিন্তু পড়ালেখায় তার কোন মনোযোগ ছিল না। হঠাৎ তার মায়ের বৰ্যাডক্যান্সার রোগ ধরা পড়ল। অনেক চেষ্টার পরও তার মাকে বাঁচানো গেল না। সেই থেকে রাফাতের কী যে হলো। দুষ্টুমি বন্ধ, পড়ালেখায় খুব মন দিল। সে বললো, আমি ডাক্তার হব। অনেক মানুষের মাকে সুস্থ করে তুলবো।

ক. পেশা কী? ১

খ. পেশাগত দৰতার ভিত্তিগুলো ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাফাতের ৰেত্রে পেশা নির্বাচনের কোন বিষয়টি ভূমিকা রেখেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ লাইনটি কেন করার ইচ্ছা প্রকাশ করল, বিশেৱষণ কর। ৪

অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর

● ■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ■ ●

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ সাধারণ শিক্ষাকে কী কী শাখায় ভাগ করা হয়?

উত্তর : সাধারণ শিৰাকে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিৰা শাখায় ভাগ করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কোন শ্রেণিতে উঠে একজন শিক্ষার্থী শাখা নির্বাচনের সুযোগ পায়?

উত্তর : নবম শ্রেণিতে উঠে একজন শিৰার্থী শাখা নির্বাচনের সুযোগ পায়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কয়টি দল থাকে?

উত্তর : বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দুইটি দল থাকে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ শিক্ষার ধারা কয়টি?

উত্তর : শিৰার ধারা দুইটি।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ জটিল চিন্তন দক্ষতা কী?

উত্তর : কোনো বিষয় সম্পর্কে তুলনা করা, মূল্যায়ন করা, বিশেৱষণ করা ইত্যাদি দৰতাকে জটিল চিন্তন দৰতা বলে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ পেশাগত দক্ষতার ভিত্তি মূলত কয়টি?

উত্তর : পেশাগত দৰতার ভিত্তি মূলত তিনটি।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলির মধ্যে ৪টি গুণাবলি উল্লেখ কর।

উত্তর : কর্মৰেত্রে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলির মধ্যে ৪টি গুণাবলি নিম্নে উলেৱখ করা হলো :

ক. নিজের শেখা জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে পারা;
খ. অন্যের সাথে একত্রে কাজ করার ৰমতা;
গ. নতুন কিছু সৃষ্টি করার দৰতা;
ঘ. নেতৃত্ব দেওয়ার ৰমতা।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ পেশাগত দক্ষতার ভিত্তিসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : পেশাগত দৰতার ভিত্তিসমূহ মূলত ৩টি। নিম্নে সেগুলো ব্যাখ্যা করা হলো :

মৌলিক দক্ষতা : পড়া, লেখা, হিসাব–নিকাশ, শোনা ও বলা।

চিন্তন দক্ষতা : সৃজনশীল চিন্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা সমাধান, প্রয়োজন অনুযায়ী কল্পনা করা, শেখার প্রক্রিয়াটি আয়ত্ত করা এবং যুক্তি প্রদান।

ব্যক্তিগত গুণাবলি : দায়িত্ববোধ, আত্মসম্মান, সামাজিকতা, আত্ম–ব্যবস্থাপনা এবং সততা।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ মুখস্ত পড়া পেশাগত জীবনে কী প্রভাব রাখে? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : শিৰাজীবনে মুখস্ত করা পড়া পেশাগত জীবনে কাজে আসে না। না বুঝে পড়ার কারণে শিৰাজীবনে অধীত বিষয় পেশাগত জীবনে প্রয়োগ করা যায় না। কাজে পুন:পুন: ভুলের কারণে কর্মৰেত্রে অশ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হতে হয়। এ কারণে বলা যায়, মুখস্ত পড়া পেশাগত জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ব্যবহারিক

প্রথম অধ্যায়

সমস্যা–১ : একজন জেলের মাছ ধরার পদ্ধতি লিখ।

উপকরণ : জাল, ঝুড়ি।

সমাধান : উপরিউক্ত ছবিতে দেখা যাচ্ছে একজন জেলে মাছ ধরছে। মাছ ধরার উপায় বর্ণনা করা হলো :

ধাপ–১ : একটি পুকুর বা খাল নির্বাচন করে।
ধাপ–২ : হাতে জালটি সুন্দর করে গুছিয়ে ধরে।
ধাপ–৩ : জাল পুকুর বা খালে গুছিয়ে নিক্ষেপ করে।
ধাপ–৪ : পুকুর বা খাল থেকে জাল ধীরে ধীরে টানে।
ধাপ– ৫: মাছ ধরে ঝুড়িতে রাখে।

সমস্যা–২ : নৌকা চালানোর পদ্ধতি লিখ।

উপকরণ : নৌকা, বৈঠা।

সমাধান : উপরিউক্ত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একজন মাঝির নৌকা চালানোর দৃশ্য। নৌকা চালানোর পদ্ধতি দেওয়া হলো :

ধাপ–১ : নৌকার যে কোনো এক প্রান্তে বসতে হবে।
ধাপ–২ : বৈঠা দ্বারা প্রথমে একটু ধাক্কা দিয়ে নৌকা চালানো শুরু করতে হবে।
ধাপ–৩ : এবার বৈঠাটি একবার ডানে একবার বামে ঘোরাতে হবে।

সমস্যা–৩ : তোমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সহায়তায় মিশরের পিরামিডের অনুকরণে ছোট আকারে পিরামিড তৈরি কর।

সমাধান : ছোট আকারে মিশরের পিরামিডের মতো অনুরূপ পিরামিড তৈরির কৌশল নিচে দেওয়া হলো :

ধাপ–১ : প্রথমে ছাত্রছাত্রীরা ২টি দলে ভাগ হবে। ১ম দল জায়গা বাছাই করবে। ২য় দল তার উপযুক্ততা পরীক্ষা করবে।
ধাপ–২ : ১ম দল পিরামিড বানানোর উপকরণ যথা– পাথরের টুকরা, বালু, সিমেন্ট উপকরণ সংগ্রহ করবে।
ধাপ–৩ : ২য় দল পিরামিড বানানোর প্রযুক্তি নিয়ম অনুযায়ী কাজ শুরু করবে।
ধাপ–৪: ১ম দল পাথরের টুকরাগুলোকে চারকোনা বিশিষ্ট করে একসাথে স্তূপ করবে।
ধাপ–৫ : ২য় দল পাথরগুলোকে সমানভাবে একটার ওপর আরেকটা স্থাপন করবে যাতে উপরের দিকে ত্রিভুজ হয়ে ওঠে।
ধাপ–৬ : এগুলোকে বসানোর জন্য যে বালু, সিমেন্টের প্রয়োজন যা প্রস্তুত করে ১ম দল ২য় দলকে সরবরাহ করবে।
উপরিউক্ত কাজগুলো একজন শিক্ষক তদারকি করবেন।

সমস্যা–৪ : নিজের কাপড় নিজে কীভাবে পরিষ্কার করবে তা বর্ণনা কর।

উপকরণ : ময়লাযুক্ত কাপড়, বালতি, পানি ও ডিটারজেন্ট।

পদ্ধতি : ধৌতকরণ

সমাধান : কাপড় পরিষকার করার জন্য যা যা করতে হবে নিচে তা দেওয়া হলো :

ধাপ–১ : প্রথমে ময়লাযুক্ত কাপড়গুলো বাছাই করে নিতে হবে।
ধাপ–২ : তারপর কাপড় ধোয়ার জন্য পানি ও বালতি জোগাড় করতে হবে।
ধাপ–৩ : কাপড়গুলো ডিটারজেন্টের পাউডারে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
ধাপ–৪ : কিছুক্ষণ পর কাপড়গুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।
ধাপ–৫ : তারপর সেগুলো রোদে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

সমস্যা–৫ : তোমার বিদ্যালয়ের মাঠ কীভাবে পরিষ্কার করবে তা লেখ।

উপকরণ : কোদাল, ঝুড়ি, ঝাড়ু ও কাঁচি।

সমাধান :

ধাপ–১ : প্রথমে ছাত্রছাত্রীরা ২টি দলে ভাগ হবে।
ধাপ–২ : ১ম দল মাটি কেটে ঝুড়িতে করে নিয়ে বিদ্যালয়ের মাঠের ছোট গর্তগুলো ভরাট করবে।
ধাপ–৩ : ২য় দল মাঠের আবর্জনা ঝাড়ু দিয়ে পরিষকার করবে।
ধাপ–৪ : ১ম দল আগাছা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলবে।

ধাপ–৫ : ২য় দল ময়লা–আবর্জনা মাঠের এক প্রান্তে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে।
উপরিউক্ত কাজগুলো একজন শিৰক তদারকি করবেন।

সমস্যা–৬ : পরীক্ষায় ভালো করার উপায় লেখ।

উপকরণ : কলম, পেন্সিল, স্কেল, হার্ডবোর্ড ও অন্যান্য।

সমাধান : উপরিউক্ত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দেওয়ার দৃশ্য। পরীক্ষা ভালো করার উপায়–

ধাপ–১ : পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার আগে পরীক্ষা দেওয়ার কক্ষে প্রবেশ করতে হবে।

ধাপ–২ : খাতার উপরে সঠিকভাবে নাম, রোল, শ্রেণি, বিষয় লিখতে হবে।

ধাপ–৩ : প্রশ্ন পাওয়ার পর তা ভালোভাবে পড়তে হবে।

ধাপ–৪ : যে প্রশ্নটি তুলনামূলক ভালো পারবে সেটি আগে লিখবে।

ধাপ–৫ : সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে হবে।

ধাপ–৬ : লেখা শেষে উত্তরগুলো পুনরায় পড়তে হবে। কোথাও ভুল হলে ঠিক করবে।

উপরিউক্ত পন্থাগুলো অবলম্বন করলে সহজেই পরীক্ষায় ভালো করা সম্ভব।

সমস্যা–৭ : একটি কৃষকের ছবি আঁক।

উপকরণ : পেনসিল, রাবার, রং ও তুলি।

সমাধান : উপরে দেখা যাচ্ছে একজন কৃষকের ছবি।

ধাপ–১ : প্রথমে পেনসিল দিয়ে একটি মধ্যবয়সী পুরুষের ছবি আঁক।

ধাপ–২ : ছবিটির মাথার ওপরে একটি মাথাল ও হাতে কিছু ধানের গোছা আঁক।

ধাপ–৩ : এবার ছবিটি রংতুলি দিয়ে রং কর।

ধাপ–৪ : ধানের গোছায়ও প্রয়োজনীয় রং দাও।

এভাবে আঁকলে দেখবে একজন কৃষকের ছবি পাবে।

সমস্যা–৮ : একজন আত্মমর্যাদাবান মানুষ হওয়ার উপায় লিখ।

সমাধান :

ধাপ–১ : কখনো মিথ্যা কথা বলবে না।

ধাপ–২ : সবাইকে সম্মান করে চলবে।

ধাপ–৩ : অযথা সময় নষ্ট করবে না।

ধাপ–৪ : কখনো কারো সাথে ঝগড়া–বিবাদে যাবে না।

ধাপ–৫ : কারো জিনিস না বলে ধরবে না।

উপরিউক্ত ধাপগুলো অনুসরণ করলে একজন আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করা সম্ভব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমস্যা–১ : টবে গাছের পরিচর্যা পদ্ধতিগুলো লিখ।

উপকরণ : মগ, পানি, সার, কাস্তে ইত্যাদি।

সমাধান : উপরিউক্ত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি মেয়ে গাছের পরিচর্যা করছে। যেহেতু গাছ আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রৰায় অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই প্রত্যেকেরই গাছের পরিচর্যা করা উচিত। আর গাছের পরিচর্যায় কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। যেখানে পর্যাপ্ত আলো বাতাস আছে সেখানে টবের গাছ রাখতে হবে। নিয়মিত টবে পানি দিতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে। মাঝে মাঝে টবের মাটি কাস্তে দিয়ে আলগা করে দিতে হবে। টবের গোড়ায় অতিরিক্ত পানি জমলে তা অপসারণ করতে হবে।

সমস্যা–২ : পড়ালেখা করতে গেলে শুরুতেই কোন কাজগুলো তোমাকে করতে হবে।

উপকরণ : গোছানো টেবিল বা পড়ার জায়গা, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন পোশাক।

সমাধান : উপরিউক্ত ছবিতে দেখা যাচ্ছে ছেলে মেয়ে পরিপাটি হয়ে লেখা পড়া করছে।

ধাপ–১ : টেবিল বা পড়ার জায়গা গোছানো হতে হবে।

ধাপ–২ : পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতে হবে।

ধাপ–৩ : পড়ার জায়গায় পর্যাপ্ত বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ধাপ–৪ : নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে পড়ালেখা শুরব করতে হবে।

সমস্যা- ৩ : পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখার পদ্ধতিগুলো লেখ।

উপকরণ : টেবিল, কলমদানি, টেবিলের ড্রয়ার, নেকরা ইত্যাদি।

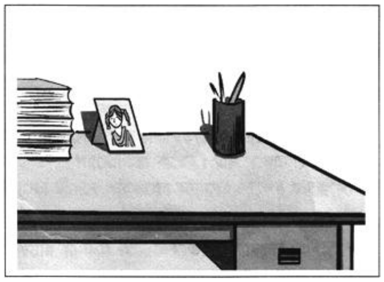

সমাধান : উপরিউক্ত ছবিতে একটি গোছানো পড়ার ছবি দেখা যাচ্ছে।

ধাপ–১ : পড়ার উপযোগী একটি টেবিল।

ধাপ–২ : টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা।কারণ সব জিনিস টেবিলের উপর রাখলে টেবিলের সৌন্দর্য নষ্ট হবে।

ধাপ–৩ : কলমদানিতে কলমগুলো সাজিয়ে রাখা।

ধাপ–৪ : টেবিল নিয়মিত পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখতে এক টুকরো নেকরা দরকার। যা দিয়ে টেবিলটি মোছা যায়।

সমস্যা-৪ : কীভাবে আমরা পারিবারিক কাজে সাহায্য করতে পারি।

সমাধান : উপরিউক্ত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কীভাবে আমরা পরিবারকে সাহায্য করতে পারি।

পরিবারের বিভিন্ন সাহায্য–সহযোগিতা নিয়ে আমরা বেড়ে উঠি। তাই আমাদেরও উচিত পরিবারের বিভিন্ন কাজে এবং বয়স্কদের প্রয়োজনে সাহায্য করা। যেমন– মায়ের রান্নায় সাহায্য করা। বয়স্করা তাদের কাজ ঠিকমতো করতে পারে না। তাই তাদের প্রয়োজনীয় কাজ করে দেওয়া। খাবার টেবিলে খাবার পরিবেশনে মাকে সাহায্য করা। যেহেতু আমরা পরিবারের সাথে বাস করি। তাই একে অন্যের সাহায্য ছাড়া চলা কষ্টকর।

সমস্যা–৫ : কাপড় ইস্ত্রি করার পদ্ধতিগুলো লেখ।

উপকরণ : ইস্ত্রি, টেবিল, কাপড়, বিদ্যুৎ ইত্যাদি।

সমাধান : পাশের ছবিতে দেখা যাচ্ছে একজন লোক কাপড় ইস্ত্রি করছে।

ধাপ–১ : প্রথমে একটি ইস্ত্রি লাগবে এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ দিতে হবে।

ধাপ–২ : একটি টেবিল লাগবে এবং টেবিলের উপর কাপড় বিছাতে হবে।

ধাপ–৩ : বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়ার পর ইস্ত্রি গরম হলে কাপড় ইস্ত্রি শুরব করতে হবে।

ধাপ–৪ : ইস্ত্রি করার জায়গা নিরাপদ ও পর্যাপ্ত আলো–বাতাস থাকতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

সমস্যা–১ : একটি ডাক্তারের ছবি আঁকার উপায় লেখ।

উপকরণ : পেনসিল, রাবার, রং ও তুলি।

সমাধান : পাশের ছবিটি থেকে বোঝা যায়, এটি একজন ডাক্তারের ছবি।

ধাপ–১ : প্রথমে পেনসিল দিয়ে হালকা করে দাগ দিয়ে একটি মানুষের ছবি আঁকবে।

ধাপ–২ : এবার রংতুলি দিয়ে ছবির বিভিন্ন অংশ যেমন : চুল, কাপড় ইত্যাদি রং করবে।

ধাপ–৩ : তারপর কাপড়ের ওপর আর একটি সাদা টাই কোট আঁকবে।

ধাপ–৪ : সর্বশেষ গলা একটি স্টেথস্কোপ আঁকবে।

সমস্যা- ২ : সঠিক পেশায় যাওয়ার উপায় লেখ।

সমাধান :

ধাপ–১ : প্রথমে ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হবে কোন পেশায় যাবে।

ধাপ–২ : তার নির্বাচিত পেশা অনুযায়ী সে কতটা উপযুক্ত।

ধাপ–৩ : তারপর পেশা অনুযায়ী শাখা নির্বাচন করা।

ধাপ–৪ : মুখস্ত না করে বুঝে পড়া।

এভাবে ধাপে ধাপে এগুলো একজন সঠিক পেশায় পৌঁছাতে পারবে।

সমস্যা–৩ : তোমার মায়ের দৈনন্দিন কাজগুলো লেখ।

সমাধান :

ধাপ–১ : সকালে ঘুম থেকে ওঠে দাঁত ব্রাশ করে।

ধাপ–২ : এরপর সবার জন্য রান্না করে।

ধাপ–৩ : তারপর মা অফিসে যান।

ধাপ– ৪ : সন্ধ্যায় আমাকে পড়ান।

ধাপ–৫ : রাতে মায়ের সাথে ঘুমাই।